ওমর আবদুল্লাহ হচ্ছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী পৃষ্ঠা ২৮

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

10 October 2024, Thursday, 8th Year, Issue 395, 40 Pages

মানবসেবায় অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন শিল্পী সবিতা পৃষ্ঠা ২৬

১০ অক্টোবর ২০২৪, ২৫ আশ্বিন ১৪৩১, ৭ রবিউস সানি ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৩৯৫, পৃষ্ঠা: ৪০

হারিকেন মিল্টনের আঘাতে ভেঙে পড়েছে গাছপালা। এই ঝড়ে বড় ধরণের হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

ফ্লোরিডা বিধ্বস্ত, মৃতের সংখ্যা বাড়ছে

হ্যারিকেন মিল্টনের তান্ডব

এ মৌসুমে এখন পর্যন্ত নয়টি হারিকেন আঘাত হেনেছে যার পাঁচটিই আঘাত হেনেছে সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগের পরে।

নিউজ ডেস্ক

ঘণ্টায় ১৯৫ কিলোমিটার বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ নিয়ে ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের পশ্চিম উপকূলে আছড়ে পড়েছে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় মিল্টন। রাজ্যটির পশ্চিম উপকূলে সারাসোটা কাউন্টির সিয়েস্তা কি এলাকায় আছড়ে পড়েছে ঘূর্ণিঝড়টি।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম এমএস এনবিসি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছে।বাড়ি ঘর লণ্ডভণ্ড, গাছ উপড়ে পড়েছে, গাড়ি উল্টে গেছে - এমন দৃশ্য পুরো এলাকা জুড়ে।মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

স্থানীয় সময় ৯ অক্টোবর বুধবার সকালে হারিকেন মিল্টন ক্যাটাগরি ৫ থেকে কিছুটা দুর্বল হয়ে ফ্লোরিডায় ক্যাটাগরি ৩ ঝড় হিসাবে আঘাত হানে। তবে কিছুটা দুর্বল হলেও ফ্লোরিডাতে তাণ্ডব চালাচ্ছে ঘূর্ণিঝড়টি।

ফ্লোরিডায় হারিকেন মিল্টনের প্রভাবে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন ৩০ লাখের বেশি গ্রাহক। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের তথ্য পর্যবেক্ষক পাওয়ারআউটেজ ডট ইউএস এ তথ্য জানিয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছেন হারডি কাউন্টির বাসিন্দারা। এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী সারাসোটা ও মানাটি কাউন্টিতে এ সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে।

হারিকেন মিল্টনের আঘাতে রাজ্যটিতে বড় রকমের হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ফ্লোরিডা জরুরি পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক কেভিন গুথরি বলেছেন, হারিকেনটি স্থলভাগে আঘাত হানার আগেই প্রায় ১২৫টি বাড়ি লন্ডভন্ড

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

১১ কোটি নাগরিকের তথ্য বিক্রি ২০ হাজার কোটিতে!

ঢাকা ডেস্ক

২০ হাজার কোটি টাকায় নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত ১১ কোটির বেশি বাংলাদেশি নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ডেটা সেন্টারের সাবেক পরিচালক তারেক এম বরকতুল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৯ অক্টোবর বুধবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

তালেবুর রহমান বলেন, নাগরিকদের ৪৬ ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে বাণিজ্যিকভাবে কেনাবেচার মাধ্যমে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার লেনদেন তথ্য

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

নতুন নিয়মে উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা

হোম কেয়ার সার্ভিস

এই ব্যবসায় জড়িত প্রায় ৭ শতাধিক এজেন্সী ক্ষতির মুখে। কয়েক হাজার কর্মী কাজও হারাতে পারেন।

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে হোমকেয়ার সার্ভিসকে নতুন নিয়মের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। নতুন নিয়ম চালু হলে হোম কেয়ার সার্ভিস দীর্ঘমেয়াদী ও শক্তিশালী হবে আশা করছে কর্তৃপক্ষ। যদিও এই সার্ভিসের সঙ্গে জড়িতরা বলছেন, নতুন নিয়ম চালু হলে এই ব্যবসায় জড়িত প্রায় ৭ শতাধিক এজেন্সী ক্ষতির মুখে পড়বে। তাদের অধীনে কর্মরত কয়েক হাজার কর্মী কাজও হারাতে পারেন।

গভর্ণর ক্যাথি হোকুল হোম কেয়ার সার্ভিসের নতুন নিয়ম ও পরিকল্পনায় ইতোমধ্যে স্বাক্ষর করেছেন। তার দাবি, নতুন পরিকল্পনায় হোম কেয়ার সার্ভিস দীর্ঘমেয়াদী ও শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এদিকে গভর্ণরের ঘোষিত নতুন পরিকল্পনায় হোম কেয়ার সার্ভিসের সিডিপ্যাপ সেবায় পরিবর্তন না হলেও নির্দিষ্ট একটি এজেন্সিকে দিয়ে কর্তৃপক্ষ কিভাবে কার্যক্রম চালাবেন সেটি স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছেন হোম কেয়ার সার্ভিস এজেন্টরা।

জানা গেছে, হোমকেয়ার ব্যবহারকারীদের উচ্চমানের সেবা প্রদান,

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ওয়ালমার্টে চাকুরি

গ্রিন কার্ড স্পন্সরসহ বছরে দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত বেতন

রাজুব ভৌমিক

যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় শপিং সেন্টার ওয়ালমার্ট শুধু উচ্চ বেতনের চাকরিই দিচ্ছে না বরং আপনার গ্রিন কার্ড স্পনসর করতেও তারা প্রস্তুত। যা আপনাকে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে কাজ এবং বসবাসের সুযোগ করে দেবে। আপনি যদি একটি স্থিতিশীল এবং উচ্চ আয়ের ভবিষ্যতের পথ খুঁজছেন তাহলে এটি একটি সুযোগ যা আপনার হাতছাড়া করা উচিত নয়।

লক্ষ ডলারের লোভনীয় চাকরি এবং সাথে একটি গ্রিন কার্ড? হ্যাঁ—এটি ওয়ালমার্ট এর মাধ্যমেই সম্ভব। জানা যায় গত ২০২০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ওয়ালমার্ট ১,৮৮৬টি গ্রিন কার্ডের জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

১৯৭৫ এবং ২০২৪ আ.লীগের জন্য যে পরিস্থিতি নিয়ে এসেছে

বিবিসি নিউজ বাংলা

গত পাঁচই অগাষ্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর চরম সংকটে পড়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। বিশ্লেষকরা বলছেন 'পতন ও সংকটের ধরন ভিন্ন' হলেও এবারের সংকট দলটিকে পঁচাত্তরের ১৫ই অগাস্টের মতো 'ছন্নছাড়া' অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।

গত জুলাই এবং অগাস্টে তীব্র ছাত্র আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়ার পর দলটির অন্য নেতাদের অনেকেই আত্মগোপন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অনেকে ভারতে কিংবা অন্য দেশে চলে গেছেন। এছাড়া

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

দুর্গাপূজা প্রথমবারের মতো নিউইয়র্কের টাইম স্কয়ারে দুর্গাপূজার আসর বসেছিল। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আয়োজনে দুই দিনব্যাপী পূজার অনুষ্ঠানমালা জমে উঠেছিল গত সপ্তাহান্তে। আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ধারণ করে হাজারো মানুষের সমাগম ঘটে বিশ্ববিখ্যাত টাইম স্কয়ারে। ছবি: এম বি তুষার

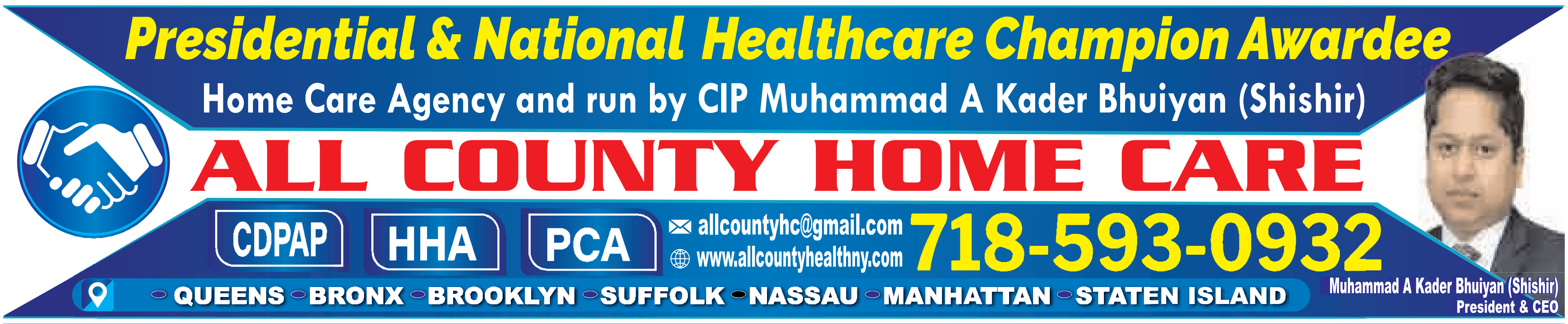

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

দ্বিধা-বিভক্তি ভুলে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে ফোবানা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা বা ফোবানার ৩৮তম সম্মেলন সংগঠনটির দুই অংশের স্টিয়ারিং কমিটির নেতৃত্বে আলাদা আলাদা ভ্যেনুতে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ফের ঐক্যের সুর দেখা গেছে আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের প্রাণের এ সংগঠনে। ৭ অক্টোবর সোমবার ফোবানার দুই ভাগের স্টিয়ারিং কমিটির দুই চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ ও শাহ নেওয়াজ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসে ঐক্যের সিদ্ধান্তে পৌছান। এ বৈঠকে কানাডা থেকে এসে যোগ দেন ফোবানার সাবেক স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান আবু যুবায়ের দারা ও ফোবানার উপদেষ্টা ডা. মাসুদুর রহমান। বৈঠক শেষে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ফোবানা করার ঘোষণা দেন তারা। আলোচনা শেষে ফোবানার একাংশের চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ বলেন, আমি যে ফোবানার চেয়ারম্যান সেটিই আসল ফোবানা। শুরু থেকেই আমরা এ ফোবানার সাথে আছি। আমাদের এই ফোবানা থেকে অনেকে বের হয়ে ফোবানা করেছে। সবাইকে নিয়ে আমরা বসেছি। আসল ফোবানা একটাই। সর্ব সম্মতিক্রমে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। ঐক্যের মাধ্যমে ৩৯তম ফোবানা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

এসময় ফোবানার আরেকাংশের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ বলেন, আমরা মূলত একই ফোবানা। আমাদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিলো। আমরা আলোচনায় বসে সেসব ভুল বোঝাবুঝি মিমাংসা করে নিয়েছি। আমরা এক হয়েছি। এক হয়েই কাজ করব। আমরা একসাথেই একটা নতুন কমিটি গঠন করব। ফোবানার সাবেক স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান আবু যুবায়ের দারা বলেন, ফোবানা করি বলেই আজকে আমি দারা সবার কাছে পরিচিত। দলমত নির্বিশেষে একটাই ফোবানা। যে কোন লোক ফোবানায় আসতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে যে যে দলই করেন না কেন, ফোবানায় কোন দলাদলি নেই। সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৩৯তম ফোবানা আয়োজনের আশাবাদও ব্যক্ত করেন তিনি। ফোবানার সবাইকে একসাথে হতে দেখে, একসাথে বসতে দেখে ফোবানার ঐক্যের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে ডা. মাসুদুর রহমান বলেন, ৩৯তম ফোবানা সম্মেলন সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে একসাথে হবে। এ ফোবানায় দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের অংশগ্রহণ থাকবে।

এর আগে আগস্টের ৩০, ৩১ ও সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির দুই ভাগের দুই চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ ও শাহ নেওয়াজ একই দিনে আলাদা আলাদা দুটি ফোবানা সম্মেলন করেন। গিয়াস আহমেদ ফোবানা সম্মেলন আয়োজন করেন নিউইয়র্কে। অপরদিকে আরেক অংশের চেয়ারম্যান শাহনেওয়াজ ফোবানা সম্মেলন করেন ম্যারিল্যান্ডে। যা নিয়ে সাধারণ প্রবাসীদেরে হতাশা প্রকাশ, বিভক্ত ফোবানার নানা কার্যক্রমের কড়া সমালোচনার পর ঐক্যবদ্ধ ফোবানা গড়ার সিদ্ধান্তে পৌছেন দুই অংশের নেতৃবৃন্দরা।

দেশে না ফিরে জাবেদ পাটোয়ারীর যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি

ঢাকা অফিস

জাবেদ পাটোয়ারী

সৌদি আরবে রাষ্ট্রদূত হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিযুক্ত সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারীকে দেশে ফিরতে নির্দেশ দিয়েছিল সরকার। গত ১৪ আগস্ট এ নির্দেশ জারির পর প্রায় দুই মাস চলে গেলেও তিনি ফেরেননি। জানা গেছে, রিয়াদে নিজের ঘনিষ্ঠজনদের তিনি দুবাই হয়ে যুক্তরাষ্ট্র চলে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন।

অন্তর্বর্তী সরকার ৮ আগস্ট দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৪ আগস্ট জাবেদ পাটোয়ারীসহ ছয় রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল করে। তাঁদের দেশে ফিরতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ঢাকা ও রিয়াদের তিনটি কূটনৈতিক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, জাবেদ পাটোয়ারী রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব ত্যাগ করে সর্বশেষ ২৮ আগস্ট সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ ত্যাগ করেন।

সাবেক আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারীকে প্রথম দফায় তিন বছরের চুক্তিতে ২০২০ সালের ১৩ এপ্রিল সৌদি আরবে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে শেখ হাসিনার সরকার। চলতি বছরের ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী এক বছর ছয় মাসের জন্য তাঁকে আবার একই পদে চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়।

পূজামঞ্চে ‘ইসলামি গান’, কী ঘটেছিল

চট্টগ্রাম

ঢাকা ডেস্ক

চট্টগ্রামের জে এম সেন হলের পূজামঞ্চে ইসলামি গান পরিবেশন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, একদল যুবক ইসলামি গান গাইছেন। এতে ক্ষুব্ধ হন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। এ ঘটনায় মামলার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রশাসক।

ঘটনাটি ঘটেছে চট্টগ্রাম নগরের রহমতগঞ্জের জে এম সেন হলে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে। চট্টগ্রাম মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের আয়োজনে চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় মণ্ডপ এই জে এম সেন পূজামণ্ডপ। সেখানেই এমন ঘটনায় উপস্থিত সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিস্ময় প্রকাশ করেন। এই গানের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে রাতে প্রশাসন দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, 'শুধু মুসলমানের লাগি আসেনিকো ইসলাম/ বিশ্ব মানুষের কল্যাণে স্রষ্টার এই বিধান' গান গাইছে ছয় তরুণ। এ ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর ফেসবুকে এ নিয়ে শুরু হয় তুমুল আলোচনা। কিছুক্ষণ পর এ সম্পর্কিত আরেকটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে ওই গানটি নেই। এ নিয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। এক পক্ষ প্রথম ভিডিওকে এডিটেড বা সম্পাদিত বলে আখ্যা দেয়। অন্যপক্ষ দ্বিতীয়টিকে অসম্পূর্ণ বলে মন্তব্য করে।

এদিকে, ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ওই অনুষ্ঠানের ভিডিও যাচাই করে স্বাধীন ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান রিউমার স্ক্যানার তাদের ফেসবুক পেজে জানিয়েছে, পূজামণ্ডপে গানের ভিডিওটি আসল, এডিটেড নয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বৃহস্পতিবার উপস্থাপক ও পূজা উদযাপন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সজল দত্ত চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমির সদস্যদের মঞ্চে ডাকেন। মঞ্চে ওঠেন ৬-৭ জন তরুণ। তাঁরা সেখানে দুটি গান পরিবেশন করেন। প্রথম পরিবেশন করেন, ‘গেরামের নওজোয়ান, হিন্দু মুসলান’ গানটি। এর পর তারা 'শুধু মুসলমানের লাগি আসেনিকো ইসলাম/ বিশ্ব মানুষের কল্যাণে স্রষ্টার এই বিধান' ইসলামি গানটি পরিবেশন করলে উপস্থিত সকলে হকচকিয়ে যান। এই গানের একটা লাইন ছিল-‘বিশ্ব মানুষের মুক্তির শেষ পথ বিপ্লব, ইসলামী বিপ্লব’। গানটির গীতিকার চৌধুরী আবদুল হালিম। পরে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও কয়েকজন বিএনপি নেতার হস্তক্ষেপে তাঁরা মঞ্চ ত্যাগ করেন। সামাজিক মাধ্যমে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়লে এবং এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হলে রাতেই চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তারা পূজা মণ্ডপে ছুটে যান। তাঁরা পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত ভিডিওটি শেয়ার করে অনেকে দাবি করেন, মঞ্চে গানটি পরিবেশনকারীরা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাংস্কৃতিক সংগঠন পাঞ্জেরীর সদস্য। তবে দলটি এমন দাবি নাকচ করেছে।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমি নামের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের ছয় সদস্য অনুষ্ঠানে দুটি গান পরিবেশন করেন। তার মধ্যে একটি গান ছিল ‘শুধু মুসলমানের লাগি আসেনিকো ইসলাম’। এ সময় অনুষ্ঠানস্থল থেকে অনেকে উঠে চলে যান। সংগঠনটি জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন দক্ষিণ পুলিশের উপ-কমিশনার লিয়াকত আলী জানান, পূজা উদযাপন পরিষদের অনুমতি নিয়ে তারা সেখানে সংগীত পরিবেশন করেছে। তা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হইচই হলেও চট্টগ্রামে কোনো সমস্যা নেই।

তবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম রাতেই ওই পূজামণ্ডপে গিয়ে এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘দোষীদের বিরুদ্ধে রাতের মধ্যে মামলা করা হবে এবং তাদের যেকোনোভাবেই হোক আইনের আওতায় আনা হবে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় যারা চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমিকে মঞ্চে ডেকেছে, তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে।’

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমির সভাপতি সেলিম জামান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক সজল দত্তের আমন্ত্রণেই সেখানে সংগীত পরিবেশন করতে গেছেন তাঁরা। সেখানে দুটো গান পরিবেশন করা হয়েছে, দুটোই সম্প্রীতির সংগীত। কেউ কেউ ভিডিও এডিট করে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

সজল দত্তের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ সূত্র বলছে, সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান চলাকালে কয়েকজন তরুণ এসে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করবেন বলে মঞ্চে ওঠেন। তাঁরা দুটি গান পরিবেশন করেন। পরে তাঁরা ‘ধন্যবাদ’ দিয়ে নেমে চলে যান।

সার্বিক বিষয়ে চট্টগ্রাম মহানগর পূজা উদপাপন পরিষদের সভাপতি লায়ন আশীষ ভট্টাচার্য্য ইনডিপেনডেন্ট ডিজিটালকে বলেন, ঘটনার সময় তাঁরা পাশের অফিসে সভা করছিলেন। এ সময় হঠাৎ ইসলামি সংগীত গেয়ে ওঠেন কয়েকজন। সে সময় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন। এই ঘটনায় তাঁরা বিব্রত। যুগ্ম সম্পাদক সজল দত্তকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সূত্র: ইনডিপেনডেন্ট

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

ZAM ZAM TRAVEL US
জম জম ট্রাভেল ইউএস

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus

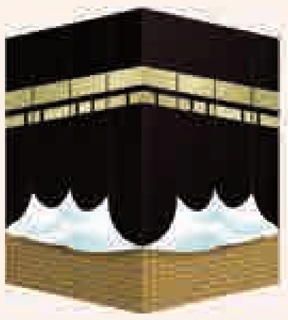

★★★★★
Special Luxurious Five Star & Economy (Customized & Group)

Umrah Package Available

★Visa ★Ticket ★Hotel ★Transportation ★Ziarat ★Guidance Services

ECONOMY STARTING FROM
Quad $1599
Tripple $1699
Double $1799

LUXURY STARTING FROM
Quad $1999
Tripple $2099
Double $2199

Special Umrah Pre-Seminar & Free Gifts for Every Haji

- AIRLINES TICKETS SELLER
- WORLDWIDE VISA SERVICES
- SAUDI ARABIA 10 YEARS VISA
- HAJJ & UMRAH PACKAGE SERVICE PROVIDER

+1 (718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
37-15 73 Street (Suite-207), Bangladesh Plaza
Jackson Heights, NY-11372

CENTERLIGHT
Healthcare PACE

55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন**

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:
1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM
centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

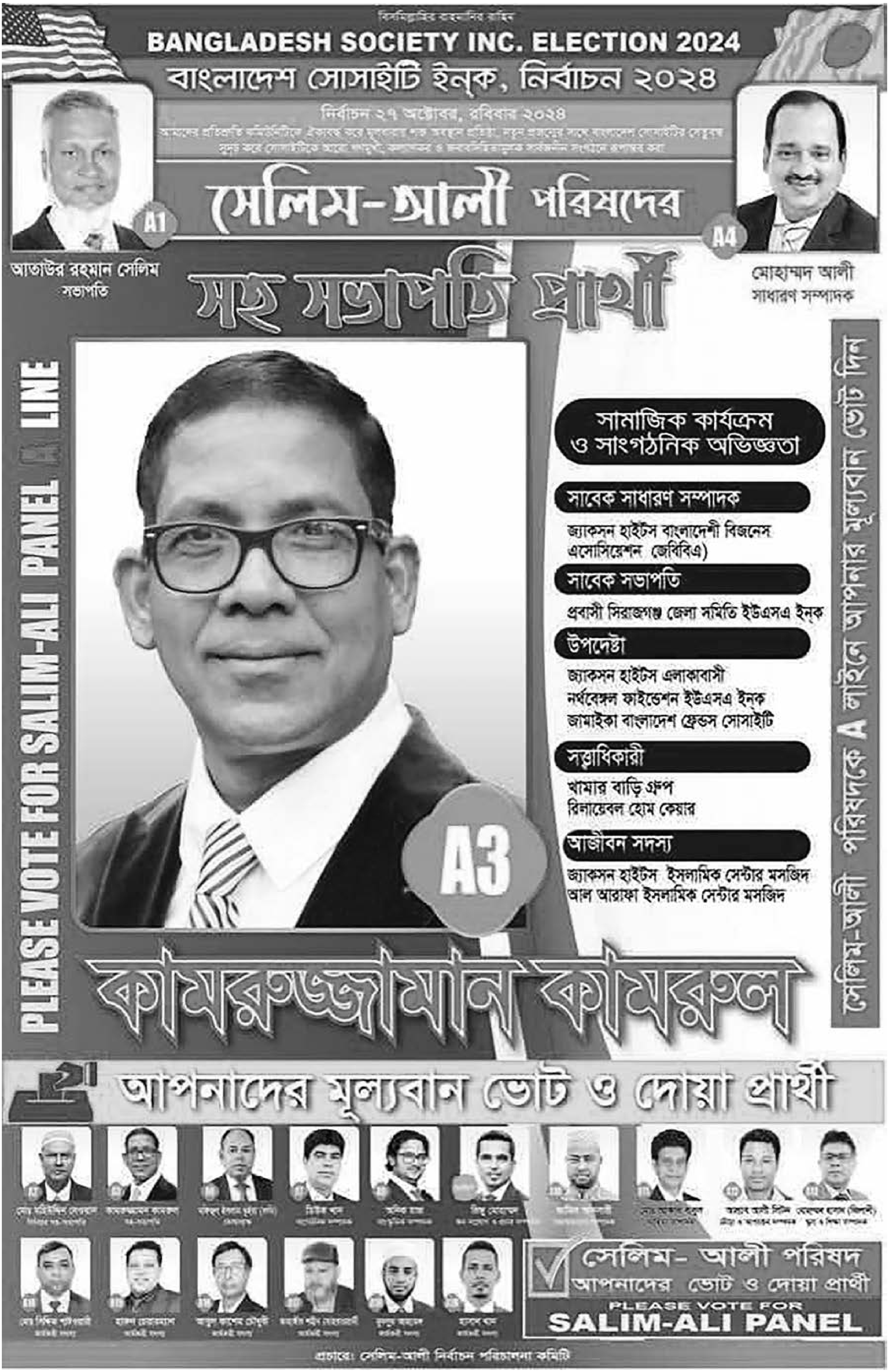
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৪
নির্বাচন ২৭ অক্টোবর, রবিবার ২০২৪
সেলিম-আলী পরিষদের
A1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
A4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
সহ সভাপতি প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR SALIM-ALI PANEL A LINE
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)
সাবেক সভাপতি
প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
উপদেষ্টা
জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী
নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক
জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি
স্বত্বাধিকারী
খামার বাড়ি গ্রুপ
রিলায়েবল হোম কেয়ার
আজীবন সদস্য
জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
আল আরাফা ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
সেলিম-আলী পরিষদকে A লাইনে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
A3
কামরুজ্জামান কামরুল
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

সম্পাদকীয়

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ: মুসলিম বিশ্বে বিভক্তি এবং পরাশক্তি দেশের রাজনীতি

ইসরাইলে হামাসের হামলা এবং এর জের ধরে গাজা যুদ্ধ শুরুর এক বছর পূর্ণ হলো। বছর শেষে সেই যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে আর যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হয়েছে। ইসরাইলে হামাসের আক্রমণ ছিলো ইসরাইলিদের জন্য ভয়াবহ একটি দিন। প্রায় বারশ মানুষ, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক, নিহত হয়েছিলো।

গাজার বড় অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং ফিলিস্তিন গণহত্যার অভিযোগ এনেছে ইসরাইলের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ এরপর আরও ছড়িয়েছে। হামাসের হামলার ১২ মাস পর এসে মধ্যপ্রাচ্য এখন ভয়াবহ ও আরও ধ্বংসাত্মক একটি যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছে। গাজা ইস্যুকে ঘিরে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য। এদিকে লেবাননের ইরানপন্থি সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর প্রধান নেতা হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি বেড়েছে।

যুদ্ধ নতুন মাত্রায় বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরাশক্তি দেশগুলো নতুন এই পরিস্থিতি নিয়ে নানা সমীকরণ মেলাচ্ছে। মুখে ফাঁকা বুলি আওড়ানো, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোটদান এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা ছাড়া মূলত কোনো দেশই ফিলিস্তিনিদের জন্য তেমন কিছু করতে পারেনি। গাজায় হাজার হাজার মানুষ হত্যার দায়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আইসিসি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলেও এখন পর্যন্ত ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ধারণা করা হচ্ছে, লেবাননের ক্ষেত্রেও মুসলিম বিশ্ব বিক্ষোভ মিছিল এবং হুমকি-ধমকি দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারবে।

ইসরায়েল ও হেজবুল্লাহর মধ্যে চলমান সংঘাতের পরিধি প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হচ্ছে। পহেলা অক্টোবর ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে প্রায় ২০০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে হামলা চালিয়েছে ইরান। হামলার পর প্রকাশ্যে ইসরায়েলকে সমর্থন করার কথা জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

আগামী দিনে এই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত এক বছর ধরে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এর ফলে গাজা ও পশ্চিম তীরে প্রাণ হারিয়েছে ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইসরায়েল হেজবুল্লাহকে নিশানা করা শুরু করেছে। হেজবুল্লাহর ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে স্থলপথে লেবাননেও হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। ক্রমাগত বেড়ে চলা এই সংঘর্ষ কেন্দ্র করে আরব দেশগুলোর পাশাপাশি বিশ্বের অনেক দেশই স্পষ্টতই বিভক্ত।

প্রায় দুই মাস আগে ইরানের রাজধানী তেহরানে হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়েকে হত্যা করা হয়। ১৯৮০-র দশক থেকে হামাসের নেতা ছিলেন তিনি। ২৮ সেপ্টেম্বর ইসরায়েলি হামলায় হেজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরাল্লাহর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। এরপর মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছে।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রধান দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছে ইরান। দেশটির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধ করার জন্য আগেই মুসলমান প্রধান দেশগুলোকে আহ্বান জানিয়েছে ইরান।

অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জার্মানির মতো দেশগুলো ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধে তাদের সাহায্যও করছে। ইসরায়েলে সাম্প্রতিক হামলার পর ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনির বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে নেদারল্যান্ডের রাজনীতিবিদ ও সাংসদদের। আরব বিশ্বের সুন্নি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো ইসরায়েলি হামলায় হেজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরাল্লাহর হত্যার প্রকাশ্য নিন্দা না করলেও, তারা লেবাননের সার্বভৌমত্ব নিয়ে কথা বলেছে। এই সংঘর্ষের বিষয়ে কোনও কোনও আরব দেশ যেমন নীরব থেকেছে, কেউ কেউ আবার লেবানন-ইসারেলের সীমান্তে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানিয়েছে।

> ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রধান দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছে ইরান। দেশটির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধ করার জন্য আগেই মুসলমান প্রধান দেশগুলোকে আহ্বান জানিয়েছে ইরান।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সৌদি নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছে যে তারা যদি ফিলিস্তিনিদের লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তা মধ্যপ্রাচ্যে তো বটেই এবং বিশ্বব্যাপীও তাদের ভাবমূর্তির উপর প্রভাব ফেলবে।

মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন 'অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো-অপারেশন' বা ওআইসি-র সদর দফতরও সৌদি আরবে অবস্থিত। ওআইসি-কে সৌদি নেতৃত্বাধীন সংগঠন হিসেবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিতে সৌদি আরবের নমনীয় মনোভাব সে দেশের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করতে পারে।

ইউএই-র পাশাপাশি কাতার এবং বাহরাইনও এই প্রসঙ্গে নীরব।

তবে বাহরাইন, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েত- এই ছয়টা উপসাগরীয় রাষ্ট্রের সমন্বয়ে তৈরি 'গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল' বা জিসিসি কিন্তু লেবাননের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার প্রতি সমর্থন জানিয়ে একটা বিবৃতি জারি করেছে। লেবানন-ইসরায়েল সীমান্তে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে জিসিসি।

গত মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের অবসান ঘটানোর জন্য আহ্বান জানিয়ে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত অর্থাৎ আইসিজে-র পরামর্শে এই প্রস্তাব আনা হয়েছিল। ১৯৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১২৪টি সদস্য দেশ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

১৪টি দেশ এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল। ভারতসহ ৪৩টি দেশ ভোটদান থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে গঠিত ব্রিকস-এর মধ্যে ভারতই একমাত্র দেশ যারা এই ভোটদান থেকে বিরত ছিল। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফিজি, হাঙ্গেরি, আর্জেন্টিনার মতো ১৪টি দেশ। অন্যদিকে, এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল পাকিস্তান, চীন, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া ও রাশিয়া।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ভোটাভুটিকে 'স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের লড়াইয়ে' জন্য 'টার্নিং পয়েন্ট' বা মোড় ঘোরানো মুহূর্ত বলে বর্ণনা করেছিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত রিয়াদ মনসুর। অন্যদিকে, ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত ড্যানি ড্যানন এই ভোটকে 'লজ্জাজনক সিদ্ধান্ত' বলে মন্তব্য করেছিলেন।

এই মুহুর্তে মধ্যপ্রাচ্য খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। এ অঞ্চল বা বিশ্ব কেউই আরও যুদ্ধের ক্ষতি সামলাতে পারবে না। ছয় মাসের বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় সামরিক অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েল। সেখানে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ৩৩ হাজার ৭৯৭ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। ত্রাণ ঢুকতে না দেওয়ায় খাবারের অভাবে ধুঁকছেন লাখ লাখ ফিলিস্তিনি। এ পরিস্থিতিতে ওই অঞ্চলে নতুন করে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে তা বিপর্যয় নিয়ে আসবে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের প্রতি ইরানে পাল্টা হামলা না চালানোর আহ্বান জানিয়েছে দেশটির পশ্চিমা মিত্ররা। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা মধ্যপ্রাচ্যে নতুন কোনো যুদ্ধ চায় না। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি গতকাল সোমবারও ইসরায়েলের নেতাদের প্রতি সংযত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

ইসরায়েল ও ইরান যে সামরিক শক্তি প্রদর্শন করছে, তা আরব বিশ্বের অন্যান্য দেশকে ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে। ভয়টা হলো, ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত এই অঞ্চলে আরেকটি যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার। আর এমনটা সত্যিই যদি ঘটে, তার প্রভাব বিশ্বব্যাপী পড়বে। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়াটা মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে অস্থির সময়ের সূচনার ইঙ্গিত ছিল।

একদিকে আরব বিশ্ব ও ইসরায়েল রাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, এবং অন্যদিকে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব যার নেতৃত্বে আছে ইরান ও সৌদি আরব। মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়গুলো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই দুই ধারার দ্বন্দ্ব গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভক্তির তুলনায় এই এলাকা সাময়িক রাজনৈতিক ও সামরিক জোটের কারণে বেশি উত্তেজিত।

সংঘাতের এই একাধিক উৎসের কারণে শঙ্কা তৈরি হচ্ছে যে, এগুলো আসলে মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের যুদ্ধ ছড়িয়ে দেবে কিনা এবং প্রথাগত আঞ্চলিক ক্ষমতাধর জোটের পরিবর্তন ঘটাবে কিনা।

আপসকামিতার পথেই কি হাঁটছে অন্তর্বর্তী সরকার?

আবু তাহের খান

সংবাদপত্র-সম্পাদকদের সঙ্গে গত ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে অন্তর্বর্তী সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর সরকারের কোনো ভুলত্রুটি চোখে পড়লে তা ধরিয়ে দিতে গণমাধ্যমকে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

তাঁর এ আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের বিগত দুই মাসের কর্মকাণ্ডের কিছু কিছু দিক নিয়ে আশা-নিরাশা মেশানো কিছু পর্যবেক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া এখানে তুলে ধরা হলো। উপস্থাপিত বক্তব্যকে সরকার ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করলে সেটি জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাদের কর্মকাণ্ডের দূরত্ব কমিয়ে আনতে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

অন্তর্বর্তী সরকারের এ পর্যন্ত সময়ের কর্মকাণ্ডের মধ্যকার একটি বড় সাফল্য এই যে বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে একটি ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুত ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি, সুখ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। আর এ ধরনের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হওয়ার ফলে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেই যে শুধু বাড়তি সুবিধা পাবে তাই নয়, একই সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বৈদেশিক সহায়তালাভ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিশেষ সুবিধাভোগের সুযোগ পাবে বলে আশা করা যায়।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এসব সুবিধাকে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা কি উপযুক্ত দক্ষতা ও পদ্ধতিগত সাবলীলতা নিয়ে প্রস্তুত আছে? মোটেও না। ফলে আন্তর্জাতিক পরিসরে অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যাপারে যত ইতিবাচক ধারণাই তৈরি হোক না কেন, সে ধারণার সুফল আমলাতন্ত্রনির্ভর বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জনে কতটুকু কাজে লাগানো যাবে, সে আশঙ্কা থেকেই যায়।

অবশ্য এরপরও সুনির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়া কিছু বিষয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে বিক্ষোভের দায়ে অভিযুক্ত ৫৭ বাংলাদেশি কর্মীকে মুক্ত করে ইউএই থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশ কর্তৃক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার, মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে ১৮ হাজার শ্রমিক নেওয়ার প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি।

তবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা ভয়েস অব আমেরিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, রোহিঙ্গারা আসতে চাইলে আমরা তাদের গ্রহণ করব। অন্যদিকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই বলে আসছেন যে আর কোনো রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়, যা এ দেশের সাধারণ মানুষেরও অভিব্যক্তি।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্জিত উপরিউক্ত অগ্রগতি নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। কিন্তু এর বিপরীতে আশাভঙ্গের যেসব কারণ ঘটছে, সেগুলোর ব্যাপ্তি ও গভীরতা বিবেচনায় নিলে চলমান পরিস্থিতিকে কিছুটা হলেও হতাশাব্যঞ্জক বলতে হবে বৈকি! মানুষ আশা করেছিল, নতুন সরকারের আমলে সাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যের দাম কমে সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে। কারণ, বিগত সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা কায়েমি স্বার্থবাদী সিন্ডিকেটের হাতেই ছিল পুরো বাজারব্যবস্থা, যা বর্তমান সরকারের আমলে আর থাকার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু চরম হতাশার সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে যে এ সরকারের আমলেও নিত্যপণ্যের মূল্য একরত্তি পরিমাণও হ্রাস পায়নি, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আরও বেড়ে গেছে। দাম কমানোর লক্ষ্যে সরকার আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদির ওপর থেকে আমদানি শুল্ক হ্রাস করার পরও তা না কমায় ধারণা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে বাজার সিন্ডিকেট ভাঙার ক্ষেত্রে সরকার বিন্দুমাত্র সফল হতে পারেনি। আর নিত্যপণ্যের পরিবহনব্যবস্থায় সরকার সমর্থক টাউট-মাস্তান ও পুলিশের যে চাঁদাবাজি, সেটিও বন্ধ হয়নি—তা বদল হয়েছে মাত্র। এমনকি কোথাও কোথাও রাজনৈতিক পরিচয় পরিবর্তন করে ব্যক্তির পরিচয় অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।

কোনোই সন্দেহ নেই যে ৫ আগস্টের পর থেকে ভারত সরকার ও ভারতীয় গণমাধ্যম কর্তৃক বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রসঙ্গে ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হয়েছে, যা কমবেশি এখনো অব্যাহত আছে। কিন্তু অতি ছোট্ট ঘটনাকে উপলক্ষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ওপর যেভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে, তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর এসবেরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোট রাজধানীতে অহিংস সমাবেশ করে যখন অভিযোগ করে যে 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠী নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে', তখন মানতেই হবে যে সমস্যা কিছু পরিসরে হলেও নতুন করে তৈরি হয়েছে বৈকি! একই সমাবেশ থেকে এটাও বলা হয়েছে যে দুর্গাপূজায় নিরাপত্তা রক্ষায় মাদ্রাসাছাত্রদের নামিয়ে দেওয়া থেকে প্রতীয়মান হয় যে সংখ্যালঘুরা অনিরাপদ।

প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্দেশ করে তারা বলেছে, 'পৃথিবীতে আপনি শান্তির বার্তা দিয়েছেন, শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা যদি নিরাপদ না থাকে, এ শান্তি স্থায়ীভাবে বিপন্ন হবে। এই দেশ সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হবে।' অন্তর্বর্তী সরকার সংখ্যালঘু জোটের এসব বক্তব্যকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে দ্রুত এগিয়ে আসবে বলে আশা রাখি।

উল্লিখিত ধরনের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব লক্ষ করা গেছে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের বিষয়েও। অভ্যুত্থান-উত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতির দাবি মেটাতে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান পাঠ্যক্রম সংশোধনের লক্ষ্যে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু কমিটির দুজন খ্যাতিমান সদস্যের ব্যাপারে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দলগুলোর পক্ষ থেকে আপত্তি উত্থাপন করায় পরে ওই কমিটি বাতিল করা হয়। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর দাবির মুখে ওই কমিটি বাতিলের সিদ্ধান্তকে দেশের সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে সরকারের নতজানু ও আপসকামী মনোভাব হিসেবেই দেখছে। বিষয়টির প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের পক্ষ থেকে দেশের নানা স্থানে প্রতিবাদ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়, ১২২ বিশিষ্ট নাগরিক এক বিবৃতিতে এর তীব্র নিন্দা জানান এবং সচেতন মহলে এ নিয়ে এখনো ক্ষোভ ও প্রতিবাদ অব্যাহত আছে।

অন্য আরও কিছু কিছু বিষয়েও সরকারের আচরণ ও কর্মকাণ্ড ক্রমেই নানা বিতর্ক তৈরি করছে, যেসব কর্মকাণ্ডের সবই হয়তো সরকারের ইচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসবের নীতিগত দায় খুব স্বাভাবিকভাবেই সরকারের ওপর গিয়ে বর্তাচ্ছে। একাধিক রদবদল ঘটিয়ে জনপ্রশাসনসচিব পদে যাঁকে বসানো হলো, পদে বসতে না বসতেই তাঁর বিরুদ্ধে বড় ধরনের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠল।

বিষয়টি তদন্তের জন্য ইতিমধ্যে তিন উপদেষ্টার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলেও এরই মধ্যে উল্লিখিত দুর্নীতি থেকে জনপ্রশাসনসচিবকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, যে ধরনের বিবৃতি সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের পক্ষে দিয়েছিল বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, অন্তর্বর্তী সরকার কি দুর্নীতিবাজকে রক্ষার এসব কায়েমি আয়োজন-ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দেবে, নাকি তাঁর বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবে? অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের ভয় হয়, শেষ পর্যন্ত জনপ্রশাসনসচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ সহসাই না শূন্যে মিলিয়ে যায়! মোটকথা, যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে মানুষ অন্তর্বর্তী সরকারকে স্বাগত জানিয়েছিল, তা এখন কিছুটা হলেও ম্লান হতে বসেছে। কিন্তু এ সরকারকে মনে রাখতে হবে যে তাদের পক্ষে ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাদের ব্যর্থ হওয়া মানে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সমুদয় আকাঙ্ক্ষাই ব্যর্থ হয়ে যাওয়া।

এমতাবস্থায় ব্যর্থতার ঝুঁকি মোকাবিলা করে নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সফল হতে হলে তাদেরকে অবশ্যই আপসকামিতার পথ পরিহার করে সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে পুরো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে চারপাশ ঘিরে থাকাদের কথা শুনলেই শুধু হবে না, প্রান্তিক যে মানুষেরা, তাদের বক্তব্য কখনো ক্ষমতার কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, তাদের নীরব কান্নাগুলোও শুনতে হবে।

রাষ্ট্র সংস্কারের দর্শনগত দিকসমূহ

মু. আবদুল হাকিম

আমাদের রাষ্ট্রের নাম গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। জনগণের মালিকানার পাট্টা দলিল হচ্ছে এই সংবিধান। দেশের মধ্যে হীরা বা সোনার খনি পাওয়া গেলে তা হিস্যা অনুযায়ী জনগণকে ভাগ করে দিতে হবে। যদিও বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্রের মালিক কে তা বলা নেই। সংবিধানে এ মালিকানা দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। না থাকলে সোনা বা হীরার হিস্যা জনগণ নাও পেতে পারে। এস আলম বা সালমান এফ রহমানের মত স্বার্থান্বেষী মহল বাঙালিকে হাইকোর্ট দেখিয়ে তা হাতিয়ে নিতে পারে। জনগণ যদি সত্যি সত্যি রাষ্ট্রের মালিক হয় তাহলে অফিস আদালতে তাদের সেইভাবে সমাদর করতে হবে এবং কাঙ্ক্ষিত সেবাটি দ্রুততম সময়ে বিনামূল্যে হস্তান্তর করতে হবে ।

সংবিধানে বলা আছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তবে এই ক্ষমতার প্রয়োগ হবে সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে । এ সব অনুচ্ছেদ গুলোর জন্য সাংবিধানিক কর্তৃত্ববাদ এদেশে এত মজবুত । সংবিধানে প্রতিটি শব্দ,কমা ও সেমিকোলন মেপে মেপে বসাতে হবে। না হলে বিপত্তি ঘটবে। তাহলে সার্বভৌম কে ? জনগণ না সংবিধান ? সাংবিধানিক আইনের এই মারপ্যাঁচে একটি রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এমন কি গৃহযুদ্ধে দেশ ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে। এই ধ্বংস এড়াতে হলে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শক্তিশালী সিভিল সোসাইটি থাকতে হবে। লড়াকু এবং হ্যাডমওয়ালা রাজনীতিবিদগণ যাদেরকে সুশীল বলে টাট্টা বিদ্রূপ করে ভীষণ মজা পায়।

সিভিল সোসাইটির অন্তর্ভূক্ত কারা ? শৃঙ্খলা বাহিনী বা রাজনৈতিক দলের সক্রিয় নেতা কর্মী ব্যতীত সকলেই। একটি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কে কি সংবিধান বানাতে দেয়া সমীচীন ? তা সে যতই জনপ্রিয় দল হোক । যদি সমীচীন হয় তাহলে তারা এমন ভাবে সংবিধান বানাবে যাতে তারা চিরকাল ক্ষমতায় থাকে এবং অন্য কোনো দল যেনো কোনোদিন ক্ষমতায় আসতে না পারে। জ্ঞানপাপীদের দিয়ে কোনো দলের পক্ষে এ জাতীয় সংবিধান বানানো কি অসম্ভব ? জনগণকে তো আপনি রাজনীতি থেকে আলাদা করতে পারবেন না। কেননা রাজনীতি করা জনগণের জন্মগত অধিকার। এটা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। একটি দেশের জনগণ কে আপনি দলে দলে ভাগ করতে পারবেন না । কিছু লোক নির্দলীয় বা নিরপেক্ষ থাকবেই। দেশের অধিকাংশ জনগণ শুধুমাত্র ভোটার। কোনো দলের ক্যাডার নয়। সব মানুষ কে যদি দলীয় ক্যাডারে ভাগ করা হয় তাহলে দেশে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। উদার গণতান্ত্রিক দেশে ক্যাডার রাজনীতি অচল ।

সংবিধানে দলীয়তা ও নির্দলীয়তাকে সংজ্ঞায়িত করে রাষ্ট্রে দলীয় ও নির্দলীয় রাজনীতির বন্দোবস্ত থাকতে হবে। কোনো গণতান্ত্রিক দেশে সিভিল সোসাইটির হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকে না। রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকে দলের হাতে। রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের সংবিধান বানানোর দায়িত্ব ন্যস্ত করা অসমীচীন । বরং সিভিল সোসাইটি থেকে সংবিধান সভা বা গণ পরিষদ গঠন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং সমীচীন। নিম্নকক্ষ দলীয় থাকলে ভারসাম্যের জন্য উচ্চকক্ষ হবে নির্দলীয়। কেন্দ্রীয় সরকার দলীয় থাকলে স্থানীয় সরকার হবে নির্দলীয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দলীয় সরকারের হাতে থাকলে উচ্চ শিক্ষাকে অবশ্যই নির্দলীয় কমিশনের হাতে রাখতে হবে। তথ্য,জ্ঞান ও পরিসংখ্যান তথ্য মন্ত্রণালয় তথা সরকারের হাতে থাকলে এক দল দলীয় জ্ঞান পাপী এগুলোকে দলীয় প্রোপাগান্ডা মেশিনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করবে। নির্দলীয় তথ্য কমিশনে ন্যস্ত হলে যার কোনো আশংকা থাকে না।

ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতা থেকে সাংবিধানিক দুর্নীতি দমন কমিশনে ন্যস্ত করে কমিশনকে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। বিসিএস(এটর্নি সার্ভিস) চালু করে এই সার্ভিস কে নির্দলীয় করতে হবে। সাংবিধানিক স্থানীয় সরকার কমিশন সৃষ্টি করে স্থানীয় সরকারগুলোকে মন্ত্রণালয় থেকে কমিশনের আওতায় আনতে হবে । স্থানীয় সরকারে নির্দলীয় রাজনীতি প্রবর্তন করতে হবে। দলীয় মনোনয়ন বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। নির্দলীয় রাজনীতি মানে সিভিল সোসাইটি রাজনীতি। রাষ্ট্র ও সরকারকে দলীয় ও নির্দলীয় সত্তায় বিভক্ত করে রাষ্ট্র ক্ষমতার ভারসাম্য স্থাপন করতে হবে। সিভিল সোসাইটি এবং দলীয় সরকার পারস্পারিক নজরদারি এবং জবাবদিহিতার আওতায় স্বচ্ছভাবে জনস্বার্থে কাজ করবে। গণমাধ্যম তথ্যের জন্য উভয়ের দ্বারস্থ হবে। কেবলমাত্র মাত্র দলীয় রাজনীতি সমাজের কোনো টেকসই কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে না। এই সাংবিধানিক প্রজ্ঞা বা হিকমা বা মুন্সিয়ানা দিয়ে যদি আমরা সংবিধান বানাতে না পারি তাহলে আমাদের খবর আছে।

সিভিল সোসাইটি অক্ষে কারা থাকবে ? থাকবে ছাত্র, শিক্ষক, আমলা, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, কৃষক এবং শ্রমিক সহ সকল পেশাজীবী সমপ্রদায়। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি থাকবে না। কোনো পেশাজীবী সংগঠন রাজনৈতিক দলের অংগ সংগঠন হবে না। সংবিধানে রাষ্ট্রের মালিক হিসেবে জনগণের মৌলিক অধিকারের তালিকা বা বয়ান অনেক লম্বা হবে। অধিকারগুলো আদায়ের জন্য জেলায় জেলায় মানবাধিকার আদালত হবে। দলীয় সরকারের জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অফিস আদালত ব্যবহার করে দমন পীড়ন অব্যাহত রাখাকে অসম্ভব করে তুলতে হবে। সংবিধানে দুইটা অংশ থাকে একটা হল নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কাঠামো এবং অন্যটি হচ্ছে সরকারের ক্ষমতা কাঠামো ।

কিন্তু সিভিল সোসাইটি আগ্রহী। দ্বিতীয়টি ভারসাম্য বজায় রেখে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংগসমূহের মধ্যে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বন্টনের একটি বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটি আগ্রহী নয় । কিন্ত রাজনৈতিক দল সমূহ প্রচ্লভাবে আগ্রহী। সরকার এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠন যে সব সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষের উপর যুলুম করতে চায়। একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সিভিল সোসাইটি সংবিধান ও আদালতের সাহায্য নিয়ে সরকারের নির্যাতন ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে। ফলশ্রুতিস্বরূপ রাষ্ট্রে সৃষ্টি হয় ইনসাফ, ন্যায্যতা এবং ন্যায় বিচার। সিভিল সোসাইটি মানবাধিকার রক্ষার শেষ ভরসা। এমতাবস্থায় সংবিধান বানানোর দায়িত্ব দলগুলোর মতামত সাপেক্ষে সিভিল সমাজের হাতে থাকাই সর্বোত্তম।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

প্রধান উপদেষ্টার সংলাপ ও নির্বাচনের দিনক্ষণ

সেলিম খান

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আগামীকাল শনিবার থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ বা আলোচনায় বসতে চলেছেন। এই আলোচনার মূল বিষয় হলো সংস্কার। ধারণা করা যায়, আলোচনার লক্ষ্য, সংস্কারের ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারের ভাবনা তুলে ধরা এবং এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মত ও দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা। প্রথম দিন বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ পেয়েছে। অন্যরাও পাবে বলে ধরে নেওয়া যায়। যেহেতু স্বেচ্ছাচারী আওয়ামী লীগ সরকার ও তার শরিকদের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে উৎখাত করে এই সরকার গঠিত হয়েছে, ফলে তারা কেউ এই আলোচনার অংশীজন হবে না—এটাই স্বাভাবিক। ১৫ বছরের স্বৈরশাসনের মাশুল তাদের কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে।

তবে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস শপথ নেওয়ার পর থেকে একটা প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসছে—নির্বাচন আসলে কবে হবে? নির্বাচন বলতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেই বোঝাচ্ছেন সবাই। ড. ইউনূসের সরকার শপথ নিয়েছে প্রায় দু মাস হতে চলল। এরই মধ্যে আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা, পুলিশ সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তা, ফেনি-নোয়াখালী-কুমিল্লায় ভয়াবহ বন্যার ধকলের পর উত্তরবঙ্গে ফের বন্যা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামসহ অনেক ঝড়ঝাপটা সামলাতে হয়েছে ও হচ্ছে। তারপরও নির্বাচনের প্রশ্নটি চাপা পড়েনি।

চাপা পড়বে না, এটাই দস্তুর। ২০১৪ সালের পর থেকে দেশে কোনো স্বাভাবিক নির্বাচন হয়নি। কোনো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ছিল না। ২০১৪-পরবর্তী যে তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে, তার দুটিতে বিএনপি অংশ নেয়নি। ২০১৮ সালে অংশ নিয়ে রাতের ভোট দেখে নিজেকে প্রতারিত মনে করেছে। ২০২৪ সালে তো বিএনপি ও সমমনা দলগুলো অংশ নেয়নি। বাম ও অন্যান্য ইসলামী দলও অংশ নেওয়া থেকে বিরত ছিল। উপরন্তু ২০১৮ সালের পর থেকে কোনো ধরনের নির্বাচনে বিএনপির নেতা-কর্মীরা অংশ নেননি। দলীয় নির্দেশই ছিল এমন। একই অবস্থার মুখোমুখি ছিল জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য দলগুলো। এর সাথে উপরি হিসেবে জুটেছিল জেল-জুলুম-মামলা-হয়রানি-হত্যা-গুম, দল ভাঙার খেলা। সব মিলিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে—এমন কোনো রাজনৈতিক দলই স্বস্তিতে ছিল না আওয়ামী লীগ আমলে।

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দেশ স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশার জায়গায় প্রথম স্থান পেয়েছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিষয়টি। এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশনের সব কমিশনার পদত্যাগ করেছেন। নির্বাচন কমিশন সংস্কারের জন্য নতুন কমিশন গঠিত হয়েছে। জনগণের প্রত্যাশার পারদ বাড়ছে। আগের তিনটি কমিশনের মতো আর কোনো নির্বাচন কমিশন আসবে না, যারা রাতে-দিনে সব সময় ভোট করতে অভ্যস্ত, যারা ভোটারহীন নির্বাচনকেও বিরাট সাফল্য দাবি করে গালগপ্প ফেঁদে বসতে পারে এবং সব সময় নিজেদের ফেরেশতাতুল্য দাবি করে—এই আশায় বুক বেঁধেছে দেশবাসী। গণতান্ত্রিক অধিকার হারানোর অপমানের তীব্র জ্বালা ভোলাতে হলে এই অধিকার যথাযথভাবে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। দেশের মানুষ তার অধিকার ফিরে পেতে চায়। এ জন্যই তো এত প্রাণহানি, অঙ্গহানি, বেঁচেও মরে থাকার কাহিনি।

কিন্তু ঘর পোড়া গরুদের তো সমস্যা থাকেই। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আজিজের নেতৃত্বে এক সদস্যের কমিশনের কর্মকাণ্ড দেখে পরিবর্তিত ব্যবস্থা হিসেবে ২০০৭-০৮ এর ফখরুদ্দিন-মঈনুদ্দিন সরকার তিন সদস্যের কমিশন গঠন করে। ওই কমিশন ভোটার তালিকা, জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির মতো বড় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিল। পরবর্তী সময়ে তিনটি কমিশনের আকার বেড়ে তিন থেকে পাঁচ হয়ে গেল। কিন্তু আকারের সাথে বিকারও বাড়ল। অসম্মান শব্দটি একেবারে তাদের শরীরে সিলগালা হয়ে লেগে গেল। সুতরাং এটা স্পষ্ট এক-তিন-পাঁচ সদস্যের কমিশন কোনো সমাধানও না, সমস্যাও না। প্রয়োজন সদিচ্ছার। সেই সদিচ্ছার শতভাগের কাছাকাছি আসতে হবে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের কাছ থেকে। আর যেটুকু বাকি থাকে, সেটা আসবে চর্চার মাধ্যমে। গণতন্ত্রের চর্চায় ছেদ টেনে কোনোভাবে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্রকাঠামো গঠন করা সম্ভব না।

নির্বাচন কমিশন নিয়ে এত কথা বলার কারণ, একটি সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য তারা অতীব জরুরি একটি প্রতিষ্ঠান। অনেকের হয়তো মনে আছে, ২০০৯-পরবর্তী শেখ হাসিনা সরকারের আমলে কমিশনের দায়িত্বে ছিলেন ড. শামসুল হুদার নেতৃত্বে আরও দুই কমিশনার। তাঁদের আমলে (২০১১ সালের ৩০ অক্টোবর) নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে শামীম ওসমান ও সেলিনা হায়াৎ আইভির প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা নিশ্চয় অনেকের মনে আছে। শামীম ওসমানের মতো আওয়ামী লীগের দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইভি ছিলেন সামান্য বিদ্রোহী। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার পরও শুধু নির্বাচন কমিশনের কঠোর ভূমিকার কারণে আইভির জিততে কোনো সমস্যা হয়নি। এক লাখেরও বেশি ভোটে তিনি শামীম ওসমানকে হারিয়েছিলেন। কমিশনের এই ক্ষমতা দেখাতে এর উত্তরসূরিরা লজ্জাজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ফলে এটা পরিষ্কার যে, ক্ষমতা কাঠামোর যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচন কমিশনকে সংস্কার করার জন্য ড. বদিউল আলম মজুমদারের নেতৃত্বে কমিশন তৈরি হয়েছে। এই কমিশন আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের সুপারিশ বা প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেবে। এই সময়ে নির্বাচন কমিশন কমিশনার-শূন্যই থাকবে বলে ধারণা করা যায়।

এদিকে ভোটের জন্য বা ভোটের একটা সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠছে। তাদের কথাবার্তায় সেটা পরিষ্কার। বিএনপির নেতা তারেক রহমান, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান থেকে শুরু করে গণঅধিকার পরিষদের নুরুল হক নুর—সবার কথার মূল সুর কিন্তু অভিন্ন। এমনটা হওয়াই খুব স্বাভাবিক। ২০১৪ সালের পর থেকে দেশে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। এখন আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাতের পরও যদি নির্বাচনের প্রদীপ বহু দূরে জ্বলতে থাকে, তাহলে সিঁদুরে মেঘ দেখার আশঙ্কা তাঁরা করতেই পারেন। এতে দোষের কিছু নেই।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহে এক জনসভায় দেওয়া ভিডিও ভাষণে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, 'দেশ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত সরকারের বিকল্প নেই। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এমন দায়িত্বও কাঁধে নেওয়া সংগত হবে না, যেটা তাঁরা বহন করতে সক্ষম হবেন না।' (ইনডিপেনডেন্ট) একই দিনে গাজীপুরের কোনাবাড়ি ডিগ্রি কলেজ মাঠে আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেছেন, মানুষ ভোট দিয়ে তাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে চায়। এ জন্য দ্রুত সংস্কার সম্পন্ন করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান তিনি। (ইনডিপেনডেন্ট)

এর ঠিক একদিন আগে; অর্থাৎ, ২৭ সেপ্টেম্বর খুলনায় এক জনসভায় জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেন, রাজনৈতিক দলসহ সব পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সংস্কার ও নির্বাচনের রোডম্যাপ তৈরি করে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিয়ে সম্মানের সঙ্গে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বিদায় নিতে হবে। কেননা বছরের পর বছর দেরি করলে আগাছা জন্ম নিতে পারে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে, তৃতীয় শক্তির উদ্ভব হতে পারে। (প্রথম আলো)

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের বক্তব্য, 'যত দ্রুত নির্বাচনের দিকে যাওয়া যাবে, তত দ্রুত দেশের জন্য মঙ্গল হবে। যত দ্রুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন করা যাবে, ততই দেশের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে যাবে। আমরা প্রত্যাশা করি, দ্রুত সময়ের মধ্যে একটা নির্বাচন দেবে।' (যুগান্তর)

দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অংশীজন রাজনৈতিক দলগুলো। তাদের কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করাটা অযথার্থ। মনে রাখতে হবে, যত সংস্কারই করা হোক না কেন, শেষমেষ নির্বাচন দিতে হবে। আর নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কেউ/ কেউ কেউ জিতে সরকার গঠন করবে। ফলে সংস্কার ফলবতী ও দীর্ঘস্থায়ী হবে কিনা, তা নির্ভর করবে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর। সংসদে ব্রুট মেজরিটি বা নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেলে রাজনৈতিক দলগুলো কত কিছু করে বা করতে পারে, তার ভূরি ভূরি নজির আমাদের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে আছে।

সবচেয়ে বড় কথা, ছাত্র-জনতার দুর্মর আন্দোলনে মুখ্য উপজীব্য ছিল হারানো গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার দেশের মানুষকে ফেরত দেওয়া। এই অধিকার আদায়ে তারা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। এটা বুঝতে হবে বর্তমান অন্তর্বর্তী 'অরাজনৈতিক' সরকারকে। আর এই অধিকারের বড় অংশ হলো ভোট। সে ভোট হতে হবে জাতীয় সংসদ, স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলো থেকে শুরু করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ পর্যন্ত। গণতান্ত্রিক ধারা কোনো ম্যাজিক না যে একজন জাদুকর এসে দেখালেন আর দেশের মানুষ বুঝে গেল বা মেনে নিল। এটা নিজের জীবন থেকে সমাজের প্রতিটি স্তরে চর্চার বিষয়। এই চর্চা অব্যাহত রাখলে জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছাবে, শহীদের আত্মদান সার্থক হবে। আর উল্টোটা হলে আমরা আবার তমশাচ্ছন্ন গন্তব্যে চলতে শুরু করব।

সে দিক দিয়ে কাল শনিবার থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রধান উপদেষ্টার সংলাপ বা আলোচনা দেশটাকে একটা কার্যকর অভিমুখে নিয়ে যাবে, এ প্রত্যাশা সবার। পাশাপাশি নির্বাচন নিয়ে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, তা-ও কেটে যাবে। মোদ্দা কথা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশ চালাবেন রাজনৈতিক নেতারা। সেজন্য, দ্রুত সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ সুগম করে গঠিত সংসদের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেওয়াটাই মঙ্গল।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

সীমান্তে হত্যা বন্ধ ও দোষীদের বিচার চেয়ে ভারতকে চিঠি

ঢাকা ডেস্ক

সীমান্তে কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার বাসিন্দা কামাল হোসেনকে ভারতের বিএসএফের গুলি করে হত্যার কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ৯ অক্টোবর বুধবার ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে পাঠানো চিঠিতে সরকার এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এতে বলা হয়েছে, সীমান্ত হত্যাকাণ্ডকে 'শূন্য পর্যায়ে' নামিয়ে আনার জন্য ভারতের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বারবার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বিএসএফের এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। বাংলাদেশ সরকার জোর দিয়ে বলেছে, সীমান্ত হত্যার এ ধরনের ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অযাচিত। এ ধরনের কর্মকাণ্ড দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের জন্য বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নির্দেশিকা-১৯৭৫–এর লঙ্ঘন। বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারকে এ ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে এবং সব সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের তদন্ত পরিচালনা করার পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানায়।

সীমান্ত হত্যার মতো জঘন্য কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে এবং সব সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের তদন্ত পরিচালনা করার পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিচারের আওতায় আনতে বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৭ সেপ্টেম্বর কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার গলিয়ারা দক্ষিণ ইউনিয়নের পাহাড়পুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে কামাল হোসেন প্রাণ হারান। ওই দিন সন্ধ্যায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

ফ্লোরিডা বিধ্বস্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে দেয়। এর মধ্যে অনেকগুলো বাড়ি প্রবীণ নাগরিকদের জন্য তৈরি করা।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার জানায়, ৯ অক্টোবর বুধবার রাতে স্থলভাগে আঘাত হানার প্রায় ৯০ মিনিট পরে ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্রের অবস্থান ছিল সারাসোটা কাউন্টি থেকে প্রায় ২০ মাইল (৩০ কিলোমিটার) উত্তর-পূর্বে। এ সময় কিছুটা দুর্বল হয়ে ২ মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয় মিল্টন। এটির কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১১০ মাইল (১৭৫ কিলোমিটার), যা ঘণ্টায় ১৬ মাইল (২৬ কিলোমিটার) বেগে পূর্ব-উত্তর পূর্বে অগ্রসর হচ্ছিল।

ফ্লোরিডার বন্দরনগরী ফোর্ট শেয়ারে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পর জলোচ্ছ্বাসের পানিতে প্লাবিত হয়েছে সেখানকার রাস্তাঘাট।

ফ্লোরিডার আটলান্টিক উপকূলে ফোর্ট পিয়ার্সের কাছে স্পেনিস লেকস কান্ট্রি ক্লাব এলাকায় তাণ্ডব চালায় হারিকেন মিল্টন। ধ্বংস হয়ে যায় অনেক ঘরবাড়ি। এতে সেখানকার কয়েকজন বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে।

সেন্ট লুচি কাউন্টির শেরিফ কেইথ পিয়ারসন ডব্লিউপিবিএফ নিউজকে বলেন, 'আমরা কিছু প্রাণ হারিয়েছি।' তবে তিনি মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত করেননি।

ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস জানায়, হারিকেন মিল্টনের প্রভাবে ফ্লোরিডাজুড়ে ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিধ্বংসী বৃষ্টি ও বিপজ্জনক বাতাস হতে পারে। তবে রাতে ঘূর্ণিঝড়টি আটলান্টিক মহাসাগরে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

অন্যদিকে ফেডারেল ইমার্জেন্সির মুখপাত্র জ্যাকলিন রোথেনবার্গ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে জানিয়েছেন, ফ্লোরিডায় ইতিমধ্যে ১৪০০ জন উদ্ধারকর্মী রয়েছেন। সাতটি ব্যবস্থাপনা দল, ৪০০টি অ্যাম্বুলেন্স, ২০টি হেলিকপ্টার এবং ৬০টি নৌযান প্রস্তুত রয়েছে।

এদিকে, রাজ্যের বৃহত্তম ইউটিলিটি কোম্পানি ফ্লোরিডা পাওয়ার অ্যান্ড লাইট জানিয়েছে যে প্রায় ১৭ হাজার কর্মী নিযুক্ত রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছে, সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে ১ জুন থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত হারিকেনের মৌসুম। এবারের মৌসুমে এখন পর্যন্ত নয়টি হারিকেন আঘাত হেনেছে যার মধ্যে পাঁচটিই আঘাত হেনেছে সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগের পরে।

নতুন নিয়মে উদ্বিগ্ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিচর্যাকারীদের সহায়তা এবং সিডিপ্যাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম দীর্ঘ মেয়াদী আর স্থিতিশীল করতে স্টেট ভিত্তিক পার্টনারশীপ জোটের ভিত্তিতে উদ্যোগ নেওয়া হবে। নিউইয়র্ক স্টেটজুড়ে পার্টনারশীপ হিসেবে পাবলিক পার্টনারশীপ এলএলসি (পিপিএল) কাজ করবে। এই পিপিএলের নিয়ন্ত্রণে নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে চারটি এজেন্সী কার্যক্রম চালাবে।

এজেন্সীগুলো হলো চাইনীজ আমেরিকান প্ল্যানিং কাউন্সিল, কনসেপ্টস অব ইন্ডিপেন্ডেন্টস ইনক, অ্যাঞ্জেল ইন ইউর হোম, কনজ্যুমার ডিরেক্টেড চয়েজেস। এই চার এজেন্সির জোটে ৩০ টির মতো উপ-আঞ্চলিক সংগঠন থাকবে। সদর দপ্তরের তত্ত্বাবধানে এবং এজেন্সীর নিয়ন্ত্রণে জোটের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এতে এক হাজার ২০০ নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এই উদ্যোগে প্রায় আড়াই লাখ নিউইয়র্কবাসী হোম কেয়ার সেবা পাবেন।

এই পরিকল্পনায় যেসব এজেন্সীর অধীনে হোম কেয়ার সেবা গ্রহীতা রয়েছেন, চলতি বছরের ১ অক্টোবর থেকে আগামী বছর ২০২৫ সালের ৩০ মার্চের মধ্যে সে সকল সেবা গ্রহীতার সব তথ্য ও কাগজাদি ঐ নির্দিষ্ট পিপিএলের কাছে হস্তান্তর কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আগামী সপ্তাহখানেকের মধ্যে হস্তান্তরের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিবেন কর্তৃপক্ষ। হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে আগামী বছরের এপ্রিল মাস থেকে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন নিয়োগকৃত জোট হোম কেয়ার সেবা কাজ শুরু করবে।

হোম কেয়ার সার্ভিসের সঙ্গে জড়িতরা জানান, নতুন এ পরিকল্পনায় সিডিপ্যাপের সেবায় কোন পরিবর্তন না হলেও সেটার নিয়ন্ত্রণ নির্দিষ্ট কোম্পানীর অধীনে চলে যাবে। এতে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ধস নামবে। নিউইয়র্কে ছোট-বড় প্রায় ৬ শতাধিক এজেন্সী দীর্ঘদিন সিডিপ্যাপ প্রোগ্রামের আওতায় হোম কেয়ার সেবা পরিচালনার ব্যবসা করে আসছে। এতে প্রায় কয়েক হাজার কর্মী চাকরি করছেন। হোম কেয়ার সার্ভিসের পরিবর্তনে গভর্ণর এ পরিকল্পনায় ১২০০ নতুন কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যবসায় জড়িত ৬ শতাধিক এজেন্সীর কর্মরত কর্মীরা চাকরি হারাবেন। তাছাড়া সিডিপ্যাপ এর আড়াই লাখ কনজ্যুমারকে একসাথে হস্তান্তর এবং একটি এজেন্সীর দ্বারা সেবা প্রদানে বেশ জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

কমিউনিটির অনেক সেবা গ্রহীতা যারা তারা পুরাতন এজেন্সীর মাধ্যমে সেবা গ্রহণে অভ্যস্ত। নতুন করে একটি এজেন্সীর মাধ্যমে সেবার মান কতটুকু বজায় থাকবে সে বিষয়ে সন্দীহান হোমকেয়ার সাথে জড়িত এজেন্সীর কর্তৃপক্ষ। একটি এজেন্সীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় সেবার মান কনজ্যুমারের যাচাই করার সুযোগ থাকবে না। এছাড়া পিপিএল যে ৩০টি উপ আঞ্চলিক এজেন্সীকে দিয়ে কাজ করাবে সে সব এজেন্সীর তালিকাও প্রকাশ করা হয়নি এবং সে সব এজেন্সী কিভাবে কাজ করবে সেটিও স্পষ্ট নয় এমন দাবি বর্তমানে হোমকেয়ার সাথে জড়িত এজেন্সীর কর্তৃপক্ষের।

এদিকে হোম কেয়ার সেবায় নতুন পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপের নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে মামলা করেছেন সিডিপ্যাপ প্রোগ্রাম অর্গনাইজেশন। আগামী ১১ অক্টোবর এ সংক্রান্ত রায় দিবে। এছাড়াও হোম কেয়ার এজেন্সীগুলোকে পিএমপি প্রোগ্রামে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার যে ব্যবস্থা রেখেছে সে বিষয়ে আপত্তি তুলে আদালতে মামলা করেছেন ব্যবসায়ীরা।

কয়েকটি হোম কেয়ার সার্ভিসের মালিক বলেন, গভর্ণরের নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আমরা ধোঁয়াশায় আছি। কর্তৃপক্ষ বলছে ১২০০ জনের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু আমাদের এখানে ৬ থেকে ৭০০ এজেন্সীর প্রায় ৭ হাজারেরও বেশি লোক কাজ করছেন। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে এসব কর্মী কাজ হারাবেন। তখন তাদের কি হবে?

তারা আরও বলেন, নতুন পরিকল্পনা কার্যকর হলে সেবা গ্রহীতাদের পরিবারের সদস্য অথবা আত্মীয় স্বজন যারা কেয়ার গিভার হিসেবে কাজ করছেন তারাও এ দায়িত্ব থেকে বাদ পড়বেন। কারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাদের নির্দিষ্ট কেয়ার গিভার দিয়ে হোম কেয়ার সেবা প্রদান করা হবে।

এ বিষয়ে গভর্ণর ক্যাথি হোকূল বলেন, 'হোম কেয়ার সার্ভিস ব্যবহারকারীদের রক্ষা আর সেবাকারীদের সমর্থন করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিডিপ্যাপের মতো প্রোগ্রামটি নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের পরিকল্পনা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী সিডিপ্যাপ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিউইয়র্কবাসীদের প্রয়োজনীয় উন্নতমানের সেবা প্রদান।

গ্রিন কার্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শ্রম শংসাপত্র দাখিল করেছে। এই গ্রিন কার্ডগুলো মূলত উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পেশাজীবীদের দেওয়া হয়। বিশেষ করে যাঁরা প্রযুক্তিগত এবং ব্যবস্থাপনাগত পদে কাজ করছে। আরও আকর্ষণীয় বিষয় হলো এই পদের মধ্যে কিছুতে বেতন বছরে এক কোটি ৫০ লক্ষ মতো হতে পারে। যারা যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘমেয়াদে প্রতিষ্ঠিত হতে চান তাদের জন্য এটি একটি বিরল সুযোগ।

ওয়ালমার্টের গ্রিন কার্ড স্পনসরশিপ মূলত প্রযুক্তিগত ক্ষেত্র এবং ব্যবস্থাপনাগত পদগুলোর ওপর কেন্দ্রীভূত। যদি আপনি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বা ডেটা সায়েন্সে দক্ষ হন তাহলে আপনার জন্য সুসংবাদ। সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আইটি ম্যানেজার এবং ডেটা সায়েন্টিস্টের মতো পদগুলোই সবচেয়ে বেশি স্পনসর করা হয়। জানা যায়, ওয়ালমার্টে একজন সিনিয়র সফটওয়্যার সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ার গড়ে প্রায় এক কোটি ৪৩ লক্ষ বেতন পান। যা বোনাসসহ এক কোটি ৭৩ লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে। এই চাকরিগুলোতে উন্নত প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন কিন্তু পুরস্কার হিসেবে আপনি পাবেন একটি উচ্চ বেতনের চাকরি এবং একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করার সুযোগ।

ওয়ালমার্টের বেশিরভাগ উচ্চ পর্যায়ের পদের জন্য কমপক্ষে ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রয়োজন এবং কিছু ক্ষেত্রে মাস্টার্স ডিগ্রিও লাগতে পারে। আরো জানা যায়, ওয়ালমার্টে গ্রিন কার্ড আবেদনকারীদের বেশিরভাগই কম্পিউটার সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং বা ব্যবসা প্রশাসনের মতো ক্ষেত্রে ডিগ্রিধারী। যদিও ওয়ালমার্ট অনেক এন্ট্রি-লেভেল চাকরির জন্য নিয়োগ দেয় কিন্তু গ্রিন কার্ড স্পনসরশিপ সাধারণত বিশেষজ্ঞ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয় পদগুলোর জন্য সংরক্ষিত। প্রযুক্তিগত পদের জন্য আপনাকে কয়েক বছরের পেশাদার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ওয়ালমার্টে কাজ করলে বেতনের পাশাপাশি ওয়ালমার্ট তাদের কর্মীদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে কর্মীদের জন্য সম্পূর্ণ চিকিৎসা, ডেন্টাল এবং ভিশন ইন্স্যুরেন্স।ওয়ালমার্ট কর্মীদের জন্য ৪০১ (কে) অবসর সঞ্চয় পরিকল্পনা এবং কোম্পানির পক্ষ থেকে ম্যাচিং প্রদান করে। আপনার পদ অনুযায়ী আপনি বার্ষিক বোনাস এবং ওয়ালমার্টের লাভের অংশীদারিত্ব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের যোগ্য হতে পারেন।

আপনি যদি ওয়ালমার্টে এই উচ্চ বেতনের চাকরির জন্য আবেদন করতে আগ্রহী হন প্রথম পদক্ষেপ হলো তাদের ক্যারিয়ার ওয়েবসাইটে যান। আপনি উপলব্ধ পদগুলো ব্রাউজ করতে পারেন এবং যদি আপনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাথে মানানসই কোনো পদ খুঁজে পান তাহলে অনলাইনে আপনার আবেদন জমা দিন।

তবে মনে রাখা উচিত এই চাকরিগুলো প্রতিযোগিতামূলক তাই আপনার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং আপনি কীভাবে ওয়ালমার্টের সাফল্যে অবদান রাখতে পারেন তা ভালোভাবে তুলে ধরতে হবে।

১৯৭৫ এবং ২০২৪ আ.লীগের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনেকে আটক হয়ে কারাগারে আছেন।

দলটির দুয়েকজন নেতার নামে বিচ্ছিন্নভাবে দুয়েকটি বিবৃতি গণমাধ্যমে আসলেও দলের নেতৃত্ব কিংবা কার্যক্রম কোনোটাই এখন দৃশ্যমান নয়। এমনকি ঢাকায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ও আন্দোলনকারীদের হামলায় তছনছ হয়ে গেছে।

ঊনপঞ্চাশ বছর আগে ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্টে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের পরও ভয়াবহ এক সংকটকালের মুখোমুখি হতে হয়েছিলো দেশের সবচেয়ে প্রাচীন এই রাজনৈতিক দলটিকে।

ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলছেন ১৯৭৫ ও ২০২৪- উভয় ঘটনাই দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে 'ছন্নছাড়া' অবস্থায় ফেলে দিয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

"দুটি ঘটনাই দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

রাজনৈতিক গবেষক ও লেখক মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন দুটি ঘটনাতেই সরকারের পতন হয়েছে। "পনেরই অগাস্ট ছিল রক্তাক্ত ও সহিংস। অনেক হত্যাকাণ্ড হয়েছে। কিন্তু এবার তা হয়নি। কিন্তু উভয় ঘটনার পরিণতিতেই কঠিন সংকটে পড়েছে দলটি।"

১৯৭৫ এর ১৫ই অগাস্টের পরের পরিস্থিতি

উনিশশো পঁচাত্তরের ১৫ই অগাস্টে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে যখন আক্রমণ হয়, তখন কোনো ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই পুরো বাড়ির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সপরিবারে মি. রহমানকে হত্যা করে হত্যাকারীরা।

শেখ মুজিবুর রহমানের দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় তখন বেঁচে গিয়েছিলেন।

এ ঘটনায় কার্যত তছনছ হয়ে পড়েছিল আওয়ামী লীগ। এর জের ধরে পরে তখন সারাদেশে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে দলটি।

তখন সে বাড়ির নিচতলায় একটি কক্ষে কর্মরত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী এ এফ এম মুহিতুল ইসলাম। মুহিতুল ইসলাম ২০১৬ সালে মারা যান। ১৯৯৬ সালে তিনি শেখ মুজিব হত্যা মামলার বাদী হয়েছিলেন।

২০১০ সালে বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মি. ইসলাম বলেছিলেন, "একজন রাষ্ট্রপতির বাড়িতে যে ধরনের নিরাপত্তা থাকা দরকার সেটি ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে ছিল না। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির বাড়িতে আক্রমণের পরেও কোনো তরফ থেকে কোনো ধরনের সহায়তা আসেনি।"

হত্যাকাণ্ডের পর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িটি অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত সেনাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তৎকালীন আওয়ামী লীগেরই একজন সিনিয়র নেতা এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন।

এরপর আওয়ামী লীগের যারা মোশতাক সরকারকে সমর্থন করেননি তারা অনেকে আত্মগোপনে যান। অনেক নেতা পরবর্তীতে আটক হয়ে দীর্ঘসময় ধরে কারাভোগ করেন। অনেকে ভারতে চলে যান। পরে আব্দুল কাদের সিদ্দিকীসহ কেউ কেউ আবার প্রতিরোধ তৈরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সে বছর ১৫ই অগাস্টের আগে শেখ মুজিবুর রহমান

> গত দেড় দশকেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগে চরম নেতৃত্বশূন্যতা দেখা দিয়েছে। এতে সাংগঠনিকভাবে দলটি রীতিমত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন দলটির তৃণমূলের নেতারা।

কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন।

পরে ১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধনের সুযোগ পেলে তখন আবার আওয়ামী লীগ নামেই দলটি নিবন্ধিত হয়ে রাজনীতি শুরু করেছিলো। মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, আওয়ামী লীগ নামে দলটি আবার ফিরে আসলো ১৯৭৬ সালে।

"তবে শেখ মুজিব ছাড়া দ্বিতীয় কোনো নেতা তৈরি না হওয়ায় তার হত্যাকাণ্ডের পর দলের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়। এক পর্যায়ে দল কয়েক ভাগে ভাগ হলো," বলেন তিনি।

এরপর ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ (মালেক) ৩৯টি এবং আওয়ামী লীগ (মিজান) দুটি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগের একটি অংশ আবার বাকশালকেও সক্রিয় করে।

এর আগেই দেওয়ান ফরিদ গাজী এবং আব্দুল মালেক উকিলের নেতৃত্বে দুটি অংশ হয়ে যায় আওয়ামী লীগের। এর বাইরে দল থেকে বেরিয়ে আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং এমএজি ওসমানি আলাদা দল গঠন করেছিলেন।

"শেখ মুজিব রক্ষীবাহিনী এবং অন্য বাহিনীর ওপর নির্ভর করে দেশ শাসন করেছিলেন। দলের সব ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছিলেন। ফলে দল হয়েছিলো মুজিব নির্ভর। এ কারণে ১৫ই অগাস্টের পর দলকে খুঁজে পাওয়া যায়নি," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. আহমদ। তিনি বলেছেন, ১৫ই অগাস্ট পরবর্তী সরকার পরবর্তীকালে এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠিত হবার সুযোগ দিয়েছিলো।

এরপর দল টেকানোর জন্য দলের বিবদমান নেতারাই ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনাকে দলের সভাপতি করে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন।

এরপর থেকে এ পর্যন্ত শেখ হাসিনাই দলের সভাপতি পদে আছেন।

২০২৪ সালের অগাস্ট পরবর্তী পরিস্থিতি

ব্যাপক ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে পাঁচই অগাস্ট ক্ষমতা ছেড়ে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে গেলে আওয়ামী লীগের টানা ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। এর পরপরই ঢাকায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, ঢাকায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ কয়েকটি কার্যালয়ে ব্যাপক হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। দেশের বহু জায়গায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বাড়িঘর, দোকানপাটেও হামলার ঘটনা ঘটেছে।

গোপালগঞ্জে শুধু আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা 'শেখ হাসিনাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে' দাবি করে গত পাঁচই অগাস্টের পরপর বেশ কয়েক দফায়, কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পরপরই দলের নেতারা আত্মগোপনে চলে যান এবং দলটির কোনো স্তরের কোনো নেতাকেই আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। শেখ হাসিনাসহ দলের সব নেতার বিরুদ্ধেই বহু মামলা দায়ের হয়েছে।

এরপর গত দুইমাসে দলের নেতা ও সাবেক মন্ত্রী এমপিদের অনেককেই আটক করেছে পুলিশ যার মধ্যে আছেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শাজাহান খান, সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক, দীপু মনি, সালমান এফ রহমানসহ অনেকেই।

সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ এবং মাহবুব উল আলম হানিফসহ সহ সিনিয়র নেতারা, যাদের আটকের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি তারা কে কোথায় আছেন নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে আওয়ামী লীগের সূত্রগুলো বলছে, ওবায়দুল কাদের এবং জাহাঙ্গীর কবির নানকসহ নেতাদের বড় একটি অংশ ভারতে চলে গেছেন। কেউ কেউ ভারত হয়ে অন্য দেশে গেছেন। যদিও নিরপেক্ষ কোনো সূত্র থেকে এসব তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যায়নি।

দলের কোনো নেতাকে প্রকাশ্যে দেখা না গেলেও কয়েকটি বিবৃতি গণমাধ্যমে এসেছে জাহাঙ্গীর কবির নানক, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এবং মাহবুব উল আলম হানিফের নামে। এছাড়া দল এবং শেখ হাসিনার অবস্থান ব্যাখ্যা করে একাধিকবার ভিডিও বার্তা দিয়েছেন শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়।

এমন অবস্থায় গত দেড় দশকেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগে চরম নেতৃত্বশূন্যতা দেখা দিয়েছে। এতে সাংগঠনিকভাবে দলটি রীতিমত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন দলটির তৃণমূলের নেতারা।

তাদের অনেকেই এখন উদ্বেগ ও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। গণমাধ্যমে কথা বলার সময় কেউ তাদের নামও প্রকাশ করতে চান না।

মহিউদ্দিন আহমদ বলছিলেন, "দুই মাস হয়ে গেছে সরকারের পতন হয়েছে। এখনো কিন্তু নেতা হিসেবে কেউ দাঁড়াতে পারছেন না। এখন শেখ হাসিনার ছেলে বিবৃতি দিচ্ছেন। কথা বলছেন। তার পরিবারের বাইরে দলের কোনো নেতাকে এখনো দেখা যাচ্ছে না।"

অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলছেন, শেখ হাসিনার আমলে যে পরিমাণ অন্যায় অত্যাচার হয়েছে তার প্রতিক্রিয়ায় এবারে দলটির অবস্থা আরও সংকটাপন্ন বলে মনে করেন তিনি।

"পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিলো। কিন্তু এবারে সরকারের পতনের পর তার সব চিহ্ন মুছে দেয়া হয়েছে। দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ছন্নছাড়া হয়ে গেছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার পরপরই তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছিলেন যে, তার মার আর রাজনীতিতে ফিরবেন না।

"আমার মনে হয় এখানেই শেষ। আমার পরিবার এবং আমি - আমাদের যথেষ্ট হয়েছে," বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন মি. জয়।

তবে কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য তাকে ভিন্ন সুরে বলতে শোনা গেছে, "অবশ্যই তিনি (শেখ হাসিনা) বাংলাদেশে ফিরবেন, যখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে।" বিবিসিকে দেওয়া আরেকটি সাক্ষাৎকারে বলনে মি. জয়।

এরপর সামাজিক মাধ্যমসহ বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন শোনা গেছে, শিগগিরই আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে।

যদিও পরে এ বিষয়টি আওয়ামী লীগের কোন পর্যায় থেকে নিশ্চিত করেননি দায়িত্বশীল কেউ।

ঢাকা থেকে সরে গেল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সম্মেলন

আসছেন না পুতুল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সায়মা ওয়াজেদ

আগামী অক্টোবরে ঢাকায় পূর্ব নির্ধারিত আঞ্চলিক সম্মেলনের ভেন্যু বদলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সংস্থাটির আঞ্চলিক পরিচালক সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এই সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকায় আসবেন কি না এমন আলোচনার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত এল।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে পালিয়েছেন শেখ হাসিনা। আন্দোলনকারীদের উপর গুলিবর্ষণের ঘটনায় এখন পর্যন্ত হাসিনার বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা হয়েছে। গণহত্যার দায়ে হাসিনার বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে। এরমধ্যে কিছু মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে বোন শেখ রেহানা, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ও ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে।

এমন পরিস্থিতিতে অক্টোবরে পূর্ব নির্ধারিত আঞ্চলিক সম্মেলন ঢাকায় হবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। কারণ পুতুল ঢাকায় এলে তাকে গ্রেফতার করা হবে কি না এ নিয়ে নানা আলোচনা রয়েছে।

তবে আপাতত এমন কোনো সমীকরণ নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না। ঢাকার একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, ঢাকার পূর্ব ঘোষিত সম্মেলন হবে ভারতের নয়াদিল্লিতে। ফলে পুতুলকেও আসতে হচ্ছে না। সূত্রটি বলছে, আগামী ১৪ থেকে ১৮ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে সম্মেলনটি হবে।

ঢাকা এবং দিল্লির কূটনীতিক সূত্রের ভাষ্য, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাতায়াতে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের জাতিসংঘের ভ্রমণ দলিল ব্যবহার করার কথা, যা সাধারণভাবে জাতিসংঘ পাসপোর্ট হিসেবে গণ্য হয়। ফলে জাতিসংঘের কর্মকর্তা হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার বিশেষ আইনি ছাড় পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কূটনৈতিক ছাড় নাও পেতে পারেন। আন্তর্জাতিক পরিসরে এই আইনের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন রকম হতে পারে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিচালক হিসেবে পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন সায়েমা ওয়াজেদ পুতুল।

১০০ কোটি ডলার সংগ্রহ কমলার

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কমলা হ্যারিস

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিস এ পর্যন্ত ১০০ কোটি ডলার অনুদান সংগ্রহ করেছেন। গত জুলাইয়ের শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়ালে কমলা প্রার্থী হন। এরই মধ্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুদানের এ সীমা অতিক্রম করেছেন। তবে কমলা দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ পরিমাণ অনুদান সংগ্রহ করলেন।

সংশ্লিষ্ট দুই ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বৃহস্পতিবার সিএনএন এ খবর জানায়। নির্বাচনে কে কত অর্থের অনুদান পেলেন, তা নিয়ে গবেষণা করা প্রতিষ্ঠান ওপেন সিক্রেটের পরিচালক সারাহ ব্রাইনার বলেন, এটি পরিষ্কার যে কমলা হ্যারিস অভূতপূর্ব কিছু করছেন। তবে এ নিয়ে কমলার প্রচারাভিযানের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য আসেনি।

এ অবস্থায় আগামী ৫ নভেম্বর ভোট গ্রহণের দিন সামনে রেখে কমলা ও ট্রাম্পের মধ্যে লড়াই জমে উঠেছে। দু'জনই প্রচার-প্রচারণায় চরম ব্যস্ত। বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে দোদুল্যমান রাজ্যগুলোতে গিয়ে তারা ভোটারদের কাছে টানা চেষ্টা করছেন।

এদিকে ডেমোক্রেটিক দল সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাতে পারে বলে নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজের সর্বশেষ জরিপে আভাস পাওয়া গেছে। মন্টানা, টেক্সাস ও ফ্লোরিডা রাজ্যে সিনেটর পদে রিপাবলিকানরা এগিয়ে রয়েছে বলে নতুন জরিপে উঠে এসেছে। মন্টানার ডেমোক্র্যাট সিনেটর জন টেস্টার পুনর্নির্বাচনের জন্য তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে পেছনে পড়ে আছেন।

বৃহস্পতিবার রয়টার্স জানায়, মার্কিন মধ্যবিত্ত সমাজে ট্রাম্পকে কার্যত মুছে দিয়েছেন কমলা। বিশেষ করে যেসব মার্কিনি শহরতলিতে বসবাস করেন, মধ্য আয়ের মানুষ– তদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন কমলা। রয়টার্স ও ইপসোসের জরিপ থেকে এসব তথ্য জানা যায়। কমলা নিজেও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। এ কথা প্রায়ই তিনি প্রচারণায় উল্লেখ করেন।

১১ কোটি নাগরিকের তথ্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিকভাবে পাওয়া গেছে। এতে অনেকগুলো সংস্থা জড়িত আছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের যারা জড়িত ছিল তাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। কম্পিউটার কাউন্সিল ডিজিকন গ্লোবাল সার্ভিসেস লিমিটেডকে যে তথ্যগুলো বিক্রি বা হস্তান্তর করেছে, সেটা কোন আইনে, কিসের মাধ্যমে, কি স্বার্থে করেছে সেটা উদঘাটন করা হবে।

তালেবুর রহমান বলেন, ২০২২ সালের ৪ অক্টোবর এনআইডি যাচাই সভা গ্রহণ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়। ওই চুক্তির দুই অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল নির্বাচন কমিশনের তথ্য-উপাত্ত কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিনিময় বা বিক্রি করতে পারবে না। সেটি লঙ্ঘন করে কম্পিউটার কাউন্সিল ডিজিকনের সহায়তায় বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করেছে। কারা কীভাবে লাভবান হয়েছে সেটি খতিয়ে দেখছি।

মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, তথ্য চুরির ঘটনায় ডাটা সেন্টারের সাবেক পরিচালক তারেক এম বরকতউল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনায় রাজধানীর কাফরুল থানায় মামলা হয়েছে। এ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এবং সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকসহ এজাহার নামীয় ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এছাড়া আরও ১৫ থেকে ২০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

মামলার অপর আসামিরা হলেন ডিজিকন গ্লোবাল সার্ভিসেসের পরিচালক ওয়াহিদুর রহমান শরীফ, আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাবেক নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাহবুবুর রহমান, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের সাবেক পরিচালক (অপারেশন্স) আবদুল বাতেন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাবেক জ্যেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী আশরাফ হোসেন, জাতীয় টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) লেফট্যানেন্ট কর্নেল (অব.) রাকিবুল হাসান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাবেক উপসচিব মো. রেজাউল ইসলাম।

এটি নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার জন্য এক বিপজ্জনক সংকেত হিসেবে দেখা হচ্ছে। এ চুরির ঘটনা কীভাবে ঘটেছে ও এর পরিণতি কী হতে পারে, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা সতর্কতা জারি করেছেন। এটি একটি গুরুতর বিষয় এবং দেশের জনগণের নিরাপত্তা ওপর প্রভাব ফেলবে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certifieed Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

সংখ্যালঘুদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে: নাহিদ

ঢাকা অফিস

নাহিদ ইসলাম

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, '৫ আগস্টের পর দেশের কয়েকটি জায়গায় সংখ্যালঘু অত্যাচারের ঘটনা ঘটলেও তাকে বেশ বড় করে বহির্বিশ্বের মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে। যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেখানে যারা জড়িত তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।' খবর বাসস

মঙ্গলবার ঢাকায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অফিস কক্ষে ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. সুসান ভাইজ-এর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের আন্দোলন এবং বর্তমান সরকার নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সম্পূর্ণ আন্দোলনকে বিতর্কিত করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে এ অপপ্রচার। তিনি সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. সুসান ভাইজ বলেন, বাংলাদেশের সাথে তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহী। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম (এআই র‍্যাম) প্রকল্প চলমান রাখার বিষয়ে তিনি উপদেষ্টার সম্মতি চান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের জনগণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগে কতটুকু সক্ষম তা যাচাই করা হয়।

নাহিদ ইসলাম বলেন, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যুগের সাথে তাল মিলাতে তা অপরিহার্য। তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম (এআই র‍্যাম) প্রকল্পের কাজ চলমান রাখার পাশাপাশি এ বিষয়ে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি পর্যালোচনা করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

স্বল্প মেয়াদে নির্বাচনমুখী সংস্কার চায় বিএনপি

স্মরণসভায় সালাহউদ্দিন

ঢাকা অফিস

সালাহউদ্দিন আহমেদ

সংবিধান পুনর্লিখন ও গণপরিষদ গঠনের মতো চিন্তা থেকে সরে এসে স্বল্প মেয়াদে নির্বাচনমুখী সংস্কারের দাবি জানিয়েছে বিএনপি। বিদ্যমান সংবিধানের মধ্যে থেকেই এ সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। বৃহস্পতিবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক স্মরণসভায় তিনি বলেন, 'আমরাও সংস্কার চাই। যে সংস্কারগুলো নির্বাচনমুখী, একটা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জরুরি, সে সংস্কারগুলো আগে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এটা সংক্ষিপ্ত মেয়াদের সংস্কার।'

সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'যে সংবিধান আছে, সেই সংবিধানের মধ্যে প্রয়োজনীয় গণমুখী ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি যেন প্রতিষ্ঠিত হয়, আইনের শাসন যেন প্রতিষ্ঠিত হয়, সে রকম সংস্কারের জন্য আপনারা বলবেন। সবার সঙ্গে আলোচনা করে সাংবিধানিক সংস্কার করতে হবে, যেটা করতে নির্বাচিত সংসদ লাগবে।'

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিএনপির সংলাপের প্রসঙ্গ টেনে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সংস্কার এবং নির্বাচন নিয়ে মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। আমরা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলেছি, আপনি রোডম্যাপ ঘোষণা করেন। কবে নির্বাচনের জন্য আপনি প্রস্তুতি নিতে পারবেন, কবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আমরা ফিরে যাব, মানুষ ইশারা পেতে চায়।'

গণপরিষদ গঠন ও সংবিধান পুনর্লিখন প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, 'কেউ কেউ গণপরিষদ গঠনের কথা বলছেন, কেউ সংবিধান পুনর্লিখনের কথা বলছেন। একেকজনের একেক ধরনের চিন্তা থাকতে পারে, অনেক দলেরও থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা এবং সেটা বাস্তবায়নে সংস্কারের ওপর সর্বদলীয় একটি ঐকমত্য যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, সেসব সংস্কার বাস্তবায়ন করা সহজ হবে। সেখানে গণপরিষদ তো অপ্রাসঙ্গিক, সেখানে সংবিধান পুনর্লিখন কি সম্ভব?'

'৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানের শহীদ নাজির উদ্দিন জেহাদের ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এ স্মরণসভার আয়োজন করে শহীদ জেহাদ স্মৃতি পরিষদ। সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য নজরুল ইসলাম খানও বক্তব্য দেন। তিনি দেশে 'গুজব ছড়িয়ে পতিত স্বৈরাচারের দোসররা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে' অভিযোগ করে বলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীরা থেমে নেই। শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে বলেই মনে করবেন না, সব স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদের দোসররা পালিয়ে গেছে। নানা রকম গুজব ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে, নানা রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। সাবধান থাকতে হবে। কোনো রকমের গুজব, কোনো রকমের বিভ্রান্তিতে যেন আমরা পা না দেই।'

নজরুল ইসলাম খান আরও বলেন, 'আমাদের মনে রাখতে হবে, তাদের (আওয়ামী লীগ) পক্ষে দেশে-বিদেশে শক্তি আছে, তাদের অনেক টাকাপয়সা আছে। তারা নানাভাবে চেষ্টা করতে পারে, আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যেন করতে না পারে।'

কোনো দল বা জোটের নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, 'আমরা সবাইকে অনুরোধ করব, আমরা পরস্পর শত্রু নই। আসুন আমরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হই। আপনি আপনার কথা বলেন, আমি আমার কথা বলি। আপনার অতীতও জনগণ জানে, আমার অতীতও জনগণ জানে। আগামী দিনে যখন সুষ্ঠু নির্বাচন হবে, জনগন নির্ধারণ করবে কাকে তারা তাদের কল্যাণের জন্য দায়িত্ব দেবে আগামী দিনের সরকার পরিচালনার।'

নব্বইয়ের ডাকসুর ভিপি বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আমানউল্লাহ আমানের সভাপতিত্বে স্মরণসভায় নব্বইয়ের সাবেক ছাত্রনেতাদের মধ্যে আসাদুজ্জামান রিপন, হাবিবুর রহমান হাবিব, ফজলুল হক মিলন, খায়রুল কবির খোকন, কামরুজ্জামান রতন প্রমুখ।

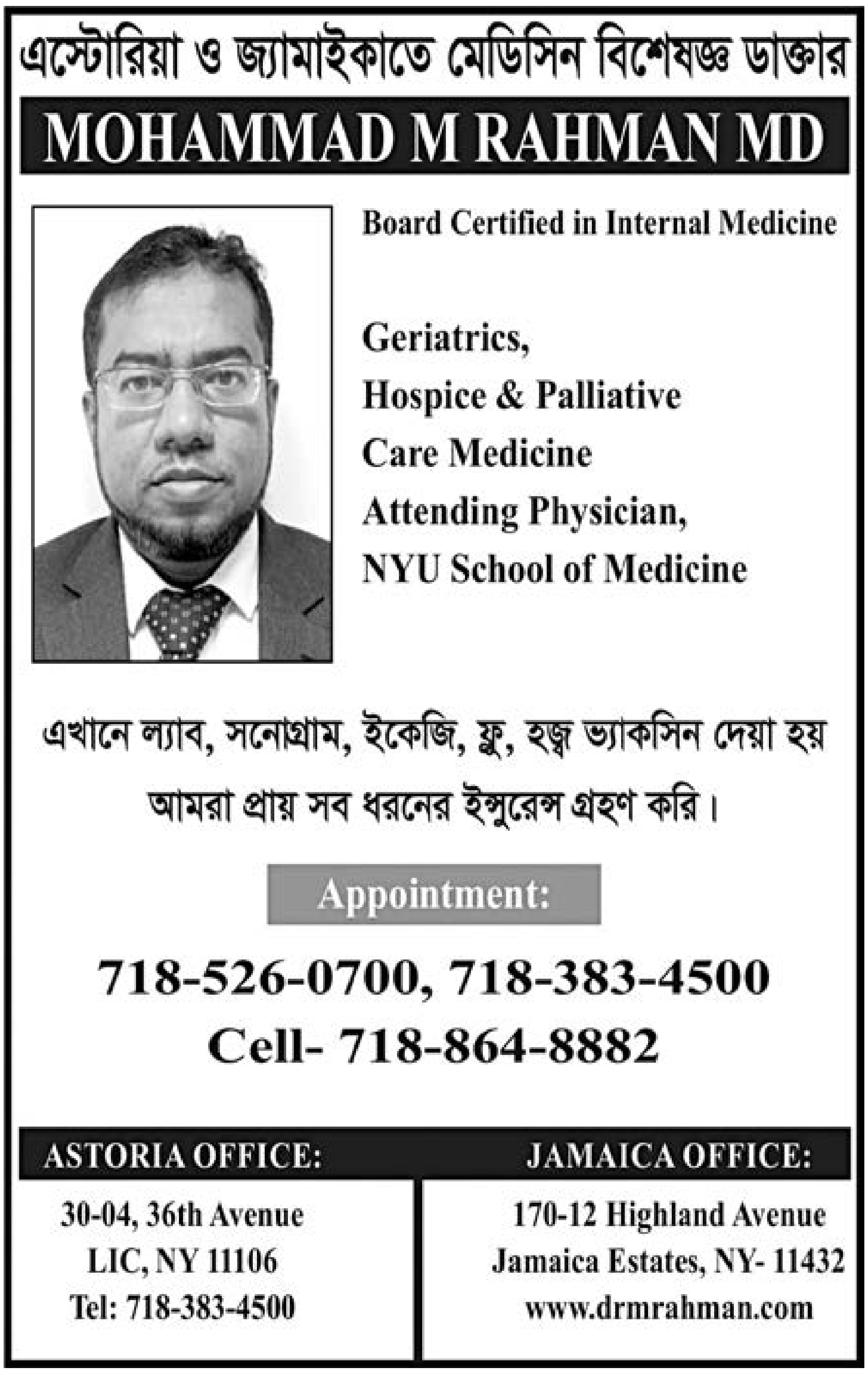

GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE

FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি, এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট -----------------------রবিবার -----------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট --------------------মঙ্গলবার ------------(দু :১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ----------------- -------শনিবার-------------(বি:৩ টা ---বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)----------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলভাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash
Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

নিউইয়র্কে ২০ ও ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ রেমিটেন্স ফেয়ার

উত্তর আমেরিকা অফিস

রিজার্ভ ও প্রবৃদ্ধির জন্য রেমিট্যান্স স্লোগানকে উপজীব্য করে আগামী ২০ ও ২১ অক্টোবর নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা ফারফর্মিং আর্টস সেন্টারে শুরু হচ্ছে দুই দিনব্যাপি রেমিটেন্স ফেয়ার। দেশের ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মানি ট্রান্সফার অপারেটর, মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠানের এবারের স্লোগান 'নতুন সম্ভাবনা, নতুন বাজার, নতুন অংশীদার।

মেলার আয়োজক যথাক্রমে বাংলাদেশ-আমেরিকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক এবং ইউএস-বাংলা বিজনিস লিংক।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ প্রবাসীদের আসা রেমিট্যান্স। এ বৈদেশিক আয়কে বাড়ানো যায়, কীভাবে ব্যাংক বা বৈধ মাধ্যমে এনে অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করা যায়, প্রবাসীদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করাও একটি বড় কাজ। বৈধ রেমিট্যান্স প্রবাহ ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি এই প্রতিপাদ্য ঘিরেই এ রেমিটেন্স ফেয়ার।

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মানি ট্রান্সফার অপারেটর, রেমিট্যান্স চ্যানেল পার্টনার, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, অফশোর ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী, মানি ট্রান্সফার এবং রেমিট্যান্স অ্যাপ এবং প্রবাসী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ।

এ আয়োজনে গত বছর ইসলামী ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক, সানমান মানি এক্সপ্রেস, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস, ট্যাপটপ সহ বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩০টির অধীক আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে রেমিটিট্যান্স নিয়ে সেমিনার-সিম্ফোজিয়ামের পাশাপাশি সেরা ১০ জন বাংলাদেশী আমেরিকান রেমিট্যান্স প্রেরককে পুরস্কৃত করা হবে। এছঅড়া পুরস্কুত করা হবে, বাংলাদেশের শীর্ষ ৩ রেমিট্যান্স রিসিভার ব্যাংক এবং শীর্ষ ৩ মানি এক্সচেঞ্জ /রেমিট্যান্স চ্যানেল কোম্পানিকে।

বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে ২০ এবং ২১ অক্টোবর সময়ঃ বিকাল ৪:০০টা থেকে রাত ১০:০০টা পর্যন্ত। এ আয়োজনে আরো থাকছে ২০ তারিখ রাতে জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী পৌষালী ব্যানার্জী ও শাহ মাহবুবের পরিবেশনা।

হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়ে বাড়িতে মান্নান

সিলেট অফিস

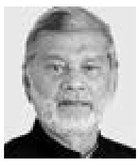

এম এ মান্নান

জামিন পাওয়া সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়ার পর স্বজনদের সঙ্গে বাড়ি চলে গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে জামিনের কাগজপত্র সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছানোর পর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. সৌমিত্র চক্রবর্তী আজকের পত্রিকাকে জানান, সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানের শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো। জামিনের কাগজপত্র হাসপাতালে এলে মেডিকেল বোর্ড তাঁকে ডিসচার্জ করেছে।

পরে স্বজনেরা এসে তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান।

মান্নানের জামিনের কাগজপত্র বেলা পৌনে ২টার দিকে সুনামগঞ্জ থেকে এসে পৌঁছালে হাসপাতালে তাঁর নিরাপত্তায় থাকা কারারক্ষী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যাহার করা হয় বলে জানান সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার সাখাওয়াত হোসেন।

এম এ মান্নানের ভাতিজা সাজ্জাদ জানান, 'দেড় মাস পর চাচা মুক্তি পাওয়ায় আমরা খুশি। তবে তাঁর ডায়াবেটিস এখনো নিয়ন্ত্রণে নয় বলে জেনেছি।'

সুনামগঞ্জের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. হেমায়েত উদ্দিন গত বুধবার দুপুরে মান্নানের জামিন মঞ্জুর করেন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে তাঁকে শান্তিগঞ্জ উপজেলার নিজ বাড়ি থেকে আটক করে পুলিশ। পরদিন সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানায় দ্রুত বিচার আইনের একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। সেখান থেকে সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। শনিবার সকালে অসুস্থবোধ করলে তাঁকে জেলা সদর হাসপাতালে এবং পরে সেখান থেকে সিলেট কারা হাসপাতালে নেওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালে তাঁকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ভর্তি করা হয়।

বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিসরে তলানিতে বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

ঢাকা ডেস্ক

বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিসরে বাংলাদেশের অবস্থান তলানিতে, ৫টি সারির মধ্যে চতুর্থ স্থানে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একশর মধ্যে ৫৩ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ। বৈশ্বিক বাণিজ্যের জন্য আইনি কাঠামো, সরকারি সেবা আর পরিচালনার দক্ষতাতেও রয়েছে অপর্যাপ্ততা। আর বিরোধ নিষ্পত্তিতে রয়েছে একদম নিচের সারিতে।

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের বিজনেস রেডি শীর্ষক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন শ্রেণিতে ৫০টি দেশের বাণিজ্য অবস্থান তুলে ধরেছে বিশ্বব্যাংক। তবে বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিসরে ভালো অবস্থানে নেই বাংলাদেশ। ৫০টি দেশকে ৫টি সারিতে ভাগ করা হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে চতুর্থ সারিতে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ১০০ এর মধ্যে ৫৩ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আইনি কাঠামোতে বাংলাদেশের স্কোর ১০০ এর মধ্যে ৫১ দশমিক ৫৬, সরকারি সেবায় ২৯ দশমিক ৫২ ও পরিচালনা দক্ষতায় ৮০ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। এতে দেখা গেছে, কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থানের ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ রয়েছে দ্বিতীয় সারিতে। এই শ্রেণিতে বাংলাদেশ পেয়েছে ৬৬ দশমিক ৯১ পয়েন্ট। ব্যবসা শুরু, শ্রম, আর্থিক সেবা ও করে আছে তৃতীয় সারিতে।

বাজারের প্রতিযোগিতা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অসচ্ছলতা ও পরিষেবায় বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ সারিতে। আর সবচেয়ে খারাপ অবস্থান বিরোধ নিষ্পত্তিতে। এই শ্রেণিতে বাংলাদেশ একদম নিচের সারিতে রয়েছে, পেয়েছে ৪১ দশমিক ৯০ পয়েন্ট।

২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের কথা বাংলাদেশের। সরকারের লক্ষ্য, আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া। তবে বৈশ্বিক বাণিজ্যে চতুর্থ সারিতে থেকে সেই লক্ষ্য কতটা অর্জন সম্ভব, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্বব্যাংক ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশ সোসাইটির সেলিম-আলী পরিষদের নির্বাচনী সভা

নিউইয়র্কের ওজন পার্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

সেলিম-আলী প্যানেলের ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আয়োজনে নির্বাচনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে ৭ অক্টোবর সোমবার রাতে ওজন পার্কের আল মদীনা পার্টি হলে। বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সেলিম-আলী পরিষদ নির্বাচিত হলে বাংলাদেশ সেন্টার, মূলধারায় শক্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা, ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি, নতুন প্রজন্মের সাথে সেতুবন্ধন সুদৃঢ় করে সোসাইটিকে আরো গণমুখি, কল্যাণকর ও সর্বজনীন সংগঠনে রূপান্তর করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। মহিলা সম্পাদক পদ সৃষ্টিসহ নারীর ক্ষমতায়নেও পদক্ষেপ গ্রহণে এই প্যানেলটির প্রার্থীদের নির্বাচিত করতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সেলিম-আলী প্যানেলের নির্বাচনী সমাবেশ থেকে নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে পরিষদের আপত্তিকৃত ২৮২টি ভোট বাতিল করার দাবি জানান হয়।

সেলিম-আলী প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও রেজাউল আলম অপুর যৌথ পরিচালনায় এবং ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মকবুল রহিম চুনইর সভাপতিত্বে এ সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু। বিশেষ অতিথি ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ট্রাষ্টিবোর্ড সদস্য আলী ইমাম শিকদার, সভাপতি প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি প্রার্থী মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ আলী, কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমী, কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, সদস্য সচিব কাজী তোফায়েল ইসলাম, সমন্বয়কারী নাঈম টুটুল, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মোস্তফা কামাল, শামস উদ্দিন, মিসবাহ আহমেদ, ফিরোজ আহমেদ, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আহসান হাবীব, এসএম ফেরদৌস, আকতার হোসেন, আরজু হাজারী, গহর কিনু চৌধুরী, আমীন মেহেদী বাবু, কাজী আসাদ উল্লাহ, হেলাল উদ্দিন, আজহার হোসেন, হাসনা হেনা, সালমা কবির প্রমুখ। সমাবেশে সেলিম-আলী প্যানেলের কর্মী-সমর্থকরা ছাড়াও কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন সমাজকল্যাণ সম্পাদক প্রার্থী জামিল আনসারী। এরপর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সোসাইটির আগামী নির্বাচনে সেলিম-আলী প্যানেলের প্রার্থীদের যোগ্য পার্থী হিসেবে উপস্থাপন করে তাদের নির্বাচিত করার জন্য সবার সহযোগিতা ও ভোট কামনা করেন।

নির্বাচনী সমাবেশে সেলিম-আলী প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন আজমল হোসেন কুনু। এ প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজজামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী, সহকারী সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভুইয়া, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক মোহাম্মদ এ আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশ্রাফ আলী লিটন, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক হাসান জিলানী এবং কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, হারুন চেয়ারম্যান, আবুল কাশেম চৌধুরী, জাহাঙ্গীর সেহরাওয়ার্দী, মনসুর আহমেদ ও হাসান খান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সোসাইটির আগামী নির্বাচনে সেলিম-আলী প্যানেলের প্রার্থীদের যোগ্য পার্থী হিসেবে উপস্থাপন করে তাদের নির্বাচিত করার জন্য সবার সহযোগিতা ও ভোট কামনা করেন।

সভায় সেলিম-আলী প্যানেলের ওজন পার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নাম ঘোষণা সমন্বয়কারী নাঈম টুটুল।

সভায় সভাপতি প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ আলী বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে সোসাইটির মোট ভোটার সংখ্যা ১৮,৬০০ প্রকাশের পর ২৮২ জন ভোটার নিয়ে আপত্তি তোলে সেলিম-আলী পরিষদ। ১৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন আরও ৩০৭ জন ভোটার সংযোজন দেখিয়ে নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ করে। তারা লিখিতভাবে বাংলাদেশ সোসাইটি ও নির্বাচন কমিশনের কাছে এই ৩০৭ ভোট তালিকা থেকে বাদ দেয়ার দাবি জানান। এ প্রেক্ষিতে সোসাইটির কার্যকরি কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ড ২৬ সেপ্টেম্বর যৌথ সভায় ৩০৭ ভোট বাতিলের ঘোষণা দেয়। প্রকাশ করা হয় তৃতীয় সংশোধিত ভোটার তালিকা। যা বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনী ইতিহাসে একটি কলংকজনক অধ্যায়।

তারা বলেন, এর আগে ২টি ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। গত ৩০ জুন ভোটার হবার শেষ সীমা পার হয়। এরপর ২৮২ ভোট যোগ করে বর্তমান কার্যকরি কমিটি। এর প্রতিবাদে ২৮ আগষ্ট নির্বাচন কমিশন ও কার্যকরি কমিটিকে আমরা চিঠি দেই। তার কোন জবাব পাইনি।

তারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন। সোসাইটির ভাবমূর্তি রক্ষার্থে নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'মাদার সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর দ্বি-বার্ষিক কার্যকরি কমিটির (২০২৫-২০২৬) নির্বাচন আগামী ২৭ অক্টোবর রোববার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনের জন্য ৫টি ভোট কেন্দ্র করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রগুলোর নাম ও স্থান নির্বাচন কমিশন পরে জানিয়ে দিবে। নির্বাচনে অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্যানেল হচ্ছে 'রুহুল-জাহিদ' পরিষদ।

সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট জামাল আহমেদ জনির নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন: আব্দুল হাকিম মিয়া, মোঃ আনোয়ার হোসেন, আব্দুল মান্নান, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, মাহবুবুর রহমান বাদল ও আহবাব চৌধুরী খোকন।

ছবি: রাজিব বড়ুয়া

পাঁচ বছর পুর্তিতে সমস্বরের জমজমাট কবিতা উৎসব

উত্তর আমেরিকা অফিস

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৬ অক্টোবর রোববার ওয়াশিংটন ডিসি-ভিত্তিক কবিতা আবৃত্তির দল "সমস্বর শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি সংগঠন", তাদের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজন করল দিনব্যাপি কবিতা উৎসব। এই কবিতা উৎসবের স্লোগান ছিল "উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা"। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন একুশে পদকপ্রপ্ত প্রথিতযশা ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ইকবাল বাহার চৌধুরী। সমসস্বরের সদস্যদের পাশাপাশি কবিতা আবৃত্তি করেছেন আমন্ত্রিত আবৃত্তিকারবৃন্দ। জমজমাট এই অনুষ্ঠানে আরও ছিল শ্রুতিনাটক, কবিতা নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, পুতুল নাচ, কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠ, কবিতার গান, বৃন্দ আবৃত্তির সাথে নৃত্যসহ নানা চিত্তাকর্ষক আয়োজন। নতুন প্রজন্মদের দিয়ে গড়া সমস্বরের ক্ষুদে আবৃত্তিদল "সবুজের মেলা"-র আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক "দিলখোলা রাজা" দর্শকদের হৃদয় জয় করে নেয়। মিলনায়তনের বাইরে চিত্রশিল্পী সুনীল শুক্লা এবং ফাতিমা ফারজানা সুমির চিত্র প্রদর্শনী দর্শকদের আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটনকে নিয়ে সাজানো প্রশ্নোত্তর পর্বটি দর্শকরা খুব উপভোগ করেন। রিটন তাঁর স্বভাবসুলভ হাস্যরসাত্মক উত্তর দিয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। প্রশ্নোত্তরের এক পর্যায়ে তিনি বলেন "এ শুধু কবিতার দিন, এ লগন কবিতা শোনাবার। সারাটা দিন গেল কবিতা নিয়ে, সারাটা দিন গেল আবৃত্তি নিয়ে। কিন্তু, আমরা ক্লান্ত হইনি"। সমস্বর প্রধান, স্বনামধন্য আবৃত্তিকার, অদিতি সাদিয়া রহমানের একক পরিবেশনা "শান্তির প্রত্যাশায় কবিতা" মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকদের নিয়ে যায় অন্য এক জগতে।

কবিতা নিয়ে বিশাল ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্রের এমন আয়োজন আরও দেখতে চান বলে মত প্রকাশ করেছেন ওয়াশিংটন ডিসি-মেট্রো এলাকার আবৃত্তিপ্রেমী দর্শকেরা। সমস্বরের জয় হোক, বাংলা কবিতার জয় হোক।

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

শ্রদ্ধেয় মনজুর আহমদ ও রেখা আহমদের সাথে কিছুক্ষণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান প্রবীণ সাংবাদিক, কথা সাহিত্যিক মনজুর আহমদ।

দীর্ঘ ৬৫ বছর সাংবাদিকতা শেষে সম্প্রতি অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ৮১ বছর বয়সী মনজুর আহমদ প্রায় আড়াই যুগ যাবত নিউইয়র্কে আছেন। প্রবাস জীবনের দশ বছর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ ছাড়লেন।

সাংবাদিক মনজুর আহমদ-এর অবসরগ্রহণ উপলক্ষ্যে ৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেঁস্তোরায় সাংবাদিক অকবর হায়দার কিরণ ও ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী আয়োজন করেন এক প্রীতি সম্মিলনের। অনুষ্ঠানের আরেক মধ্যমনি ছিলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রেখা আহমদ। 'শ্রদ্ধেয় মনজুর আহমদ-এর সাথে কিছুক্ষণ' শিরোনামের এই আড্ডা অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিলো ইউটিউব চ্যানেল 'কিরণ টিভি' এবং রূপা খানম ও সিমু আফরোজা। বিশেষ এই অনুষ্ঠানে মূল উদ্দেশ্য ছিলো সাংবাদিক মনজুর আহমদ ও রেখা আহমদ দম্পতির 'অসাধারণ দাম্পত্য' জীবনের গল্প জানা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন তাঁর চারযুগের একান্ত পরিচিত ও স্নেহধন্য সাংবাদিক-লেখক আকবর হায়দার কিরন।

আড্ডায় জানা যায়, মাত্র ১২ বছর বয়স থেকে ঝিনাইদহের মেধাবী বালক মনজুর আহমদ শুরু করেছিলেন সাংবাদিকতা। কিছুদিন পর তাঁর কাছে ডাকের মাধ্যমে আসে দৈনিক সংবাদদাতার নিয়োগপত্র। তারপর থেকে ঢাকায় লেখাপড়ার পাশাপাশি দেশের প্রাচীন দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে ফুলটাইম। সময়ের সাথে সাথে দৈনিক পাকিস্তান হয়ে দৈনিক বাংলা'য় দীর্ঘ সাংবাদিকতার জীবন। পাশাপাশি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে), বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউএজ) ও জাতীয় প্রেসক্লাবের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে। উল্লেখ্য, নিউইয়র্কে আসার পর বেশ কিছুকাল কাজী শামসুল হকের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক এখন সময় সাপ্তাহিক এবং পরবর্তীতে জাকারিয়া মাসুদ জিকো ও শাহ নেওয়াজ-এর সাপ্তাহিক আজকাল এ সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ তিনি সাপ্তাহিক আজকাল- এর প্রধান সম্পাদক-এর দায়িত্ব পালন করছিলেন।

অপরদিকে রেখা আহমদ ব্রাক্ষনবাড়ীয়া জেলার মানুষ হলেও বাবার চাকুরীর সুবাদে তাঁর জন্ম ও বড় হওয়া মনজুর আহমদের ঝিনাইদহ শহরে। কিভাবে তাঁদের পরিচয় ও পরিণয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনুরাগীদের প্রচন্ড আগ্রহের কারনে কিছুটা জানা গেলো। মনজুর আহমদ বললেন- 'এই রেখা ছিলো আমাদের শহরের সেরা, গুণী ছাত্রী ও সুন্দরী।' তাঁদের যখন বিয়ে হয় তখন মনজুর আহমদ-এর বয়স ছিলো ২২ আর রেখা আহমদ-এর ছিলো ১৮। বেতন ছিলো মাত্র ৬০ টাকা। তাঁদের জীবনের গল্প যেন সমবেত সবাই অবাক হয়ে শুনছিলেন। তিনি অদ্ভুতভাবে সেই যুগ যুগ আগের ঘটনা ও স্মৃতি ঝকঝকে আয়নার মতো করে শুনালেন। অনুষ্ঠানের অনেকেই মনজুর আহমদ-কে 'সাংবাদিকতার এনসাইক্লোপেডিয়া' বলে আখ্যায়িত করেন।

অনুষ্ঠানে 'মনজুর আহমদ-রেখা আহমদ' দম্পতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অড্ডার ফাঁকে ফাঁকে প্রবাসের জনপ্রিয় এই দম্পতি নিয়ে কথা বলেন- বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, প্রবীণ সাংবাদিক সাঈদ তারেক, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, শিল্পী রাগিব আহসান, বাংলাদেশ ফাইন আর্টস একাডেমী (বাপা)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফরিদা ইয়াসমীন, সাংবাদিক-লেখক মনিজা রহমান, গ্লোব বাংলা'র সম্পাদক আবু নছর মিনার, শাহ গ্রুপ-এর কর্ণধার শাহ জে চৌধুরী, কবি রওশন হাসান, লেখক রাজিয়া নাজমী, এইচ বি রিতা, শেলী জামান খান ও ভায়লা সালিনা লিজা, শিল্পী শহীদ উদ্দিন, বিশিষ্ট অভিনেত্রী প্রতিমা সুমী, সফি মাহমুদ, আহমেদ হায়দার সহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা মনজুর আহমেদ-কে নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতার কথা এবং স্মৃতিচারণ করে বলেন, তার মত বিচক্ষণ সাংবাদিক আমরা আর পাব না।

প্রায় অসম্ভব হলেও হাসিনার প্রত্যাবর্তন সম্ভব

টাইমসের প্রতিবেদন

নিউজ ডেস্ক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন শেখ হাসিনা। দেশ ছেড়েছেন তার দল আওয়ামী লীগের বহু রাজনৈতিক কর্মী। গ্রেপ্তার হয়েছেন অনেক নেতা। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দায়িত্ব গ্রহণের পর বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন কি না। আবার ক্ষমতার রাজনীতির অংশ হতে পারবেন কি না?

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভবিষ্যৎ নিয়ে টালমাটাল পরিস্থিতিতে একটি নতুন আলোচনার সূচনা করেছে টাইমস ম্যাগাজিন। এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন করেছে মার্কিন গণমাধ্যম টাইম ম্যাগাজিন; যার শিরোনাম 'কীভাবে অসম্ভব প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পারেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় শেখ হাসিনার প্রশাসনের কঠিন অবস্থার মধ্যে পারিবারিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় একটি বার্তা পাঠান, যা আজ আলোচনায় উঠে এসেছে।

সজীব ওয়াজেদ জয় টাইমস ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমরা সবাই কোটা আন্দোলন দেখে অবাক হয়েছিলাম। আমি তখন বলেছিলাম, ৩০ শতাংশ কোটা অনেক বেশি, আমাদের এটাকে ৫ শতাংশে কমিয়ে আনা উচিত।"

পরিস্থিতির উত্তাল সময়

কোটা ইস্যু এবং তার প্রভাব খুব দ্রুত বিস্তৃত হয়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে সহিংস দমন-পীড়নের মাধ্যমে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। তবে সজীব জয় জানান, তার মা শেখ হাসিনা এই অবস্থা দেখে খুবই হতাশ ছিলেন। শেখ হাসিনাকে শেষবার দেখা যায় সামরিক হেলিকপ্টারে করে দেশ ত্যাগ করতে। এরপর থেকে তার প্রত্যাবর্তন নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে।

হাসিনার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা

মাইকেল কুগেলম্যান, উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বলেন, হাসিনার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার পারিবারিক রাজনীতির উদাহরণ টেনে বলেন, এমন রাজনীতিতে পরিবারতান্ত্রিক দলগুলোকে বাতিল করা কঠিন। তবে অন্য পর্যবেক্ষকরা এই ব্যাপারে ততটা আশাবাদী নন।

জিল্লুর রহমান, সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক, মনে করেন, "আওয়ামী লীগের আগামী দশকে বড় কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই। তবে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ হলে পরিস্থিতি বদলাতে পারে।"

অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা

বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। শহিদুল হক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল, মনে করেন, আমলাতন্ত্র সংস্কারের বাধা সৃষ্টি করছে এবং প্রশাসন সরকারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

ওয়াশিংটনের সমর্থন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে মার্কিন সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়েছে। শহিদুল হক উল্লেখ করেন, "মার্কিন সমর্থন অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।"

শেখ হাসিনার লিগ্যাসি

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শেখ হাসিনার লিগ্যাসি বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। সারা দেশে হাসিনার পোস্টার ছেঁড়া ও বিকৃত করার ঘটনা প্রমাণ করে যে, তার লিগ্যাসি নিয়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে।

চ্যালেঞ্জের মুখে আওয়ামী লীগ

দলের নিজস্ব সদস্যদের মধ্যেই সমর্থন ধরে রাখা এখন আওয়ামী লীগের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে নেতাদের বিরুদ্ধে 'গণহত্যা' এবং 'মানবতাবিরোধী অপরাধ'-এর অভিযোগ উঠেছে, যা দলের উপর চাপ বাড়াচ্ছে। তবে সজীব জয় এই অভিযোগগুলো হাস্যকর বলে উল্লেখ করেন।

শেষ পর্যন্ত, শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা এখনো সম্পূর্ণভাবে নাকচ করা যাচ্ছে না।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2024
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
নির্বাচন ২৭ অক্টোবর ২০২৪
আমাদের প্রতিশ্রুতি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করে মূলধারায় শক্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা, নতুন প্রজন্মের সাথে বাংলাদেশ সোসাইটির সেতুবন্ধন সুদৃঢ় করে সোসাইটিকে আরো গণমুখী, কল্যাণকর ও জবাবদিহিতামূলক সার্বজনীন সংগঠনে রূপান্তর করা
সেলিম–আলী
পরিষদে ভোট দিন
A1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
Athaur Rahman Salim
President
A4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
Mohammad Ali
General Secretary
A2
মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি
Md. Mohiuddin Dewan
Senior Vice President
A3
কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি
Mohammad Kamruz Zamani
Vice President
A5
আবুল কালাম ভূইয়া
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Abul Kalam Bhulyan
Asst. General Secretary
A6
মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)
কোষাধ্যক্ষ
Mafijul Islam Bhulyan (Rome)
Treasurer
A7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD Z.H. Khan (Duke Khan)
Organizing Secretary
A8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Mostofa A. Raj
Cultural Secretary
নির্বাচিত
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
Rezu Mohammed
Public & Publicity Secretary
A10
জামিল আনসারী
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
Md. Jamil Ansary
Social Welfare Secretary
A11
মোঃ আক্তার বাবুল
সাহিত্য সম্পাদক
Mohammed A. Akhter
Literary Secretary
A12
আশ্রাব আলী লিটন
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
Md. Asrab Ali Khan
Sports & Entertainment Sec
A13
মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
Mohammed Hassan
School & Education Sec
A14
মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী
কার্যকরী সদস্য
Md. A. Siddique
Executive Member
A15
হারুন চেয়ারম্যান
কার্যকরী সদস্য
Harun Chairman
Executive Member
A16
আবুল কাশেম চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য
Abul Kashem Chowdhury
Executive Member
A17
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
কার্যকরী সদস্য
Jahangir Shahid Suhrawardhy
Executive Member
A18
মুনসুর আহমেদ
কার্যকরী সদস্য
Mansur Ahammad
Executive Member
সেলিম–আলী পরিষদে
আপনার ভোট দিন
A19
হাসান খান
কার্যকরী সদস্য
Hasan Khan
Executive Member
PLEASE VOTE FOR SELIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম–আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A19) FOR SELIM-ALI PANEL

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave. Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave. Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr. Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More
FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

Md.Kamroul Hasan
President & Ceo
YOURHOMESOLD
GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise
YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT
আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং
টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।
HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়
PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462
HASAN
TAXI
SERVICES INC

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের
অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR
CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে
যোগাযোগ করুন
agra Palace
Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্নীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক
Chittagong Association of North America Inc.

B1

মাকসুদুল হক চৌধুরী
সভাপতি পদপ্রার্থী
Moksudul H Chowdhury
President

নির্বাচন ২০২৪, তারিখঃ ২০ অক্টোবর, রবিবার

এক ঝাঁক অভিজ্ঞ, দক্ষ, কর্মঠ, সৎ, শিক্ষিত ও তারুন্যের সমন্বয়ে গঠিত

মাকসুদ-মাসুদ
পরিষদকে B লাইনে ভোট দিন

“আমাদের প্রত্যাশা-সকলের জন্য চট্টগ্রাম সমিতি”

B5

মোঃ মাসুদ হোসেন সিরাজী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammed Masud H Sirazi
General Secretary

VOTE FOR MAKSUD-MASUD PANEL ON B LINE

মাকসুদ-মাসুদ পরিষদকে B লাইনে ভোট দিন

B2

মোহাম্মদ মুক্তাদির বিল্লাহ
সি:সহ- সভাপতি
Mohammed M Billah
Sr. Vice President

B3

আলী আকবর (বাপ্পী)
সহ-সভাপতি
Ali Akbar (Bappi)
Vice President

B4

মোহাম্মদ আইয়ুব আনছারী
সহ-সভাপতি
Mohammed Ayub Ansary
Vice President

B6

ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
Iqbal H Bhuiyan
Joint General Secretary

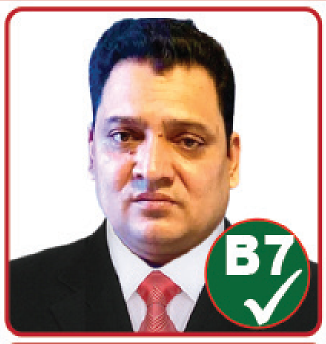

B7

মোঃ হারুন মিয়া
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Mohammad H Meah
Assistant General Secretary

B8

মোহাম্মদ সুমন উদ্দিন
কোষাধ্যক্ষ
Mohammed Suman Uddin
Treasurer

B9

তমাল কান্তি চৌধুরী (সপ্তম)
সহকারী-কোষাধ্যক্ষ
Tamal Kanti Chowdhury (Saptam)
Assistant Treasurer

B10

মোহাম্মদ ফরহাদ
সাংগঠনিক সম্পাদক
Mohammad Forhad
Organizing Secretary

B11

শিমুল বড়ুয়া
দপ্তর সম্পাদক
Shimul Barua
Office Secretary

B12

মোঃ জয়নাল আবেদীন (আতিক)
সহকারী দপ্তর সম্পাদক
Mohammed J Abedin (Atiq)
Assistant Office Secretary

B13

সুশান্ত দত্ত (নোটন)
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Sushanta Datta (Notan)
Educational & Cultural Secretary

B14

মোঃ আবদুল অদুদ
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
Md A. Wodud
Publicity & Publication Secretary

B15

আকতার উল আজম
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
Aktar Ul Azam
Social Welfare Secretary

B16

মোঃ জাহেদুল আজম (জাহেদ)
ক্রীড়া সম্পাদক
Mohammad Jahadul Azam
Sports Secretary

B17

নুরুস সোফা
কার্যনির্বাহী সদস্য
Nurus Sopha
Executive Members

B18

মোহাম্মদ শাহ আলম
কার্যনির্বাহী সদস্য
Mohammed Shah Alam
Executive Members

মাকসুদ-মাসুদ পরিষদকে B লাইনে ভোট দিন
VOTE FOR MAKSUD-MASUD PANEL ON B LINE

নির্বাচনী সংক্রান্ত সকল তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

917-854-4144
646-363-0331
347-276-4420
347-993-6461
917-335-3221

646-284-3008
917-882-7066
203-918-8005
347-596-9223
347-651-7903

B19

মোহাম্মদ শওকত আলী
কার্যনির্বাহী সদস্য
Mohammed S Ali
Executive Members

মাকসুদ-মাসুদ পরিষদকে B লাইনে ভোট দিন

প্রচারেঃ মাকসুদ-মাসুদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি।

40 YEARS
ঠিকানা
PRESENTS:
25 YEARS
Warfaze X ARTCELL™
Live In
NEW YORK
POWERED BY:
rivertel
SAT • OCT 26, 2024 • 7:00 PM
TILLES CENTER
720 Northern Blvd, Brookville, NY 11548
TICKETS AVAILABLE AT:
I HOPE DESIGN, 169-22 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432
DHANSHIRI RESTAURANT, 169-28 HILLSIDE AVENUE, QUEENS, NY 11432
STYLE WITH ME, 37-11, 74TH STREET, 2ND FLOOR, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
KHALIL BIRYANI HOUSE, 1457 UNIONPORT RD, BRONX, NY 10462
SCAN FOR ONLINE TICKET
TICKET PRICE:
$40.00 $60.00 $100.00 $250.00 (VVIP)
FOR MORE INFORMATION:
929-538-7903, 516-263-3569
*Price excluding taxes & other fees
ORGANIZED BY:
Deshi Music & Entertainment
Galaxy media
CO-ORGANIZER:
save the smile

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক
Chittagong Association of North America Inc.
নির্বাচন ২০২৪, তারিখ: ২০ ই অক্টোবর, রবিবার
"সবার জন্য হউক নিরাপদ এবং গ্রহনযোগ্য চট্টগ্রাম সমিতি"
তাহের-আরিফ পরিষদকে
A লাইনে
ভোট দিন
A1
মোঃ আবু তাহের
সভাপতি পদপ্রার্থী
Mohammed Abu Taher
President
A5
মোঃ আরিফুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md Ariful Islam
General Secretary
A2
মোহাম্মদ আলী নুর
সিনিয়র সহ- সভাপতি
Mohammed Ali Noor
Sr. Vice President
A3
হাজী মোহাম্মদ টি আলম
সহ-সভাপতি
Hazi Mohammed T Alam
Vice President
A4
ফরিদ আহমেদ চৌধুরী (তারেক)
সহ-সভাপতি
Farid A Chowdhury
Vice President
A6
মোঃ কলিম উল্যাহ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
Md Kalim Ullah
Joint General Secretary
A7
মোঃ নওশাদ কামাল
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Md Nowshad Kamal
Assistant General Secretary
A8
মোঃ শফিকুল আলম
কোষাধ্যক্ষ
Md Shafiqul Alam
Treasurer
A9
মোহাম্মদ নুরুল আমিন
সহকারী-কোষাধ্যক্ষ
Mohammed N Amin
Assistant Treasurer
A10
মোঃ তানিম মহসিন
সাংগঠনিক সম্পাদক
Md T Mohsin
Organizing Secretary
A11
অজয় প্রসাদ তালুকদার
দপ্তর সম্পাদক
Ajoy P Talukder
Office Secretary
A12
ইমরুল কায়সার
সহকারী দপ্তর সম্পাদক
Imrul Kaiser
Assistant Office Secretary
A13
মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Mohammed A Chowdhury
Educational & Cultural Secretary
A14
মোহাম্মদ জাবের শফি
Mohammed Z Shafi
Publicity & Publication Secretary
A15
মোঃ আকতার হোছাইন
Mohammed A Hossain
Social Welfare Secretary
A16
মোহাম্মদ ইসা
ক্রীড়া সম্পাদক
Mohammed Icha
Sports Secretary
A17
মোহাম্মদ নাসির চৌধুরী
কার্যনির্বাহী সদস্য
Mohammed Nasir Chowdhury
Executive Member
A18
পল্লব রায়
কার্যনির্বাহী সদস্য
Pallab Roy
Executive Member
A19
মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন
কার্যনির্বাহী সদস্য
Mohammed Mohim Uddin
Executive Member
A লাইনে
VOTE for TAHER-ARIF PANEL
তাহের-আরিফ পরিষদকে
আপনার মূল্যবান ভোট দিন
আপনার ভোটার নাম্বার ও সকল তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
347-416-0632
516-784-9706
718-415-2528
347-283-4202
917-775-4178
646-932-4342
646-660-0287
347-839-9230
প্রচারেঃ তাহের-আরিফ পরিষদ, নির্বাচন পরিচালনা কমিটি।

সাহিত্যে নোবেল পেলেন দক্ষিণ কোরিয়ার হান কাং

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন দক্ষিণ কোরিয়ার সাহিত্যিক হান কাং। মানবমনের ভাঙাগড়া ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন ট্রমা লেখায় কাব্যিকভাবে ফুটিতে তোলার কারণে তাঁকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়।

বৃহস্পতিবার সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের স্থানীয় সময় বিকেল ১টা ও বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টায় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করে সুইডিশ একাডেমি।

পুরস্কার ঘোষণার সময় ৫৩ বছর বয়সী হান কাংয়ের ব্যাপারে বলা হয়, তিনি মানবদেহ ও মানবমনের মধ্যে দারুণভাবে যোগসূত্র স্থাপণ করতে পেরেছেন। জীবিত ও মৃত মানুষের মধ্যেও একটা যোগসূত্র স্থাপণ করেন তাঁর লেখায়। কাব্যিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ লেখার ধরনের মাধ্যমে তিনি সমসাময়িক গদ্যে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি বলছে, এর আগে ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজও পেয়েছিলেন হান কাং। ২০০৭ সালে প্রকাশিত 'দ্য ভেজিটেরিয়ান' বইয়ের জন্য তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

কাংয়ের মধ্য দিয়ে এ পর্যন্ত ১৮ জন নারী সাহিত্যে নোবেল পেলেন। এর আগে দক্ষিণ কোরিয়ার কেউ এই খেতাব অর্জন করতে পারেননি।

পুরস্কার ঘোষণার সব তথ্য সরাসরি সম্প্রচার করা হয় নোবেলপ্রাইজ ওয়েবসাইটে। এ বছরের নোবেল পুরস্কারের সমস্ত ঘোষণা nobelprize.org ও নোবেল পুরস্কার কমিটির ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে।

২০২৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান নরওয়ের লেখক ও নাট্যকার ইয়োন ফসে। ইয়োন ফসের লেখা নাটক ও সাহিত্যের প্রশংসা করে সুইডিশ একাডেমি বলেছে, তিনি তাঁর লেখায় অনুচ্চারিত থেকে যাওয়া বহু কথা তুলে এনেছেন।

১৯০১ সালে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ফরাসি কবি ও প্রাবন্ধিক সুলি প্রুদোম (১৮৩৯–১৯০৭)।

প্রথা অনুযায়ী অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার হিসেবে গত ৭ অক্টোবর চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়। যৌথভাবে দুই মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকানকে চিকিৎসাশাস্ত্র বা ওষুধশাস্ত্রে ২০২৪ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ঘোষণা করা হয়ে।

হান কাং

মঙ্গলবার রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স জন জে. হপফিল্ড ও জিওফ্রে ই. হিন্টনকে যৌথভাবে ২০২৪ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানায়।

বুধবার রসায়নশাস্ত্রে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী। এদের একজন মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিড বেকার এবং বাকি দুজন ব্রিটিশ গবেষক ডেমিস হাসাবিস ও জন এম জাম্পার।

ডেভিড বেকারকে 'কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইনের জন্য' এবং যৌথভাবে ডেমিস হাসাবিস এবং এম জাম্পারকে 'প্রোটিন গঠনের পূর্বাভাসের জন্য' পুরস্কারে মনোনীত করা হয়।

১৯০১ সাল থেকে প্রতিবছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় ১৯৬৯ সাল থেকে। প্রতিবছর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর দিবস ডিসেম্বরের ১০ তারিখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের অর্থ তুলে দেওয়া হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুরস্কার বিজয়ীরা একটি স্বর্ণপদক, প্রশংসাপত্রসহ একটি ডিপ্লোমা এবং বর্তমানে ১১ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনা পান।

আগামীকাল ১১ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার। আর ১৪ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে অর্থনীতিতে পুরস্কার। এর মধ্য দিয়ে শেষ হবে পুরস্কার ঘোষণা।

ইসরায়েলের প্রতি 'লৌহদৃঢ়' সমর্থন পুনর্ব্যক্ত বাইডেনের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জো বাইডেন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলের প্রতি ওয়াশিংটনের লৌহদৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন। গতকাল বুধবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে তিনি এই সমর্থন ব্যক্ত করেন। হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এমন এক সময়ে ইসরায়েলের প্রতি এই সমর্থন ব্যক্ত করলেন, যখন তেল আবিব নির্বিচারে গাজা ও লেবাননে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৪২ হাজার মানুষ নিহত ও প্রায় ৯৮ হাজার মানুষ আহত হয়েছে।

চলতি বছরের আগস্ট মাসে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেছিলেন বাইডেন। এরপর এই প্রথম দুই নেতা টেলিফোনে আলাপ করলেন। তাদের আলাপ প্রায় ৩০ মিনিট স্থায়ী হয়েছে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসও এই টেলিফোন আলাপে যুক্ত ছিলেন।

হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশটির প্রতি লৌহদৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এ ছাড়া তিনি গত ১ অক্টোবর ইসরায়েলে ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলারও নিন্দা করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।'

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কারিন জ্যঁ-পিয়েরে এই আলাপকে 'সরাসরি' ও 'ফলপ্রসূ' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বাইডেন ও নেতানিয়াহু ইরানি হামলার প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেছেন। তবে এ দুই নেতা কী কী বিষয়ে আলোচনা করেছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেননি তিনি।

এর আগে গত ১ অক্টোবর ইরান ইসরায়েলে প্রায় ২০০ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়।

Change of Visa Status (CoS)
Stay long in the USA
FROM
B1/B2/A3/I/H4
TO
F1 (Study Visa)
CIVA
CENTRE FOR IMMIGRATION AND VISA ASSISTANCE (CIVA)
PREMIUM SERVICES AVAILABLE
CoS Approval WITHIN 25 DAYS
Hot Line
+1 347 507 1209
+1 347 279 8366
+1 347 476 7522
Per Person $1000 Only
Give us your file and be relaxed, CIVA Team will do everything for you
INADITION
* Non-Immigration Visa Extension (Up To 240 Days)
* Asylum Filing Within 10 Days With All Supporting
* Reentry permit / Travel documents (From In / Out side of the USA)
* Canada / Mexico Visa With All Support(Within 30 days)
* EB3 (Unskilled) Application Process (AoS / NVC), Within $18K
* F1(Student) School Transfer within 02 business days
USA Office :
CIVA Bangladesh Chapter :
write2civa

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হক্কসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WITH Best income Up to $85.000 Annually
WORK AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৪
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024
প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট
২৭ অক্টোবর নির্বাচনে
"ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন"
রুহুল-জাহিদ
পরিষদ
B1
রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সভাপতি
RUHUL AMIN SIDDIKI
PRESIDENT
B4
জাহিদ মিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
JAHID MINTO
GENERAL SECRETARY
PLEASE VOTE FOR RUHUL-JAHID PANEL
B2
ফারুক চৌধুরী
সিনিয়র সহ সভাপতি
FARUK CHOUDHURY
SENIOR VICE PRESIDENT
B3
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
সহ সভাপতি
AMINUL ISLAM CHOWDHURY
VICE PRESIDENT
B5
সরোয়ার খান বাবু
সহ সাধারণ সম্পাদক
SARWOR KHAN BABU
ASST. GENERAL SECRETARY
B6
নওশেদ হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
NOASHED HOSSAIN
TREASURER
B7
মোঃ সাদী মিন্টু
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD. SAADI MINTU
ORGANIZING SECRETARY
B8
মনিকা রায় চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
MANIKA ROY CHOWDHURY
CULTURAL SECRETARY
B10
নাদির আহমেদ আইয়ুব
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
NADIR AHMED AYUB
SOCIAL WELFARE SECRETARY
B11
রোমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক
ROMANA AHMED
LITERATY SECRETARY
B12
আলমগীর হোসেন
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
ALAMGIR HOSSAIN
SPORTS & ENT. SECRETARY
B13
শাহনাজ হোসেন
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
SHAHANAZ HOSSAIN
SCHOOL & EDUCATION SECRETARY
B14
আবদুর রব মিয়া
কার্যকরী সদস্য
ABDUR RAB MIA
EXECUTIVE MEMBER
B15
মোঃ তাজু মিয়া
কার্যকরী সদস্য
MD. TAJU MIAH
EXECUTIVE MEMBER
B16
নজরুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
NAZRUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER
B17
রফিকুল ইসলাম ডালিম
কার্যকরী সদস্য
RAFIQUL ISLAM DALIM
EXECUTIVE MEMBER
B18
মোঃ সাইফুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
MD. SAIFUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER
রুহুল-জাহিদ পরিষদ আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
রুহুল-জাহিদ পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
RUHUL-JAHID PANEL
প্রচারেঃ রুহুল-জাহিদ পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর পুতিনের সঙ্গে সাতবার আলাপ ট্রাম্পের : সাংবাদিকের দাবি

উত্তর আমেরিকা অফিস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং আগামী নির্বাচনে রিপাবলিকান মনোনীত প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। একজন বিখ্যাত সাংবাদিক এমন দাবি করেছেন।

সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড (৮১) অভিযোগ করেছেন, ট্রাম্প ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ওভাল অফিস ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে রুশ নেতাকে কমপক্ষে সাতবার ফোন করেছেন ট্রাম্প। উডওয়ার্ড তার আসন্ন বই 'ওয়ার'-এ দাবি করেছেন এই বছরের শুরুতে একটি ফোন কল করা হয়েছিল।

ট্রাম্প এক সহযোগীকে তার মার-এ-লাগো রিসোর্ট ক্লাবের অফিস ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন, যাতে তিনি রুশ নেতার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তবে ট্রাম্পের প্রচারণা শিবির এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

সাবেক প্রেসিডেন্টের যোগাযোগ পরিচালক স্টিভেন চেউং দাবি করেন, উডওয়ার্ডের বইয়ের কোনো গল্পই সত্য নয়। তিনি বলেন, এগুলো 'ট্রাম্প ডিরেঞ্জমেন্ট সিনড্রোম'-এ আক্রান্ত একজন সত্যিকারের উন্মাদ ও পাগল মানুষের কাজ। ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্প নিজেও এই দাবি অস্বীকার করেছেন। এবিসি নিউজের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প উডওয়ার্ড সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তিনি একজন গল্পকার। তিনি ভালো মানুষ নন এবং তার ধারণা খুব অদ্ভুত, যেনো পাগল হয়ে গেছে।' রাশিয়ান নেতা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করছেন, গতকাল বুধবার ক্রেমলিনও এই দাবি অস্বীকার করেছে। এ বিষয়ে রাশিয়ার মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, 'না, এটি সত্য নয়।'

উডওয়ার্ড অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য সবচেয়ে বেশ পরিচিত। তিনি ১৯৭৪ সালে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আনতে ভূমিকা রেখেছিলেন।

মানবসেবায় অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন শিল্পী সবিতা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মানব-সেবায় অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন নিউইয়র্কের কণ্ঠশিল্পী সবিতা দাস। 'ইউনাইটেড গ্র্যাজুয়েট কলেজ অ্যান্ড সেমিনারি ইন্টারন্যাশনাল' এই ডিগ্রী প্রদান করে। ২৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দফতরে ৭৯তম সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির চ্যান্সেলর অধ্যাপক মাইকেল পি পিটজেল 'মানবতার দর্শনে অনরারি ডক্টরেট ডিগ্রি'র সনদ সবিতা দাসকে হস্তান্তর করেন। এ সময় সেখানে ছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির আন্তর্জাতিক প্রশাসনের চীফ ড. রবিন এ লকোকো।

নিউইয়র্কের বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ কণ্ঠশিল্পী সবিতা দাস। যুক্তরাষ্ট্রে খ্রিস্টান ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত এই প্রতিষ্ঠানের অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের অনুভূতি প্রকাশকালে সমাজ সেবক কণ্ঠশিল্পী সবিতা দাস বলেন, সততা ও নিষ্ঠার সাথে সমাজকর্মের এমন সম্মান পাওয়ায় সামনের দিনগুলোতে আমার দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। জাতিসংঘ ফোরাম থেকে এই সম্মান প্রাপ্তির ক্ষেত্র তৈরীর জন্যে কম্যুনিটির প্রিয়জনদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরনা তাকে সমাজসেবায় সহযোগিতা করেছে, এই জন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান সবিতা দাস।

তাদের এই সহযোগীতার কথা কখনো ভুলবেননা জানিয়ে আশা করছেন ভবিষ্যতেও তাদের সহযোগিতার এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

জাগরণী কালচারাল সোসাইটির দুর্গোৎসব ১৪ ও ১৫ অক্টোবর

সুব্রত চৌধুরী

বাংলার আকাশে এখন ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা পেঁজা তুলোর মেঘের ছোটাছুটি, কাশবনে কাশ ফুলের দোল, শিউলি ফুলের সুগন্ধে মাতোয়ারা ধরিত্রী। যদিও সুদূর আমেরিকায় এসবের কোনও ছোঁয়াই নেই, তবুও অন্তরে লালন করা দেশীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য মনন পোড়া মনকে জানান দেয়, ঋতুটা শরৎ, সময়টা শারদোৎসবের।

পুরাণে দেবী দুর্গার আবির্ভাব তত্ত্বে বলা হয়েছে, সমাজের সব অশুভ শক্তির বিনাশে দেবী দুর্গার মর্ত্যে আবির্ভাব। অসুরদের দাপটে সমগ্র মানব জাতি যখন উৎকণ্ঠিত তখন মানব কল্যাণে আবির্ভূত হন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র। তিনি পিতৃ আদেশে বনবাসে থাকাকালীন লঙ্কেশর রাবণ তার স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করে লংকায় লুকিয়ে রাখেন। লংকাপুরী থেকে প্রিয়তমা স্ত্রী সীতাকে উদ্ধারের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে শ্রী রামচন্দ্র শরৎকালে দেবী দুর্গাকে মর্ত্যে আহ্বান জানান। বসন্তকালের পরিবর্তে শরৎকালে দেবী দুর্গাকে আহবান করায় এ পূজাকে 'অকালবোধন' বলা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই শরৎকালে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়।

নিউ জার্সি রাজ্যের সাউথ জার্সিতে জাগরণী কালচারাল সোসাইটি ইনক এর উদ্যোগে আগামী ১৪ অক্টোবর, সোমবার ও ১৫ অক্টোবর, মংগলবার ৫৭১, দক্ষিণ পোমনা রোডে অবস্হিত হিন্দু জৈন মন্দিরে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। দুর্গোৎসবের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে পূজা অর্চনা, আরতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

১৫ অক্টোবর, মংগলবার রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন জি বাংলার সারেগামাপা খ্যাত সংগীত শিল্পী দীপ চ্যাটার্জি । আয়োজকরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে দুর্গোৎসবে অংশগ্রহনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ইসরায়েলি বিমান হামলায় এক সাংবাদিক নিহত, আহত ২

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের ছিটমহল উত্তর গাজায় বুধবার ইসরায়েলি বিমান হামলায় এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরেক সাংবাদিক। একই দিন উত্তর গাজার পৃথক স্থানে ইসরায়েলের সেনাদের গুলিতে আল জাজিরার এক ক্যামেরাম্যান আহত হয়েছেন।

ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (পিআরসিএস) ও নিজস্ব বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানায়, উত্তর গাজার আবু শেরেখ গোলচত্বরে দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিকদের একটি দলের ওপর বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী।

প্রবাহ-এর ৩য় সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

'সত্য ও সুন্দরের জন্য কবিতা' - এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার হয়ে গেল প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র - এর উদ্যোগে ৩য় সাহিত্য সভা। পরিষদের আহবায়ক ড. আবুল কাশেম এর সভাপতিত্বে ও আবদুল হামিদ সোহেলের পরিচালনায় সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ৮ঃ৩০ টা পর্যন্ত চলে এই সভা।

সভায় কবি ও আবৃত্তিকার জি. এম. ফারুক খান তার প্রকাশিত 'ভাবনার অনুপ্রাস' কাব্য গ্রন্থ থেকে 'ডিঙাতে পারি না তোমাকে' আবৃত্তি করেন। আবৃত্তিকার নাসিমা আক্তার আবৃত্তি করেন অমিয় চক্রবর্তী'র 'বৃষ্টি ' এবং কাজী নজরুল ইসলামের 'বাসন্তী'। ডঃ আবুল কাসেম তার প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ 'অচেনা আকাশ' থেকে পাঠ করেন 'নিশংক ঠিকানা'।

আবদুল হামিদ সোহেল জুলাই বিপ্লব নিয়ে লেখা স্বরচিত ছড়া পাঠ করেন ও কবি কাজী জহিরুল ইসলামের লেখা 'রাত্রিকে আলো দিও' আবৃত্তি করেন। কবি ও লেখক ইমাম চৌধুরী জুলাই বিপ্লব নিয়ে একটি স্বরচিত গদ্য পড়ে শোনান যাতে তার ঐ সময়ে দেশে থাকাকালীন স্মৃতি রোমন্থন ফুটে উঠেছে যা তিনি অত্যন্ত আবেগ মিশিয়ে উপস্থাপন করেন। তিনি কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কবিতা যাতে আমাদের জীবনে পদসখলন না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। তোফাজ্জল হোসেন মুখস্থ আবৃত্তি করেন নবাব সিরাজ উদদৌলার ভাষণের কিয়দংশ।

রানার পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট লেখক মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও তার সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অবদান নিয়ে আলোচনা করেন ও সুস্থ সাহিত্য সংস্কৃতির প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জাকির হোসেন ও মোহাম্মদ আব্দুর রউফ।

গাজার যে দৃশ্যটি কখনো ভুলবেন না মুহম্মদের মা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

হঠাৎ তীব্র ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন মুহম্মদ ভর। গড়গড় আওয়াজ করে কুকুরটি তাঁর ওপর হামলে পড়ল। কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত মুহম্মদ কোনোভাবেই থামাতে পারেনি হিংস্র প্রাণীটিকে। যদিও তাঁর চারপাশে তখন মানুষের কোলাহল। ঘরে তাঁর মা, ছোট্ট ভাইঝি তাঁর দুর্দশা দেখে ভয়ার্ত চোখে চিৎকার করছে। ছিল ইসরায়েলি সৈন্যরাও। তাঁদের আদেশেই গাজার ওই বাড়িটিতে এমন বিভীষিকা নেমে এসেছে।

২৪ বছর বয়সী মুহম্মদ কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ নন। ডাউন'স সিনড্রোমে আক্রান্ত মুহম্মদ ছিলেন অটিস্টিক। তাই তিনি বুঝতেও পারছিলেন না, তাঁর সঙ্গে কী ঘটছে। গত জুলাইয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে সেদিনের সেই ভয়াবহতা নিয়ে কথা বলেছেন বিবিসির একজন সাংবাদিক। তাঁরা তখনো সেদিনের সেই ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি।

মুহাম্মদের মায়ের বয়স ৭০ বছর। সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে তিনি বলেন, 'আমি দেখছিলাম, কুকুরটি একে একে তাঁকে (মুহম্মদ) এবং তাঁর হাতকে ছিঁড়ে ফেলছে। তাঁর হাত থেকে রক্ত ঝরছে।'

মুহম্মদের মা বলেন, 'এই দৃশ্যটি আমি কখনোই ভুলব না। এটি সব সময় আমার চোখের সামনেই থাকে। দৃশ্যটি কখনোই আমাকে ছেড়ে যায় না। আমরা তাঁকে বাঁচাতে পারিনি। না তাদের কাছ থেকে না কুকুরের কাছ থেকে।'

ঘটনাটি ঘটেছিল গত ৩ জুলাই। ইসরায়েলি সৈন্যরা সে সময় গাজার

গাজায় মর্মান্তিক পরিণতি বরণ করেছেন ডাউন'স সিনড্রোম রোগী মুহম্মদ ভর। ছবি : বিবিসি

শেজাইয়া অঞ্চলে তীব্র সামনাসামনি লড়াই এবং হামলা শুরু করেছিল। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) তথ্য অনুযায়ী, তাদের সেনারা তখন হামাস যোদ্ধাদের সঙ্গে তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। গাজার ভবনগুলোতে হামাস যোদ্ধাদের খুঁজে বের করার জন্য তাদের সেনারা এক ধরনের প্রশিক্ষিত কুকুর ব্যবহার করেছিল। এই কুকুরগুলো নিয়মিত যোদ্ধা ছাড়াও বুবি ফাঁদ, বিস্ফোরক এবং অস্ত্রের সন্ধান দিত।

মুহম্মদের ঘটনার বিষয়ে আইডিএফ দাবি করে, ওই ভবনটির ভেতরে সন্ত্রাসীদের শনাক্ত করেছিল কুকুরটি এবং এক ব্যক্তিকে কামড়ে দিয়েছিল। তবে সৈন্যরা ওই প্রাণীটিকে আটকে রেখেছিল। আহত মুহাম্মদকে অন্য ঘরে নিয়ে কিছু প্রাথমিক চিকিৎসাও দেওয়া হয়।

অভিযানের সময় মুহম্মদের দুই ভাইকে আটক করা হয়। এর মধ্যে শুধু জিবরাইল নামে এক ভাইকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মুহম্মদের মা নাবিলা জানান, ইসরায়েলি সেনারা পরিবারের বাকি সদস্যদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তাঁরা এ সময় আহত মুহম্মদের সঙ্গে থাকার অনুমতি চাইলেও দেওয়া হয়নি। ফলে আহত মুহম্মদ ওই ঘরেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন। সৈন্যরা চলে যাওয়ার সময় তিনি কী অবস্থায় ছিলেন তা আইডিএফের বিবৃতিতে বলা হয়নি। মুহম্মদের ভাই জিবরাইল বিশ্বাস করেন, তাঁকে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হয়নি।

ইসরায়েলিরা এক সপ্তাহ পরে আশপাশ থেকে সরে গেলে মুহাম্মদের পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ফিরে আসেন। তাঁরা মুহম্মদকে রান্নাঘরের মেঝেতে মরে পড়ে থাকতে দেখেন।

কুকুরের আক্রমণের পর ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা এখনো অজানা। বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তাঁর মরদেহের কোনো ময়নাতদন্তও হয়নি। গোরস্থানে কবর দেওয়া সম্ভব ছিল না বলে বাড়ির পাশেই একটি গলিতে মরদেহটি পুঁতে রাখা হয়েছিল।

সোমবার গাজায় ইসরায়েলি হামলার এক বছর পূর্তিতে প্রকাশ করা এক প্রতিবেদনে বিবিসি জানিয়েছে, মুহম্মদের মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত চায় তাঁর পরিবার। তাঁর ভাই জিবরাইল বলেছেন, 'আমরা অবশ্যই ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মামলা করব। কারণ সে কোনো যোদ্ধা ছিল না, তাঁর কাছে অস্ত্র ছিল না, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন একজন সাধারণ মানুষ ছিল শুধু।'

গাজায় স্কুলে ইসরায়েলের হামলা, নিহত ২৮

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

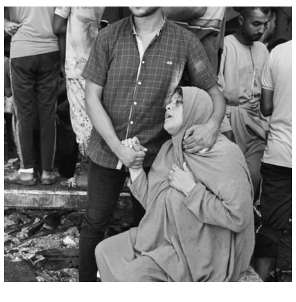

গাজায় বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হওয়া একটি স্কুলে ইসরায়েলের হামলায় নারী ও শিশুসহ অন্তত ২৮ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৫৪ জন।

ফিলিস্তিনের রেড ক্রিসেন্ট এ তথ্য জানিয়েছে। গাজার দেইর আল-বালাহ শহরে রেড ক্রিসেন্টের সদরদপ্তরের কাছে রুফাইদা আল-আসলামিয়া স্কুলে বৃহস্পতিবার এ হামলা হয়।

হামলাস্থলের ভিডিওতে দেখা গেছে, লোকজন আহতদেরকে সাহায্য করার জন্য ছুটে যাচ্ছে। চারিদিকে ধুলো আর ধোঁয়ার মেঘ। আহত কয়েকজন শিশুকে স্থানীয় আল আকসা হাসপাতালে চিকিৎসা দিতেও দেখা যায় ভিডিওতে।

ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বলছে, স্কুলটিতে হামাসের কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার পরিচালনা করা হামাস যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে। তারা বেসামরিক নাগরিক হতাহতের ঘটনা কম রাখতে পদক্ষেপ নিয়েছিল বলেও জানিয়েছে।

আর হামাসের বিরুদ্ধে বেসামরিক অবকাঠামোগুলোর অপব্যবহারের অভিযোগ করেছে ইসরায়েল। তবে হামাস এমন অভিযোগ আগেও অস্বীকার করেছে। গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ও বৃহস্পতিবার স্কুলে ইসরায়েলের হামলায় মৃতের সংখ্যা ২৮ উল্লেখ করেছে। তারা একে ইসরালি সেনাবাহিনীর নতুন হত্যাযজ্ঞ বলে অভিহিত করেছে।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (প রিষ্কার - প রিচ্ছন্নত া) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৩১৪-৭৯১৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস ১ ব্লক দুরত্বে নতুন রেনুভেটেড দুই বেড, লিভিং ১ বাথ কিচেন ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি স্কুল নিকটে। ভাড়া ২৩৫০ ডলার। ফোন 646-645-9830

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: **Paterson, New Jersey.**
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 $). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com
Phone 850-866-9012

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)
যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকার হেলথ ফেয়ার

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকার উদ্যোগে হেলথ ফেয়ার ও সাংস্কৃতিক ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫ অক্টোবর শনিবার জ্যামাইকার মেরি লুই একাডেমিতে এই ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশি-আমেরিকান স্বনামধন্য চিকিৎসকরা বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বিষয়ে পরামর্শ দেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. ইউসুফ আল মামুন বলেন, এই অনুষ্ঠানটা করা হয়েছে মূলত বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বিষয়ে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের সচেতন করার জন্য। যাতে মানুষ কোভিড ভ্যাকসিন, নিমোনিয়া ভ্যাকসিন, ফ্লু ভ্যাকসিনসহ বিভিন্ন ভ্যাকসিন নিয়ে সংক্রামক রোগ থেকে সুস্থ থাকতে পারে।

তিনি আরও বলেন, মানুষ যাতে স্বাস্থ্যের এসব তথ্য সহজে বুঝতে পারে তাই আমরা এই অনুষ্ঠান আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষায় করেছি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ডা. বশির আহমেদ, ট্রেজারার আহমেদ মোর্শেদ, সোশ্যাল এন্ড কালচারাল সেক্রেটারি ফেরদৌসী শিল্পী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। এতে বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দিলশাদ নাহার কনা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা হলো বাংলাদেশি-আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন। এটি ডাক্তারদের বিভিন্ন একাডেমিক অনুষ্ঠান, গেট টুগেদার, চ্যারিটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে৷ পাশাপাশি কমিউনিটির সচেতনতার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। করোনা মহামারীর সময় সংগঠনটি মানুষদের সচেতন করার জন্য টিভি ও পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন পরামর্শ প্রচার করেছে।

কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে মুন্না-সবুজ পরিষদ বিজয়ী

উত্তর আমেরিকা অফিস

কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ-এর নির্বাচনে ২০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার মুন্না-সবুজ পরিষদের সবাইকে বিজয়ী ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। দীর্ঘ প্রায় চার বছর পর কোম্পানীগঞ্জবাসী নির্বাচিত কার্যকরি কমিটি পেলো। যদিও এবারও একটি অংশ নির্বাচনে আসেনি। উত্থাপন করে নানা দাবি।

নির্বাচনে দুই প্যানেল সর্বমোট ৩৪টি মনোনয়নপত্র ক্রয় করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য মুন্না-সবুজ পরিষদ ১৫টি পদের জন্য ১৫টি ফরম জমা দেয়। অন্যপক্ষ আনোয়ার-কাজল পরিষদ থেকে কোনো ফরম জমা না দিয়ে নির্বাচনের সময় পরিবর্তনসহ কয়েকটি দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে দরখাস্ত দেয়। এক পর্যায়ে তারা ছয় মাসেও ভোটের জন্য প্রস্তুত নয় বলে জানান। নির্বাচন কমিশন দফায় দফায় মিটিং করে। কিন্তু প্রতিপক্ষ মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি।

অবশেষে মুন্না-সবুজ পরিষদের সবাইকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন- সভাপতি মোহাম্মদ নূর আলম সিদ্দিক মুন্না, সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন সবুজ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মোতাহার বিল্লাহ সিরাজী, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ এ হক আজিজ, সহ-সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাব উদ্দিন উল্যাহ, কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রহিম, সহ-কোষাধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ আজিজুল হক, অফিস সম্পাদক জাহিদ উদ্দিন ভূইয়া, শিক্ষা ও ক্রীড়া সম্পাদক মুকারাম হুসাইন, কার্যকরি সদস্য শিহাব উদ্দিন, নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ মামুন।

এইদিন নিউইয়র্কে কোম্পানীগঞ্জ ভবন-১-এ আলোচনা সভায় সমিতির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সমিতির নবনির্বাচিত কমিটিকে সব মান-অভিমান ভুলে সমিতিকে আরো এগিয়ে নিতে হবে। তারা জোর দিয়ে বলেন, যারা সমিতিকে ক্ষতি করার জন্য মামলা করবেন, তাদের গঠনতন্ত্র মেনে বহিষ্কার করতে হবে। সবাই নির্বাচন কমিশনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দুই সমন্বয়কারী লতিফুর রহমান ও সেলিম জাহিদ। আরো বক্তব্য রাখেন-মুহাম্মদ নুরুল আমিন চেয়ারম্যান, খান চেয়ারম্যান, আবুল বাশার, ওবায়দুল হক, হাজি মফিজুর রহমান, অডিট প্রাধান শাহ আলম বিএসসি, তাজুল ইসলাম মেম্বার, হাজি আবদুল মান্নান প্রমুখ।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

ওমর আবদুল্লাহ হচ্ছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনায় এগিয়ে আছেন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। ফের শ্রীনগরের মসনদে বসতে চলেছেন তিনি। সূত্রের বরাতে হিন্দুস্তান টাইমসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম আজ মঙ্গলবার জানিয়েছে এ তথ্য।

প্রতিবেদন বলছে, একটা সময় নির্বাচনে লড়তেও রাজি ছিলেন না তিনি। সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি একটি পূর্ণরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, কোনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী হতে রাজি নন। ভোটের ফলপ্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে সেই ওমর আবদুল্লাহই মসনদে বসতে চলেছেন।

ওমরের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিয়ে বহু প্রশ্ন ছিল। এক তো তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে কিনা সেটা নিয়ে সংশয় ছিল। দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ওমর, নাকি ফারুখ–কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, সেটা নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন ছিল। অনেকেই ফারুখকে চাইছিলেন কাশ্মীরের কুরসিতে। ভোটের আগে সেই সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেননি ফারুখ নিজেও। কিন্তু ভোট মিটতেই তিনি জানিয়ে দিলেন, ছেলে ওমরই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

ভোটের ফলাফলের ইঙ্গিত স্পষ্ট হতেই ফারুখ জানিয়ে দিলেন, "মানুষ আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে। উপত্যকার মানুষ বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা ৫ আগস্টের ওই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। ওমর আবদুল্লাহই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।" ওমর আবার সদর্পে ঘোষণা করে দিয়েছেন, "যাঁরা কাশ্মীরে আমাদের শেষ করতে এসেছিল, তাঁরা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন।" শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কাশ্মীরের নির্বাচনী ফলাফলের হিসাব বলছে, কংগ্রেস ন্যাশনাল কনফারেন্স জোট অনায়াসে ম্যাজিক ফিগার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অন্য কোনও দলের সমর্থন তাদের প্রয়োজন পড়বে না। বিজেপি যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল সেটাও বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

ন্যাশনাল কনফারেন্সই কাশ্মীরের একক বৃহত্তম দল হতে চলেছে। ন্যাশনাল কনফারেন্স এই মুহূর্তে এগিয়ে রয়েছে ৪২ আসনে। জোটসঙ্গী কংগ্রেস এগিয়ে ৬ আসনে। দুই সঙ্গী মিলিয়ে এগিয়ে ৪৮ আসনে। ৯০ আসন বিশিষ্ট জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার ৪৬।

হাসিনার অপতৎপরতার প্রসঙ্গ মার্কিন পররাষ্ট্রের ব্রিফিংয়ে

নিউজ ডেস্ক

ম্যাথিউ মিলার

শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্র কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার।

এছাড়া ভারতের সঙ্গে দেশটির দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অন্যান্য আঞ্চলিক ইস্যুর মধ্যে বাংলাদেশ ইস্যু নিয়েও আলোচনা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন তিনি।

স্থানীয় সময় ৮ অক্টোবর মঙ্গলবার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এদিনের ব্রিফিংয়ে ভারতে বসে শেখ হাসিনার অপতৎপরতার প্রসঙ্গটিও উঠে এসেছে।

এদিনের ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে জানতে চান। তিনি বলেন, গণহত্যা ও নৃশংসতা ঘটিয়ে স্বৈরশাসক হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন অধ্যাপক ইউনূসের সাথে একটি ফলপ্রসূ বৈঠক করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট বাইডেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সাইডলাইনে ড. ইউনূসের সাথে দেখা করেছেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র, নিরাপত্তা এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীর মতো চ্যালেঞ্জগুলোকে সামনে রেখে বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কীভাবে এগিয়ে নিতে চাচ্ছে সে বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ জানাবেন কী?

জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমরা এই সমস্ত ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী (অ্যান্টনি ব্লিংকেন) অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার সাথে একটি ফলপ্রসূ বৈঠক করেছেন এবং এই সমস্ত বিষয়ে অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য আমরা উন্মুখ।

পরে এই সাংবাদিক ভারতে বসে শেখ হাসিনার বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টার প্রসঙ্গে জানতে চান। তিনি বলেন, গত সপ্তাহে (স্টেট ডিপার্টমেন্টের) এই ভবনে এসেছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর। বাংলাদেশের সাবেক স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এখন ভারতে এবং সেখানে থেকেই বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইছেন বলে অভিযোগ উঠেছে— ব্লিংকেনের সঙ্গে জয়শঙ্করের বৈঠকে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ নিয়ে কোনেও আলোচনা হয়েছে কিনা?

এক ঘণ্টায় হিজবুল্লাহর ১২০ লক্ষ্যবস্তুতে ইসরায়েলি হামলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর ১২০টির বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার দাবি করেছে ইসরায়েল। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এসব হামলা চালানো হয়। বার্তা সংস্থা এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানায়, হামলার এসব লক্ষ্যবস্তু হিজবুল্লাহর বিভিন্ন ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার মধ্যে হিজবুল্লাহর দক্ষিণ ফ্রন্টের আঞ্চলিক ইউনিট, ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট বাহিনী এবং গোয়েন্দা অধিদপ্তর রয়েছে। হিজবুল্লাহর কমান্ড এবং হামলা চালানোর ক্ষমতা হ্রাস করার পাশাপাশি স্থল অভিযানে ইসরায়েলি বাহিনীকে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় বিবৃতিতে।

এদিকে হিজবুল্লাহ সোমবার ইসরায়েলে অসংখ্য ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। সোমবার মধ্যরাত পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১৭৫টি রকেট ছুড়েছে সশস্ত্র গোষ্ঠীটি। এ ছাড়া সোমবার মারুন আল-রাস গ্রামে ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় যোদ্ধারা। লেবাননে ইসরায়েলের স্থল অভিযান শুরুর পর মারুন আল-রাস গ্রামে তাদের সেনাদের ওপর একাধিক

গাজার ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে গত বছর থেকে প্রায়ই ইসরায়েলে হামলা চালাচ্ছে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ ও হুতি।

হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া ব্লিদা নামের আরেকটি গ্রামেও ইসরায়েলি বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা চালানোর দাবি করেছে হিজবুল্লাহ। অপরদিকে ইয়েমেনের হুতিরাও ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার দাবি করেছে। হুতিরা বলছে, তাদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের একটি ছিল প্যালেস্টাইন ২ এবং সেটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি ছিল একটি ধু আল-ফিকার ক্ষেপণাস্ত্র। তবে এটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পেরেছে নাকি ইসরায়েল ভূপাতিত করেছে সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

গাজার ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে গত বছর থেকে প্রায়ই ইসরায়েলে হামলা চালাচ্ছে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ ও হুতি। পাল্টা হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। সম্প্রতি লেবাননে হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে বড় পরিসরে হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটছে।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

বিশ্বে প্রবাসীদের জন্য 'বাংলাদেশ গ্লোবাল সিটিজেন নেটওয়ার্ক' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

কানাডা প্রতিনিধি

৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় কানাডা প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ সাংবাদিক, মানবাধিকার-এডভোকেট দেলোয়ার জাহিদ এর সভাপতিত্বে সেন্ট্রাল আলবার্টার রেড ডিয়ারে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের বিষয়ে একটি একাডেমিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়. বর্তমান বিশ্বে প্রবাসীদের জন্য একটি 'গ্লোবাল সিটিজেন নেটওয়ার্ক' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কার প্রক্রিয়ায় তাদের অধিকার , বিশেষাধিকার গুলো তুলে ধরা দেশের প্রবাসী নাগরিকরা,অন -আবাসিক বাংলাদেশী (এনআরবি) এবং বাংলাদেশ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি হিসাবে সংবিধানে উল্লেখ করা, তারা বিভিন্ন অধিকার এবং সুবিধা ভোগ করতে সেবা খাত উন্নত করা , এছাড়াও আর্থিক অধিকার যেমন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট: এনআরবিরা তাদের আয় এবং সঞ্চয় পরিচালনা করতে দেশে বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং বজায় রাখতে পারা তারা বাংলাদেশের স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণগুলিতে যেন বিনিয়োগ করতে পারে, কিছু নির্দিষ্ট প্রবিধান সাপেক্ষে তার ব্যবস্থা করা সম্পত্তির মালিকানা-আবাসিক এবং বাণিজ্যিক সম্পত্তি ক্রয় করতে পারে এমন সুবিধাদি তৈরী করার উপর আলোকপাত করেন বক্তারা । আলোচনায় অংশ নেন কৃষিবিদ ড. মোহাম্মদ আলম. কৃষিবিদ মোয়াজ্জেম হোসাইন, মোহাম্মেদ তারেক, রবিন তানা প্রমুখ

ড. মোহাম্মদ আলম বলেন, প্রবাসীদের তাদের আয় এবং সঞ্চয় পরিচালনা করতে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং বজায় রাখতে পারে এর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন প্রবাসীদের বিনিয়োগ: স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারার পাশাপাশি স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া, কিছু নির্দিষ্ট প্রবিধান সাপেক্ষে।

কৃষিবিদ মোয়াজ্জেম দেশে বিদেশে প্রবাসীদের সকল সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার উপর জোর দেন।

সভাপতি দেলোয়ার জাহিদ বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বসবাসকারী ১.৫ মিলিয়নেরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশীর ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য আশু নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের আহ্বান জানান। তিনি ২০১০ সাল থেকে এ দাবিটি নিয়ে টালবাহানা ও যে অর্থ অপচয় করা হয়েছে এর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করার দাবি জানান । প্রবাসীরা যেন মামলা দায়ের করতে পারে এবং সম্পত্তি বিবাদ, ব্যক্তিগত বিষয় ইত্যাদির জন্য বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় অ্যাক্সেস পেতে পারে এমনতর ভাবে আইনকে সংস্কার করা।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মানবাধিকার এডভোকেট দেলোয়ার জাহিদ কে আহ্বায়ক ও কৃষিবিদ ড, আশরাফ আলম সদস্য-সচিব, ও মোয়াজ্জেম হোসাইন, রুবিন ত্যানা ও মোহাম্মদ তারেক কে সদস্য নির্বাচিত করা হয়.

ছবির ডান থেকে : কৃষিবিদ মোয়াজ্জেম হোসাইন, বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার জাহিদ, ড, আশরাফ আলম, মোহাম্মদ তারেক, রুবিন ত্যানা

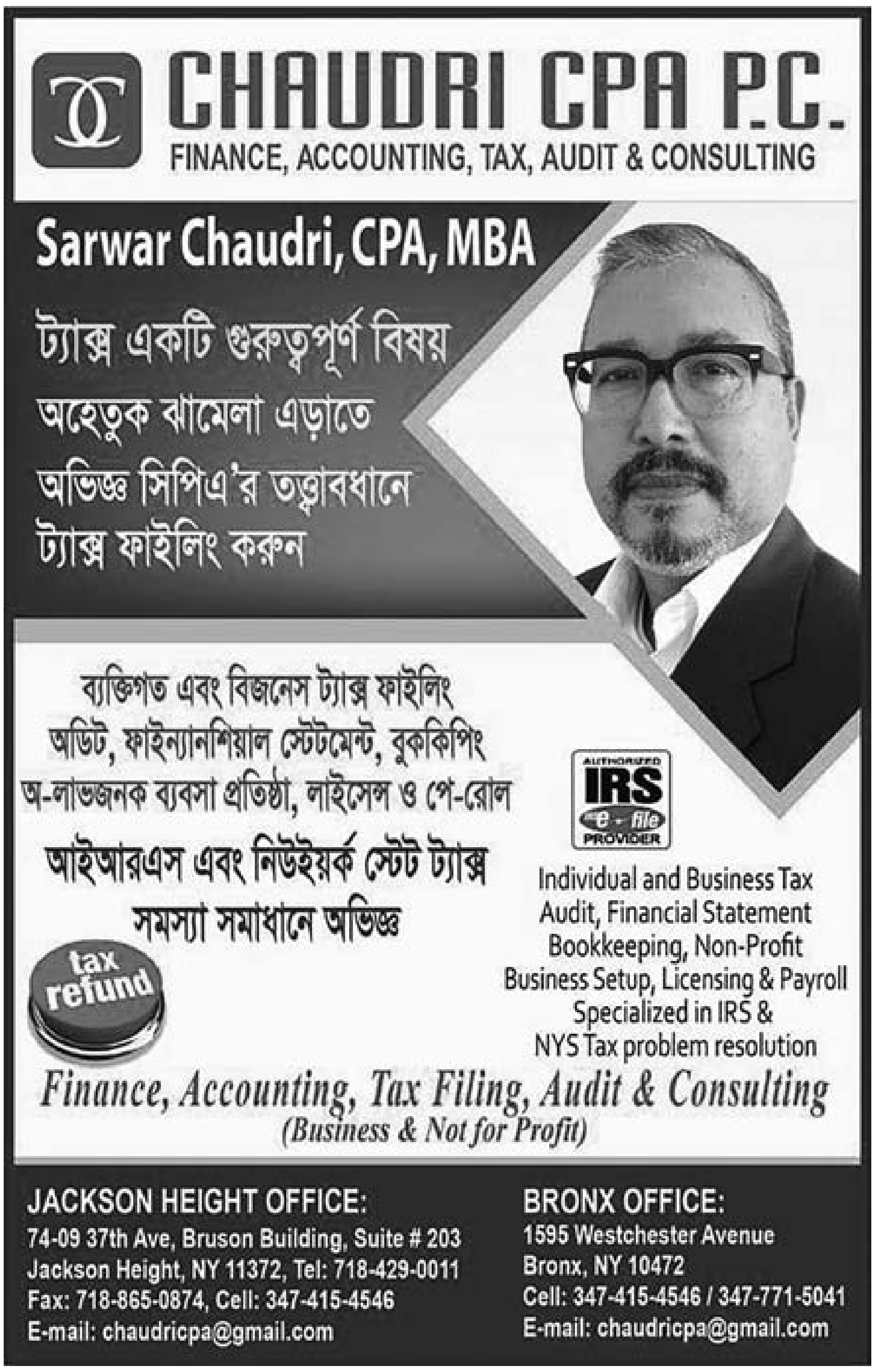

অ্যাডামসের জনপ্রিয়তা

শেষ পৃষ্ঠার পর

ধারণা করা হচ্ছে।

অ্যাডামসের পরবর্তী আদালতে হাজিরা ১ নভেম্বর নির্ধারিত রয়েছে এবং ডিসেম্বরে আরও একটি শুনানি হবে। যদিও তার আইনজীবীরা দ্রুত বিচার চেয়েছেন। তবে মামলা মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত গড়াতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আদালতে পরবর্তী শুনানিগুলোর ওপর নির্ভর করে অ্যাডামসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আরও দুর্বল হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

মেয়রকে সরাতে হোকুলের ওপর চাপ বাড়ছে

এদিকে নিউইয়র্কের বড় অংশের মানুষ মেয়র অ্যাডামসের পদত্যাগ চাইলেও, জরিপে দেখা গেছে যে ৬৩ শতাংশ মানুষ চান গভর্নর ক্যাথি হোকুল অ্যাডামসকে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু করুন। মেয়র অ্যাডামস যদি পদত্যাগ না করেন তবে গভর্নর হোকুলের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তাকে অপসারণের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। ইতোমধ্যেই গভর্নর হোকুল মেয়রের প্রশাসনে পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন।

গভর্নর হোকুল বলেছেন, আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি, সিটি হলে পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। মেয়র তার প্রশাসনের দায়িত্বশীল অবস্থান নিশ্চিত করবেন বলে আমরা আশা করি।

সিটি হলে অস্থিরতা: প্রধান কর্মকর্তাদের পদত্যাগ ও তদন্ত

মেয়র অ্যাডামসের বিরুদ্ধে চলমান অভিযোগের মধ্যে সিটি হলে অস্থিরতা বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি, নিউইয়র্ক সিটির স্কুল চ্যান্সেলর ডেভিড ব্যাঙ্কস তার পদ থেকে আগেভাগে সরে দাঁড়িয়েছেন। ব্যাঙ্কস বলেছিলেন, তিনি ডিসেম্বর পর্যন্ত থেকে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন। তবে মেয়রের সিদ্ধান্তে তার পদত্যাগের সময় দ্রুত এগিয়ে আনা হয়েছে। ব্যাঙ্কসের পদত্যাগকে অনেকেই সিটি হলে চলমান অস্থিরতার প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন।

এ ছাড়া মেয়রের ঘনিষ্ঠ দুই শীর্ষ কর্মকর্তা—ডেপুটি মেয়র শীনা রাইট (যিনি ব্যাঙ্কসের স্ত্রী) এবং ডেপুটি মেয়র ফর পাবলিক সেফটি ফিল ব্যাঙ্কস—তদন্তের মুখে রয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে তাদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে এবং তাদের ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনা সিটি হলে আরও চাপ বাড়িয়েছে এবং প্রশাসনে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে।

জনমন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও বিফলে যাচ্ছে

অ্যাডামসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি কমিউনিটির সমর্থন পেতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি অ্যান্টিক ব্যাপটিস্ট চার্চে উপস্থিত হয়ে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়াও ইহুদি সম্প্রদায়ের রোস হাসানাহ পালনের সময় তিনি ইস্ট সাইড সিনাগগে অংশ নেন। কিছু মানুষ তাকে সমর্থন জানালেও তার বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগগুলো তার জনপ্রিয়তা এবং প্রশাসনের স্থায়িত্বের ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে।

অ্যাডামসের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অ্যাডামসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো তার প্রশাসনের ভবিষ্যৎকে বড় ধরনের সংকটে ফেলেছে। জনমতের বিপুল বিরোধিতা, তদন্তের চাপ, এবং প্রশাসনের ভেতরে অস্থিরতার কারণে অ্যাডামসের জন্য আগামী দিনগুলো চ্যালেঞ্জপূর্ণ হতে পারে। তার আগামী আদালত শুনানিগুলো তার রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ মোড় আনতে পারে।

নিউইয়র্ক সিটির জনগণ এবং রাজনৈতিক মহলে মেয়র অ্যাডামসের অবস্থান নিয়ে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, তা তার প্রশাসনের ভবিষ্যতের ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

নিজেকে নির্দোষ দাবি অ্যাডামসের

অভিযোগ এবং জনমতের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়র অ্যাডামস প্রকাশ্যে তার অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং এই ধরনের অভিযোগগুলো মিথ্যা। আমার লক্ষ্য সবসময় নিউইয়র্ক সিটির মানুষের সেবা করা এবং এই শহরকে আরও উন্নত করা। আমি আদালতে আমার নির্দোষতা প্রমাণ করব এবং জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনব। এই শহরের উন্নয়নের জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি এবং আমার কাজ চালিয়ে যাব।

তিনি আরও করেন, আমি এই শহরের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছি এবং কোনো অন্যায় করিনি। আমি জানি, আমার বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সত্যি নয়। আমি নিউইয়র্কবাসীর কাছে আস্থাশীল থাকার আহ্বান জানাচ্ছি এবং আমি নিশ্চিত, আদালতেও আমার পক্ষেই রায় আসবে।

বেরোবিতে চাকরি পেলেন আবু সাঈদের বোন

ঢাকা ডেস্ক

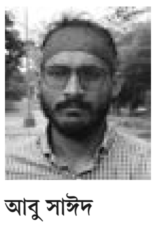

আবু সাঈদ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের গুলিতে নিহত আবু সাঈদের বড় বোন সুমি খাতুনকে চাকরি দিয়েছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) প্রশাসন। ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট (স্থায়ী) পদের বিপরীতে সেমিনার অ্যাটেনডেন্ট পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বুধবার (৯ অক্টোবর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যের আদেশে এক প্রজ্ঞাপনে সুমি খাতুনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এতে স্বাক্ষর করেন বেরোবির রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মো. তাজুল ইসলাম।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, 'আপনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে আপনাকে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এ ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট (স্থায়ী) পদের বিপরীতে সেমিনার অ্যাটেনডেন্ট পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হলো।'

প্রজ্ঞাপনে দেওয়া শর্তে বলা হয়, 'এই পদে যোগদানের তারিখ থেকে আপনার নিয়োগ কার্যকর হবে। আপনি জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী টাকা ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা স্কেলে বেতন ও অন্যান্য ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে গৃহীত ছাড়পত্র যোগদানের সঙ্গে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

'এ ছাড়া বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এ যোগদানের পর চাকরি হতে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি গ্রহণ করতে হলে আপনাকে ২ (দুই) মাসের অগ্রিম নোটিশ প্রদান করতে হবে অথবা ১ (এক) মাসের বেতন সমর্পণ করতে হবে।

আবু সাঈদের বোন সুমি খাতুন বলেন, 'যতটা খুশি হওয়ার কথা, ততটা খুশি না আমি। কারণ আবু সাঈদ ভাই আমাদের মাঝে নেই। আবু সাঈদের চাকরি পাওয়াটাই ছিল সবচেয়ে বড় আনন্দের খবর।'

আমি নির্বাচিত হলে কোন দ্বিধা-বিভক্তি থাকবেনা

শেষ পৃষ্ঠার পর

সভাপতি প্রার্থী বলেন, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থাকবে, কিন্তু সেটা যাতে প্রতিহিংসায় পরিণত না হয়। নির্বাচনে হার জিত আছে। আমি হারি কিংবা জিতি, চট্টগ্রাম সমিতিতে ছিলাম, আছি থাকব। চট্টগ্রাম সমিতি আমাদের প্রাণের সংগঠন। উত্তর আমেরিকায় বেশিরভাগ সংগঠন নিউইয়র্ক ভিত্তিক হলেও চট্টগ্রাম সমিতি কানাডা থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত বিস্তৃত।

মাকসুদুল হক চৌধুরী বলেন, আমার মূল লক্ষ্য হলো চট্টগ্রাম সমিতিতে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা। সবাইকে নিয়ে সংগঠন করব। চট্টগ্রাম সমিতিতে বিগত সময়ে দেখা গেছে, নির্বাচনের ৫-৬ মাসের মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যে দ্বন্দ্ব থেকে পরে কমিটি বিভক্ত হয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম অচল হয়ে যায়। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে কাজ করব।

তিনি আরও বলেন, আমি নির্বাচিত হলে যারা আমার বিপক্ষ প্যানেল থেকে নির্বাচন করছেন তাদের সকলকে নিয়েই আমি সংগঠন করব। চট্টগ্রাম সমিতিতে পুরো বছরে একবার মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে মেজবান ও বনভোজন ছাড়া তেমন কোন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়না। কিন্তু একটু সদিচ্ছা থাকলে গতানুগতিক এ আয়োজনের বাইরেও অনেকগুলো সেবামূলক কাজ আমরা করতে পারি।

> ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাকসুদুল হক চোধুরী বলেন, আমার কমিটির সাথে সমিতির যে কোন সদস্যের ভিন্নমত থাকতেই পারে। সংগঠন একক সিদ্ধান্তে চলবেনা। গণতান্ত্রিক উপায়ে সংগঠন পরিচালিত হবে।

বিগত কমিটিগুলোর নেতৃত্বের দুর্বলতার প্রসঙ্গ টেনে মাকসুদ আহমেদ বলেন, করোনাকালীন সময়েও শুধুমাত্র দ্বিধা-বিভক্তি ও দুর্বল নেতৃত্বের কারণে চট্টগ্রাম সমিতি কোন উল্লেখযোগ্য কাজ দেখাতে পারেনি। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া কিছু মানুষকে কবর বরাদ্ধ দেয়ার মধ্যেই চট্টগ্রাম সমিতির কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু মানবিক বিপর্যয়ের ঐ সময়টাতে যোগ্য নেতৃত্ব থাকলে সর্বোচ্চ সেবামূলক কাজ করা যেতো।

নতুন প্রজন্মের জন্য একটি বাংলা স্কুল, একটি আইটি স্কুল, মাসে অন্তত একদিন চট্টগ্রাম সমিতির ভবনে প্রবাসী বাঙালীদের জন্য কনস্যুলেট সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ করেন তিনি। ধারাবাহিকভাবে কুইন্স, ব্রুকলিন, পেনসেলভেনিয়া, কানেকটিকাটে এ কনস্যুলেট সেবার আয়োজন করা হবে বলেও জানান মাকসুদ।

তিনি আরও বলেন, আগামীতে ভাতৃত্ববোধ বজায় রেখে চট্টগ্রাম সমিতি নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। মাকসুদ মাসুদ প্যানেল নির্বাচনে জয়ী হলে এ কমিটিতে কোন দ্বিধা-বিভক্তি থাকবেনা। আমাদের মধ্য যদি কোন দ্বন্দ্ব হয়ও সেটা চার দেয়ালের বাইরে যাবেনা, আমরা টেবিলেই তার সমাধান করব বলে দাবি করেন তিনি।

ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাকসুদুল হক চোধুরী বলেন, আমার কমিটির সাথে সমিতির যে কোন সদস্যের ভিন্নমত থাকতেই পারে। সংগঠন একক সিদ্ধান্তে চলবেনা। গণতান্ত্রিক উপায়ে সংগঠন পরিচালিত হবে। সংখ্যাগরিষ্টের মত যেদিকে থাকে আমার কমিটি সে মতকেই প্রাধান্য দিবে। সেক্ষেত্রে আমার মত যদি বাস্তবায়ন না হয় তাতে আমার কোন কষ্ট থাকবেনা। সভাপতি হিসেবে আমার কমিটির সংখ্যাগরিষ্ট যে মত দিবে তা আমি বাস্তবায়ন করেতে বদ্ধপরিকর।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনে মাকসুদ-মাসুদ ও তাহের-আরিফ দুটি প্যানেলে মোট ৩৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবারের নির্বাচনে সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ২ হাজার ৮৯৪ জন। সাধারণ ভোটার ২ হাজার ৬৬৩ জন এবং লাইফ মেম্বার ২৩৩ জন।

অভিবাসীদের সাহায্য করে বিপুল আনন্দ

শেষ পৃষ্ঠার পর

জার্মানির ব্যাংক ডয়েচ-এ ২০ বছরের উপরে একাউন্টিং এর অভিজ্ঞতা রয়েছে। বর্তমানে তিনি পেটারসন শহরের স্কুল বোর্ডের কমিশনার। অনুষ্ঠানে পেটার্সনের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন মোহাম্মদ রাশিদ। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলেন সোহানা নাজনীন এবং পরিচালনায় ছিলেন এইচ বি রিতা।

শুরুতেই একজন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট হিসেবে নিজ অভিজ্ঞতা জানতে চান সোহানা নাজনীন। মোহাম্মদ রাশিদ বলেন, "প্রথমেই জানতে হবে কমিউনিটি কাদেরকে নিয়ে গঠিত হয়। আমরা সমাজবদ্ধ মানুষ, একে অপরেকে ছাড়া থাকতে পারি না। ১৯৯৯ সালে যখন আমেরিকায় আসি তখন পেটার্সন বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা ছিল না। আমার মতে কমিউনিটি এক্টিভিস্ট হতে হলে প্রথমে কাউকে স্বেচ্ছায় কাজ করতে হবে। নিজ ইচ্ছায় মানুষকে সময় দিতে হবে। আমি যা বিশ্বাস করি তা হল আমার জন্ম শুধু খেয়ে-পরে জীবন পার করা নয়, আমাকে কাজ করতে হবে, এমন কাজ করতে হবে যার মাধ্যমে আমি মনে শান্তি পাবো, আনন্দ লাভ করবো। আমরা বাঙালিরা এই দেশে এসেছি আমাদের সন্তানদের একটা উন্নত জীবন দেবার জন্য। কমিনিউনিটি এক্টিভিস্টের পাকাপোক্ত পেশা থাকতে হবে, সময় থাকতে হবে। আমি কমিউনিটির সাথে কাজ করে মনে আনন্দ পাই।"

পেটার্সনের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে মোহাম্মদ রাশিদ বলেন, "আমাদের কমিউনিটির শিশুদের শিক্ষার মান উন্নয়নে আমাদের ভূমিকা রয়েছে। পূর্বের ভয়ঙ্কর বন্যার কারণে পেটার্সনকে সিঙ্ক সিটি বা ডুবন্ত নগর বলা হয়। এখানে ইটালিয়াল মানুষ থাকলেও আশির দশকে বাঙালিরা আসতে শুরু করে। তারা বেশির ভাগই কারখানায় কাজ করতো। কিন্তু বর্তমানে তাদের সন্তানেরা খুবই ভালো অবস্থানে আছে। এখানে বসবাসরত বাঙালিদের তথ্য সংগ্রহ আমার কাজ। আমি দেখেছি পেটার্সনের স্কুলগুলোতে মেধা তালিকায় বাঙালিরা এগিয়ে আছে। এর কারণ হচ্ছে বাঙ্গালি অভিভাবকদের সচেতনতা এবং স্কুলের সাথে যুক্ত থাকা। পেটার্সনে নানান জাতের মানুষের বসবাস। সারা আমেরিকার এমনকি সারা পৃথিবীর খাদ্য এই পেটার্সনে পাওয়া যায়। এখানের স্কুলে পড়ালেখার মান খুবই উন্নত, আমি নিবিড় ভাবে কাজ করছি যেন বাঙালির সন্তানেরা এগিয়ে থাকে। ডিবেটিং ক্লাব চালু করেছি, ম্যাথস কিংবা সাইন্সে সমস্যা থাকলে তার সমাধান বের করেছি। যদি কেউ স্কুল ড্রপ করে থাকে তবে তার কারণ খুঁজে বের করে সমাধানের চেষ্টা করি। কেউ যদি ধারণা করে যে পেটার্সনে পড়ালেখার মান ভালো না, তাহলে আমি সেকথা স্বীকার করবো না। আমরা অনুদানের জন্যে চেষ্টা করি। কারণ প্রতিটা ছাত্রের খাদ্য, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, মানসিক স্বাস্থ্য, সবকিছুই জন্যেই ফান্ডিং বা গ্র্যান্টের দরকার হয়।"

মোহাম্মদ রাশিদ কমিউনিটির মানুষের সাথে যোগসুত্র বজায় রেখেছেন। কমিউনিটির মানুষদের যে কোনো সাহায্য সহযোগিতা পরামর্শ এমনকি তথ্যসূত্র সর্বরাহেও পাশে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তিনি। এসব অভিজ্ঞতা নিয়ে মোহাম্মদ রাশিদ জানান, " বাংলাদেশ থেকে আগতদের ২০% মানুষ এদেশের সাথে মানিয়ে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসে না। অনেকেই সাগরের মাঝে এসে পড়ার মতো অবস্থা হয়। আমি মনে করি সঠিক তথ্য সরবরাহ একটা শক্তির মতো কাজ করে। অনেকেই আমাদের খবর সংগ্রহ করে এদেশে আসে। তখন তাদের দায়িত্ব আমাদের উপরে বর্তায়। নতুন যারা এদেশে আসেন তাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড বের করা, স্বাস্থ্য কার্ড বের করা, আবাসন ও ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে দেওয়া, সুপার মার্কেট চিনিয়ে দেয়া, বাস-ট্রেনের খবর দেয়া, এসব তথ্য দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করাই আমাদের দায়িত্ব বলে মনে করি। অনেক শিক্ষিত মানুষ এদেশে এসে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। আমরা তাদেরকে বোঝাই, সম্ভবনার এই দেশে অনেক সুযোগ আছে, সেগুলো কাজে লাগানো উচিত। আমি বলবো যারা আট-দশ বছর যাবত এদেশে আছে তারা যেন স্বার্থপরের মতো ঘরবন্দী না থেকে নতুন অভিবাসীদেরকে অনুপ্রেরণা দেন। অনেক মেধাবী মহিলা আছেন যারা সংসার এবং সন্তান পালনের জন্য ঘরেই থাকেন। তারা যেন অল্প সময়ের জন্যে হলেও বাইরে কাজ করেন। আমাদের ধর্মেই বলেছে যে তোমার মাঝে যে জ্ঞান আছে তা সমাজের সর্বস্তরে বিলিয়ে দাও। এজন্যে আমাদেরকে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। ইংরেজীটি ভালোকরে বলতে শিখতে হবে, শুনে বুঝতে হবে। পাশাপাশি টেকনোলজি সম্পর্কেও জানতে হবে।"

> আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পার্থক্য সম্পর্কে জানতে চাইলে মোহাম্মদ রাশিদ বলেন, "অবশ্যই দুই জায়গার স্কুল সিস্টেমে এবং পড়ালেখায় রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। বাংলাদেশের শিক্ষা সিস্টেমে অনেক পরিবর্তন আসলেও পুরনো রীতিগুলো এখনো রয়ে গেছে। বাংলাদেশের শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে অভিজ্ঞ মানুষকে নিয়োগ দেয় কম।

আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পার্থক্য সম্পর্কে জানতে চাইলে মোহাম্মদ রাশিদ বলেন, "অবশ্যই দুই জায়গার স্কুল সিস্টেমে এবং পড়ালেখায় রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। বাংলাদেশের শিক্ষা সিস্টেমে অনেক পরিবর্তন আসলেও পুরনো রীতিগুলো এখনো রয়ে গেছে। বাংলাদেশের শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে অভিজ্ঞ মানুষকে নিয়োগ দেয় কম। এখানে ছাত্ররা টুয়েল্ভ গ্রেড পার হলেই বিভিন্ন রকমের ইন্টার্নশিপ করে। ছোট বেলাতেই বাচ্চাদের হাতে কম্পিউটার দেয়া হচ্ছে, আধুনিক টেকনোলজি শেখানো হচ্ছে। আমি বলবো শিক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকে আমেরিকা অনেক এগিয়ে আছে। এখানে ছাত্রদের অভিভাবকরাও পড়ালেখার ব্যাপারে জড়িত থাকেন।"

এই বিষয়ে এইচ বি রিতা তার মতামত নিয়ে যুক্ত হোন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ভঙ্গুর। ছোট ছোট বাচ্চাদেরও টিওশনে নিতে হয়, অনেক বাবা মায়ের জন্য যা ব্যয়বহুল। কার সন্তান কত বেশি ভালো ফলাফল তুলবে সে প্রতিযোগীতা তো আছেই। প্রাইভেট টিউটরের খরচ যোগাতে অনেক বাবা-মা কে হিমশিম খেতে হয়। একারণে আয়ের ক্ষেত্রে সৎ থাকতে পারেন না অনেকেই। পড়াশোনায় প্রতিযোগীতা, বাড়তি টিওশন ফি-এইসব মানসিক চাপ তৈরি করতে যথেষ্ট। আমাদের এখানে বাচ্চাদেরকে ক্লাসেই আধা হোমওয়ার্ক মাথায় ঢুকিয়ে দেন শিক্ষকরা। তাই তাদের টিওটর দরকার হয়না। কিছু ব্যতিক্রম আছে সেটা ভিন্ন বিষয়। যদি বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদেরকে পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া যেত তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসতো। আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মনোবিজ্ঞান। শিক্ষক যদি মনোবিজ্ঞান অধ্যায় না করে তাহলে সে একজন বাচ্চার মন ও ব্রেইন ফাংশনিং কিভাবে বুঝবে? একটা বাচ্চা কেন বিরূপ আচরণ করছে, কেন পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না, পরিবারে সে কি নিরাপদ কিনা, কোনো অযত্ন বা সঙ্কটে আছে কিনা-এইসব অবশ্যয়ই বাচ্চাদের মনে প্রভাব ফেলে যার কারণে অনেক বাচ্চারা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে। এগুলোর ব্যাপারেও ভাবতে হবে বাংলাদেশের শিক্ষা বিভাগকে।"

একটি শিশুর লালনপালনের শুরুটাতে বাবা মা'র ভূমিকা থাকে অপরিসীম। এই কথার সাথে একাত্মতা পোষণ করে মোহাম্মদ রাশিদ বলেন, "বাবা-মা হচ্ছেন একজন শিশুর প্রথম শিক্ষক। ছোট্ট বাচ্চারা একতাল কাদা মাটির মতোই নরম থাকে। সেই নরম মনের শিশুদেরকে মনমতো গড়ে নেওয়া যায়। তাই বাচ্চাদের সামনে বাবা-মা'র ঝগড়া করা, অন্যকে মন্দ কথা বলা, অন্যের সাথে অশোভন আচরণ সবই তাদের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। ছোটবেলায় বাচ্চাদের সামনে আচরণগত ভুল করা যাবে না। বাবা মায়ের মধ্যে ভালোবাসা, সম্মান থাকতে হবে, সন্তানদের সামনে সেটা দেখাতে হবে। তারা বড় হবার সাথে সাথে নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি, পারিবারিক ইতিহাস পরিমিত ভাবে শেখাতে হবে। আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ ও শেখাতে হবে। শুধুমাত্র শিক্ষ্যাগত যোগ্যতায় নয়, আমাদের সন্তানদেরকে একজন ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।"

মোহাম্মদ রাশিদ সুযোগ পেলে গান করেন, কবিতা আবৃত্তিও করেন। শিল্প সংস্কৃতি জগতে জড়িত আছেন তিনি, মোহাম্মদ রাশিদ এই ব্যাপারে বলেন, "গানের ব্যাপারে আমার কোন প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা নেই, আমি মনের আনন্দেই গান করি। বাংলা শব্দ সংরক্ষণ করা আমার খুব প্রিয় একটা কাজ, জীবনে প্রচুর বই পড়েছি, এখনো পড়ছি। গান-কবিতা- আবৃত্তি-নৃত্য, এগুলো সব মনের খোরাক। প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব কিছু স্মৃতি থাকে যেখানে সে বারবার ফিরে যেতে চায়। এখন আমরা বর্তমান দায়িত্বের খাঁচায় আটকে গেছি। গান কবিতা আমাদেরকে সেইসব সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।"

গত ২৮ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ রাশিদের আয়োজনে অনেকেই মিলিত হয়েছিলেন পেটার্সনে। চমৎকার অতিথিয়েতা ও আন্তরিকতায় উপভোগ্য ছিল সেদিনের আয়োজন। বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায় সবার উপস্থিতি ছিল ভালো লাগার মতো। মোহাম্মাদ রাশিদ পুরো টিমের স্পিরিট নিয়ে প্রশংসা করেছেন। সেখানে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। মোহাম্মদ রাশিদ চান এই কাজ অব্যাহত থাকুক।

এসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমেই সেদিনের 'টক অফ দ্য উইক' আলোচনা পর্বটি শেষ করেন সোহানা নাজনীন। প্রথম আলো ইউএস-ফেসবুক পেইজে 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানটি প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় সরাসরি লাইভে সম্প্রচার হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক সম্মাননা পেল বাংলা

শেষ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন কথা সাহিত্যিক নিপুণ আলম ও নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন কথা সাহিত্যিক অনিরুদ্ধ আলম।

কথা সাহিত্যিক নিপুণ আলম আমেরিকা ও অনিরুদ্ধ আলম এই কথা সাহিত্যিক ভ্রাতৃদ্বয় দীর্ঘ সময় যথাক্রমে আমেরিকা ও কানাডা প্রবাসী। তবে তাঁদের সৃষ্টিশীল বাংলা সাহিত্য নির্ভর সাধনা এবং সম্প্রতি চলচ্চিত্র নির্মাণ উদ্যোগের অভাবনীয় সাফল্যের দিক হতে সহজে অনুমেয় তাঁরা হৃদয়ে ধারণ করেছেন বিশুদ্ধ দেশাত্মবোধ। তাঁদের মেধাঋদ্ধ সৃষ্টিশীলতা ও একনিষ্ঠতায় নির্মিত সিনেমাটি বাংলা দেশের চিত্রজগতের জন্য যে বিরল সম্মাননা বয়ে এনেছেন তা সত্যি প্রশংসার দাবিদার ।

নিপুণ আলম ও অনিরুদ্ধ আলম'একটি আলাপচারিতায় তাঁদের চলচ্চিত্র টির আঙ্গিক বিষয়গত কয়েকটি বৈশিষ্টর উল্লেখযোগ্য দিক উত্থাপন প্রসঙ্গে বলেন 'বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্য (উত্তরবঙ্গেরর একটি বিশেষ এলাকার আঞ্চলিকতা-সংশ্লিষ্ট), বাউল-সম্প্রদায়ের দার্শনিক জীবনবোধ, শহুরে জীবনের টানাপোড়েন, রাজনৈতিক অস্থিরতার জের, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-ইতিহাসের যোগসূত্রে জীবনবোধের উত্তরণ, দেশপ্রেম, প্রবাসজীবনের প্রতি মোহকাতরতা, পারিবারিক জীবনে ভুল-বোঝাবুঝির অবকাশে বেড়ে-ওঠা একটি শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ইত্যাদি প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে 'এক চিলতে জল'-এর কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে।

সমগ্র সিনেমাটিতে অভিনয়ের পারদর্শিতা ,দক্ষতা , প্রাসঙ্গিক দিক নির্দেশনা , মানব মনস্তত্ব , পরবাসী জীবনের প্রতি মোহকাতরতা আর সহ বাংলাদেশের ইতিহাস এবং গ্রামীণ সমাজের সফল স্বরূপ সুন্দর এবং পরিচালক ও কলাকুশলী রা হৃদয়গ্রাহী ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

সিনেমাটির মূলকাহিনীর ভেতরে স্থান-পাওয়া ছোট-ছোট গল্প মেদহীন এবং প্রাসঙ্গিক ট্রানজিশনের মাধ্যমে সুসমন্বিত, সম্পর্কযুক্ত ও সুসংগঠিত হয়েছে। সিনেমাটিতে আঞ্চলিকতার মূলস্বাদ যাতে সব-ধরনের দর্শক সঠিকভাবে আস্বাদন করতে পারে, সে-জন্যে সকল সংলাপ পরিপাটি এবং যথাযথ ইংরেজিতে অনুবাদ করে সাবটাইটেল হিসেবে দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য 'এক চিলতে জল'-এর সংলাপগুলো সংযোজনের এবং নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিকতার মৌলিকত্বকে যথাযথভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে l মুভিটির চিত্রায়ন এবং গ্রাফিক্স-সম্পাদনার ক্ষেত্রে ধ্রুপদী-ঘরানার একটি আমেজ সফলভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই ছবিটিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রোজী সিদ্দিকী, এস আলী সোহেল, নিয়াজ তারিক, সঞ্চিতা দত্ত, সুজন হাবিব, হিল্লোল সরকার, শেখ আবিদ আর রাফি, জুয়েল শরীফ, তানজিনা সুমি, সাদিকা মালিহা সখ প্রমুখ। টাইটেল সং এ কণ্ঠ দিয়েছেন বাংলাদেশ ও কানাডার জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শহীদ খোন্দকার টুকু এবং সঙ্গীতটির মিউজিক-পরিচালক ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত-পরিচালক জাহিদ হোসেন। এছাড়া বিভিন্ন গানে কণ্ঠ দিয়েছেন এস আলী সোহেল। প্রতিটি গানই এক কথায় শ্রুতিমধুর এবং হৃদয়স্পর্শী ।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলার সংস্কৃতি ,গ্রামীণ কৃষ্টি এবং জীবনে বোধের আলোকে সুন্দর রুচিশীল এই সিনেমা নির্মাণের মাধ্যম এই বিরল সম্মাননা প্রাপ্তি তে পরিচালক বৃন্দের ও এই সিনেমার সাথে সংশ্লিষ্ট অভিনয় শিল্পী এবং কলাকুশলীদের আগামীর সফল অগ্রযাত্রায় আমাদের শুভ কামনা ।

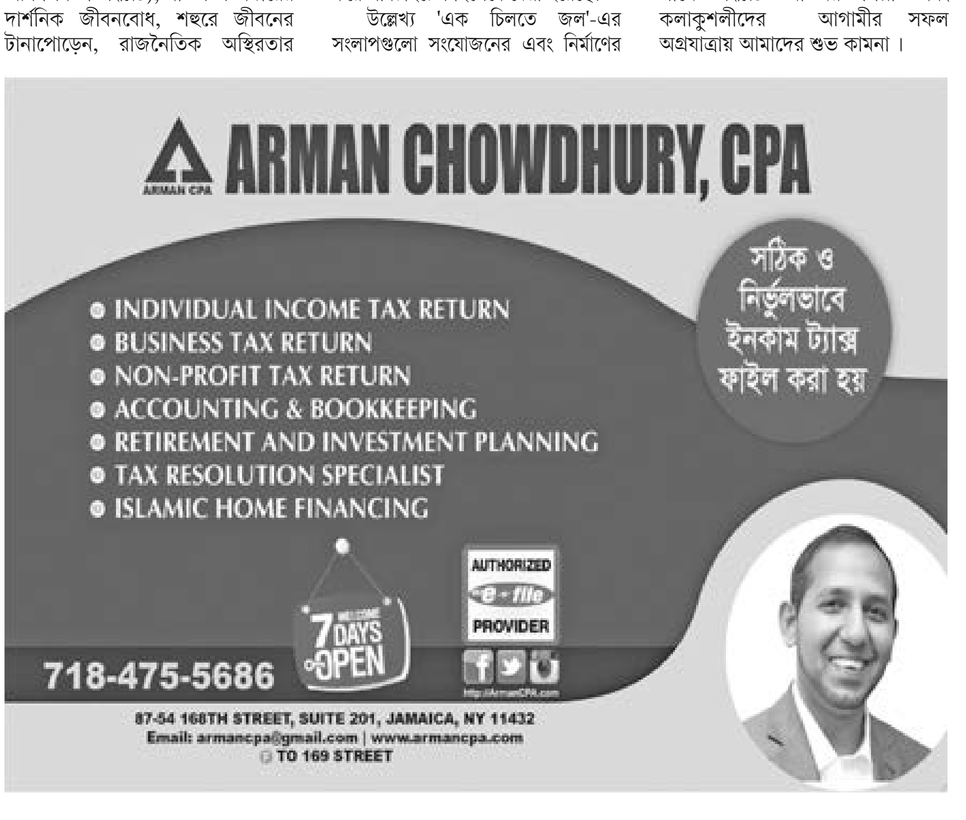

ট্রাইব্যুনালে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু আগামী সপ্তাহে

জুলাই-আগস্টের গণহত্যা

ঢাকা অফিস

হাইকোর্টের নতুন ২৩ বিচারপতির মধ্যে অন্তত দুজন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যুক্ত হতে পারেন। এ নিয়ে যে কোনো সময় প্রজ্ঞাপন হবে বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর। আর আগামী সপ্তাহে শুরু হতে পারে আন্দোলনে গণহত্যাসহ ৬০টি অভিযোগের বিচারপ্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতে, টিনশেড স্থাপনা থেকে ট্রাইব্যুনালের মূল ভবনে এজলাস সরাতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং আওয়ামী লীগের আমলে গুমের ঘটনায়, ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের হয়েছে প্রায় ৬০টি। কিন্তু বিচারক নিয়োগ না হওয়ায়, থমকে আছে বিচার প্রক্রিয়াসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ।

তবে আর সময় নষ্ট করতে চায় না সরকার। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম জানান, যে কোনো সময় বিচারক নিয়োগের প্রজ্ঞাপন হবে। হাইকোর্টে নতুন নিয়োগ হওয়া বিচারকদের মধ্যেই কয়েকজন যেতে পারেন ট্রাইব্যুনালে।

চিফ প্রসিকিউটর আরও জানান, বিচারের আন্তর্জাতিক মান রক্ষা এবং আসামি ও বিচারকদের সুযোগ-সুবিধার জন্য, ট্রাইব্যুনালের মূল ভবনের সংস্কার চলছে দ্রুত গতিতে। ভবনটিকে বিচার শুরুর উপযোগী করে তুলতে পূর্ত বিভাগকে দুই থেকে তিন সপ্তাহ সময় দিয়েছে মন্ত্রণালয়।

ইমিগ্রেশন ইস্যু নিয়ে নির্বাচনি প্রচারণার

শেষ পৃষ্ঠার পর

আসতে পারছেন না। উপরন্তু মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিতি আমেরিকার মুসলমানদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। ইসরাইলের পক্ষে বাইডেন সরকারের একাট্টা অবস্থানের জবাব দেখা যাবে আসছে নির্বাচনে। অনেক মুসলমানই এবারে ডেমোক্র্যাটদের উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুইং স্টেট, বিশেষ করে মিশিগানের মতো রাজ্যে মুসলমানদের ভোট কামালা হারিসের পরাজয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

অভিবাসীবিরোধী বক্তব্য দিয়ে ক্রমাগত তোলপাড় সৃষ্টি করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির এই প্রার্থীর দাবি, খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হাজারো অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে ‘খারাপ জিন’ ছড়াচ্ছে। ৭ অক্টোবর সোমবার একটি রেডিওতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন। সাক্ষাৎকার নেন রেডিও টক শো উপস্থাপক হিউ হিউইট। এ সময় মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের অভিবাসননীতির কড়া সমালোচনা করেন তিনি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়েছে ১৩ হাজার খুনি। তারা দেশটিতে সুখে–শান্তিতে বসবাস করছে। ট্রাম্পের এ মন্তব্য মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (আইসিই) তথ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। হোয়াইট হাউস তাৎক্ষণিকভাবে এ মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব কারিন জ্যঁ-পিয়েরে বলেন, এ ধরনের ভাষা অত্যন্ত ঘৃণ্য, জঘন্য, ভুলে ভরা। আমাদের দেশে এর কোনো স্থান নেই। বিভিন্ন সমালোচক বলেছেন, অভিবাসীদের বলির পাঁঠা বানানো এবং জাতিগত পক্ষপাতের লম্বা ইতিহাস রয়েছে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের।

সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও রাজনীতি বিশ্লেষক মিখাইল ম্যাকফাউল লিখেছেন, এটি (ট্রাম্পের বক্তব্য) যেন নাৎসিবাদী জার্মানিরই প্রতিধ্বনি করেছে।

আইসিইর দেওয়া তথ্যে দেখা গেছে, সংস্থাটির তালিকাভুক্ত খুনের দাগি আসামি ১৩ হাজার ৯৯ জন। তবে তাঁদের অনেকেই বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী অবস্থায় আছেন। অন্যরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন কয়েক বছর বা দশক আগে।

আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্প ও কমলার মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প বলেছেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে চান। তিনি অনিবন্ধিত অভিবাসী ও অনুপ্রবেশকারীদের সমালোচনাও করেছেন।

গত মাসে এক সমাবেশে ট্রাম্প বলেন, কমলা হ্যারিসকে হোয়াইট হাউসের সীমান্তনীতির জন্য বিচারের আওতায় আনা উচিত। ধর্ষণ, লুটপাট, চুরি, লণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের জন্য অনিবন্ধিত অভিবাসীদের ‘পশু’ বলা ডাকা উচিত বলেও মন্তব্য করেন সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, ‘তারা আপনার রান্নাঘরে ঢুকে আপনার গলায় ছুরি চালিয়ে দেবে।’ ট্রাম্প হাইতি থেকে বৈধ বাসিন্দাদের নির্বাসনের হুমকিও দিয়েছিলেন। তাঁরা ওহাইওতে পারিবারিকভাবে পোষা প্রাণী খেয়ে ফেলেন বলে বিতর্কিত দাবির পুনরাবৃত্তিও করেন তিনি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কোনো সাবেক প্রেসিডেন্ট যিনি অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। গত বছরের ডিসেম্বরে তিনি দাবি করেন, অভিবাসীরা ‘আমাদের দেশের মাটিকে বিষাক্ত করে তুলছে।’ এ মন্তব্যের জন্য সে সময় তাঁকে অ্যাডলফ হিটলারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল। ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়ার হার রেকর্ড মাত্রায় বেড়ে যায়। দেশটির অনেক ভোটারের কাছে অভিবাসনসংক্রান্ত সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
OLD CLUB MAN
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

NABANNO
RESTAURANT & PARTY CENTER
حلال
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Thinking of
BUYING
SELLING
INVEST, RENT
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050

- Residential
- Commercial
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
917-631-5050

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com

EXIT REALTY PRIME
REBNY MLS
Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
Reg.No.C-187784
বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়
বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা
বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা
ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট,
ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.
917-631-5050

USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542

Email: RealtorMijan@gmail.com

রিসেট বাটন: ড. ইউনূস এর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা সর্বত্র

এইচ বি রিতা

সম্প্রতি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে আসার পর ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মার্কিন সংবাদমাধ্যম ভয়েস অব আমেরিকাকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারটি ছিল ইংলিসে ১৯ মিনিটের, মোডারেট, সোমিনী সেনগুপ্ত

আন্তর্জাতিক জলবায়ু সংবাদদাতা। সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে কথা বলেন। সেই সময় তিনি "রিসেট বাটন" এর ধারণাটি উল্লেখ করেন। এর পরই তর্ক-বিতর্ক এতদূর গড়িয়ে যায় যে অনেকেই তাদের ফেসবুক পোস্টে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে লিখতে শুরু করেন 'স্টেপ ডাউন ইউনূস'। সামাজিক মাধ্যমে ড. ইউনূসের নামে চলমান এই সমালোচনায় বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থকদের বড় সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে। তাঁর এই সাক্ষাৎকারের কিছু খণ্ড খণ্ড অংশ সংবাদমাধ্যমও ছেপেছে।

গত ৫ অগাস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশত্যাগ ছিল বাংলাদেশে একটি নাটকীয় রাজনৈতিক পালাবদলের সূচনা। এর পরপরই প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সমর্থন নিয়েই গত ৮ অগাস্ট তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন। শপথ নেওয়ার পর থেকে বিরোধীপক্ষ তাঁকে নিয়ে নানা নেতিবাচক প্রচারণা চালাতে থাকে, বিশেষত 'ব্যর্থ অন্তর্বর্তী সরকার' হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। ড. ইউনূস দায়িত্বে আসার পর যখন কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে সহিংসতায় হাসপাতালগুলোতে শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের মৃত্যু চলমান(যা এখনো চলমান), তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যালঘু নির্যাতন, ডাকাতি, এবং ভাস্কর্য ভাঙচুরের মতো অপরাধমূলক কার্যক্রমগুলো হঠাৎ করেই পুনরায় শুরু হয়। এমন উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝেই দেশের কয়েকটি জেলা বন্যা কবলিত হলো, যার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি তীব্র হয়ে ওঠে। বিদেশি ঋণের বোঝা ইতিমধ্যেই এই অন্তর্বর্তী সরকারের কাঁধে এসে পড়েছিল। ড. ইউনূস সরকারকে এই বিপর্যয় ও ঋণ মোকাবিলায় সংকটময় সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা, এবং অর্থনৈতিক দুর্দশা এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

এই পরিস্থিতিতে দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে নানা মহলে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাক্ষাৎকারটি, যেখানে তিনি "রিসেট বাটন" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তা পুরোপুরি প্রকাশ না করায় এবং মূল বক্তব্যের প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত অনুবাদিত অংশ প্রকাশিত হওয়ায় অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে মূল প্রশ্ন-উত্তরের প্রসঙ্গ উপেক্ষা করে যে তিন/চারটি বাক্য কেটে ছাপানো হয়েছে, তা তার বক্তব্যের মূল সুর ও অর্থকে পরিবর্তন করেছে। এই খণ্ডিত ও ভুলভাবে উপস্থাপিত অংশের ফলে অনেক পাঠক প্রকৃত বক্তব্যের গভীরতা বুঝতে না পেরে সমালোচনার ঝড় তুলেছেন। যদি ড. ইউনূসের পুরো বক্তব্য প্রকাশিত হতো, তাহলে সম্ভবত এত বড় বিতর্ক তৈরি হতো না। সাক্ষাৎকারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার মন্তব্যের ধারাবাহিকতা এবং প্রসঙ্গ বোঝার জন্য পূর্ণ বিবরণ প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, আওয়ামী লীগ সমর্থকরা ড. ইউনূসকে নিয়ে বিরোধিতায় তৎপর এবং এই ছোট খণ্ডিত অংশ তাদের জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। দুঃখজনকভাবে, অনেক আইনজীবী, অভিনেত্রী, ও শিক্ষিত ব্যক্তিত্বও ড. ইউনূসের পুরো ১৯ মিনিটের সাক্ষাৎকার মনোযোগ দিয়ে শোনার প্রয়োজন মনে করেননি। তারা সাক্ষাৎকারের পুরো বিবৃতি শোনে তা থেকে সঠিকভাবে বাংলা অনুবাদ করে নেয়নি। এই ভুলবোঝাবুঝির ফলে সামাজিক মাধ্যমে তারা ড. ইউনূসের মন্তব্যের বিকৃতি ঘটিয়ে উপস্থাপন করেছেন। এখানে একটি বড় লজ্জার বিষয় হলো, এসব ব্যক্তিরা ড. ইউনূসের বক্তব্যের প্রকৃত মানে বোঝার চেষ্টাও করেননি। ফলে, তার ভাষণের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলা'র মতো অপ্রাসঙ্গিক এবং বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যা তার আসল বক্তব্যের সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে, "প্রথমে স্বীকার করতে হবে যে ছাত্ররা বলেছে, আমরা 'রিসেট বাটন' পুশ করেছি; এভ্রিথিং ইজ গন; অতীত নিশ্চিতভাবে চলে গেছে। এখন নতুন ভঙ্গিতে আমরা গড়ে তুলবো। দেশের মানুষও তা চায়। সেই নতুন ভঙ্গিতে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সংস্কার করতে হবে।"

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "We don't want to go back to what has happened to Bangladesh until of August 5 this year. So it's the way they express it is that 'we push the reset button, done. Build a new Bangladesh. So we are not inheriting things from our past. We build it completely new!'

ড. ইউনূস তার বক্তব্যে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি চাননি। তাঁর "reset button" ব্যবহার মূলত এই সময়ের (until August 5, this year) সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কথা বোঝায়, যেখানে ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভয়াবহ সহিংসতা এবং অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা ছিল। ছাত্ররাই এই ভয়াবহ পর্বটিকে পিছনে ফেলে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'reset button' চাপার কথা বলেছিল।

ড. ইউনূস তার মন্তব্যে, "এভ্রিথিং ইজ গন/ অতীত নিশ্চিতভাবে চলে গেছে" এমন মন্তব্য করেননি। তিনি 'Done' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, 'everything is gone' বলেননি। 'Done' এবং 'everything is gone' এর মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। যখন কেউ "done" শব্দটি ব্যবহার করে, সেটি সাধারণত বোঝায় যে কোনো কাজ বা প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে, সম্পন্ন হয়েছে বা আর কিছু করার নেই। এটি একটি শেষ প্রক্রিয়া বা নির্দিষ্ট কিছুর সমাপ্তি বোঝায়।

Everything is gone-এটি বোঝায় যে সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে বা চলে গেছে, মুছে গেছে। অর্থাৎ, যা কিছু ছিল, তা আর নেই—সব কিছু হারিয়ে গেছে। ড. ইউনূস 'Done' বলতে বুঝিয়েছেন, ৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো শেষ হয়েছে, এবং তিনি এই সময়ের ভয়াবহতা থেকে বেরিয়ে নতুনভাবে দেশ গড়ার কথা বলেছেন। এটি স্পষ্ট যে, তার মন্তব্যকে বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং 'everything is gone' বলতে যে ধারণা দেয়, তা তার আসল বক্তব্যের সঙ্গে খাপ খায় না।

এখানে 'reset button' বলতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার কোনো ইঙ্গিত নেই। বরং এটি ২০২৪ সালের অস্থির পরিস্থিতিকে সংশোধন করে একটি নতুন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতিফলন। সাক্ষাৎকারে এর পরের বাক্যে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, "আমাদের জন্য সংস্কারই হলো প্রতিটি খাতে একটি বিশাল কর্মসূচি কারণ আমরা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঠামো উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি(অর্থাৎ হাসিনা সরকার থেকে) আমাদের নীতি-নির্দেশনাগুলোও বিধ্বস্ত হয়েছে। তাই আমাদের সবকিছু নতুনভাবে গড়তে হবে, নতুন আকারে, নতুন ফরম্যাটে।" এটি বোঝায় যে তিনি ২০২৪ সালের সরকারের ব্যর্থতা এবং সেই সময়কার ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থার কথা বলছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলা নয় বরং বর্তমান অবস্থা থেকে বেড়িয়ে একটি নতুন পথ অনুসরণের আহ্বান ছিল।

সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস এর সম্পূর্ণ বক্তব্য বুঝতে, তার প্রতি কি প্রশ্ন ছিল, তিনি কি বলেছেন জবাবে, এর বাংলা সহ উপস্থাপন করলাম।

সোমিনি সেনগুপ্তা প্রশ্ন(ইংলিশে)

Somini Sengupta: You have inherited what you've called a revolutionary transition, you're tasked with restoring order, restoring the economy, creating jobs for the young people who were out on the streets, demonstrating accountability but all of this amid a climate crisis, how do you do that? Does it require a fundamental rethinking of how a country like yours prospers on a hotter Planet?

(সোমিনি সেনগুপ্তা প্রশ্ন-বাংলা: আপনি একটি বিপ্লবী পরিবর্তন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন, যেখানে আপনাকে শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন, অর্থনীতি পুনর্গঠন এবং রাস্তায় আন্দোলনকারী তরুণদের জন্য চাকরির সুযোগ তৈরি করা সহ জবাবদিহিতা প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করতে হবে, তাও জলবায়ু সংকটের মধ্যে। আপনি কীভাবে এই কাজটি করবেন? এই প্রক্রিয়ায় কি এমন কোনও মৌলিক পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে যা আপনার দেশের উন্নতি করতে পারে, বিশেষ করে উত্তপ্ত এবং ক্রমবর্ধমান জলবায়ু সংকটের মধ্যে?)

অধ্যাপক ইউনূস উত্তর(ইংলিশে): Well thank you for raising that question. We don't have the word start we said reform. The whole theme of the government that we inherited from the student movement and the student revolution that just took place which brought us into the power is reform. We don't want to go back to what has happened to Bangladesh until of August 5 this year. So it's the way they express it is that 'we push the reset button, done . Build a new Bangladesh. So we are not inheriting things from our past. We build it completely new. So that's the task reform is the big agenda for us in every sector because we have inherited devastated economy, devastated institution, destroyed structures everywhere policies. So we have to go build again in a new form new format. So this is the period that we go through the reform. Once the reform agenda is done then we go for the election and have the new government come in.

(অধ্যাপক ইউনূস উত্তর-বাংলা: আপনার প্রশ্নটির জন্য ধন্যবাদ। আমরা "শুরু" শব্দটি ব্যবহার করছি না, আমরা "সংস্কার" শব্দটি বলছি। সরকারের মূলমন্ত্র হল সংস্কার যা আমরা ছাত্র আন্দোলন এবং ছাত্র বিপ্লব থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি, এটাই আমাদের ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। আমরা ৫ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে যা ঘটেছিল, তাতে ফিরে যেতে চাই না। তারা(ছাত্ররা) বলছে যে, 'আমরা রিসেট বাটন চেপেছি, কাজ শেষ, একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ব।' আমরা আমাদের অতীত থেকে(যা বিগত সরকার ১৫ বছরের শাসনকালে করে গেছেন) কোনো কিছু উত্তরাধিকার হিসেবে নিচ্ছি না। আমরা সব কিছু সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি করব। কাজেই সংস্কারই হলো আমাদের জন্য প্রতিটি খাতে একটি বিশাল কর্মসূচি কারণ আমরা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঠামো উত্তরাধিকারসূত্রে(বিগত সরকার থেকে) পেয়েছি। আমাদের নীতি-নির্দেশনাগুলোও বিধ্বস্ত হয়েছে। তাই আমাদের সবকিছু নতুনভাবে গড়তে হবে, নতুন আকারে, নতুন ফরম্যাটে। আমরা এখন সংস্কারের এই পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। একবার যখন সংস্কারের কর্মসূচি সম্পূর্ণ হবে, তখন আমরা নির্বাচন করব এবং একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।)

ইউটিউভ লিঙ্ক-https://youtu.be/P4G4rvAeOUA?si=26t5MLMFs4KYCHkV

অধ্যাপক ইউনূসের সাক্ষাৎকারের প্রতিক্রিয়া নিয়ে যেসব বিতর্ক চলছে, তা মূলত তার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা এবং তার শব্দচয়নের অস্পষ্ট অনুবাদের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি 'রিসেট বাটন' এবং 'ডান' শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছেন যে, বাংলাদেশকে বিগত সরকারের ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন। তার বক্তব্যকে 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার' সাথে মেলানো মোটেও সঠিক নয়। বরং, তিনি বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করে একটি নতুন পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন।

এই বিভ্রান্তি দূর করতে, আমাদের উচিত মূল প্রসঙ্গ ধরে ড. ইউনূসের পুরো বক্তব্য শোনা এবং বোঝা। এমন সময়ে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং গণমাধ্যমের অসংলগ্ন প্রতিবেদন পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করে তুলছে, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং বাস্তব প্রেক্ষাপটের আলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিভক্তি বা ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা মন্তব্যগুলো আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই, সঠিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত।

সুইস ব্যাংক এখন আর পছন্দের গন্তব্য নয়

রজত রায়

গোপনে অর্থ গচ্ছিত রাখার জন্য বহুদিনের খ্যাতি সুইজারল্যান্ডের। কঠোরভাবে গ্রাহকদের নাম-পরিচয় গোপন রাখে সুইস ব্যাংকগুলো, যে কারণে প্রচলিত বিশ্বাস, অবৈধ আয় ও আয়কর ফাঁকি দিয়ে জমানো টাকা জমা রাখা যায় সুইস ব্যাংকে।

১৯৩৪ সালের সুইস ব্যাংকিং অ্যাক্ট অনুযায়ী সুইস ব্যাংকগুলোর জন্য কোনো অ্যাকাউন্টধারীর নাম প্রকাশ করা যাবে না। ডাক্তার ও রোগী বা আইনজীবী ও তাদের ক্লায়েন্টদের মধ্যে গোপনীয়তা সুরক্ষার মতো এই সুরক্ষাগুলো হলো প্রাথমিক কারণ। এজন্য সুইস ব্যাংক হিসাবগুলো বিশ্বজুড়ে ধনী ব্যাংকিং গ্রাহকদের কাছে এত জনপ্রিয়।

অর্থপাচার ও মানি লন্ডারিং শুধু বাংলাদেশের নয়, এটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা। এখন এটি বিশ্বব্যাপী হুমকি হয়ে উঠছে। জাতিসংঘের মাদকদ্রব্য ও অপরাধ-সংক্রান্ত কার্যালয় (ইউএনওডিসি) অনুসারে, প্রতিবছর বিশ্বে পাচার হচ্ছে ৭৫ হাজার ৪৭২ কোটি ডলার। এটি প্রতিবছর বৈশ্বিক জিডিপির দুই শতাংশ থেকে পাঁচ শতাংশের সমান। পাশাপাশি ডিজিটাল লেনদেনের কারণেও বেড়েছে অর্থ পাচারের ঘটনা।

সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কিছু সুবিধা হলো নিম্নস্তরের আর্থিক ঝুঁকি এবং উচ্চস্তরের গোপনীয়তা। সুইস অর্থনীতি খুবই স্থিতিশীল বলে জানা গেছে এবং দেশটি কিছু সময়ের জন্য কোনো বড় সংঘাতের অংশ ছিল না। তদুপরি সুইস ব্যাংকগুলোর উচ্চ মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ও শক্তিশালী আমানতকারী সুরক্ষা রয়েছে, যা আমানতকে আর্থিক সংকট ও দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করে। সুইস ফ্রাঙ্কে রাখা অ্যাকাউন্টগুলো অল্প পরিমাণে সুদ পাবে, কিন্তু তাদের সুইস উইথহোল্ডিং ট্যাক্সও দিতে হবে। এ কারণে বেশিরভাগ বিদেশি অ্যাকাউন্টধারীদের অন্য মুদ্রায় তাদের সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে সাড়ে চার লাখ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। কীভাবে এই বিপুল পরিমাণ টাকা পাচার হয়েছে, এর কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। তবে গ্লোবাল ফিক্সড ইনকাম রিয়েলাইজেশনের (জিএফআইআর) মতে, বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি মূল্য কম দেখানো এবং হুন্ডি ও ভিওআইপি ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ টাকা পাচার হচ্ছে। টাকা পাচারে বিশ্বের ৩০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। সংস্থাটির কাছে তথ্য রয়েছে, বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যের প্রায় ২০ শতাংশই নানা পন্থায় পাচার হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে মানি লন্ডারিংয়ের ঘটনা বেড়েই চলছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পাচারের ঘটনা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। মূলত ব্যাংক লেনদেন, হুন্ডি ও মোবাইল ব্যাংক এবং গেমিং বেটিংয়ের মাধ্যমেই এসব ঘটনা ঘটছে। অর্থপাচার নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের (বিএফআইইউ) তথ্য মোতাবেক, সুইস ব্যাংকের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাখা আছে। ফলে যে কোনো দেশে সুইস ব্যাংকের শাখায় বাংলাদেশি কোনো ব্যক্তি অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করলে সেটা কেন্দ্রীয়ভাবে সুইস ব্যাংকের হিসাবে গণনায় আসে। কোনো বাংলাদেশি সুইস ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে সেটি তাদের এসেটে দেখাবে। রপ্তানি সময় হিসাব নিষ্পত্তি না হলে সেগুলো সুইস ব্যাংকের নষ্ট অ্যাকাউন্টে দেখানো হয়। তবে সুইস ব্যাংকের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কোনো তথ্য দেয়া হয় না।

সুইস আইন বলে, আমানতকারীর অনুমতি ব্যতীত ব্যাংক কোনো অ্যাকাউন্ট (এমনকি তার

অস্তিত্ব) সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রকাশ করতে পারে না। তথ্য প্রকাশের একমাত্র উপায় হলো—যদি কোনো সরকারি সংস্থা বলে, একজন আমানতকারী কোনো অপরাধমূলক কাজ বা অন্য কোনো আর্থিক সমস্যায় (যেমন, দেউলিয়া হওয়া, বিবাহবিচ্ছেদ বা উত্তরাধিকার) জড়িত। তদুপরি সুইস অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রবিধান অনুযায়ী আমানতকারীরা তাদের অ্যাকাউন্টে যে তহবিল রাখছে, তার উৎস সম্পর্কে প্রমাণ সরবরাহ করতে হবে।

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের টাকা আবার আলোচনায়। নির্দিষ্ট গ্রাহকের তথ্য না দিলেও এক দশক ধরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক। তাতেই উঠে এসেছে এসব তথ্য। তবে প্রায় এক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশিদের আমানত বৃদ্ধির হার হুট করে কমছে কেন, এর ব্যাখ্যা নেই ওই প্রতিবেদনে।

সুইস ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০২০ সালে বাংলাদেশের আমানতকারীদের টাকার অঙ্ক ৫৬ কোটি ২৯ লাখ থেকে লাফ দিয়ে ২০২১ সালে ৮৭ কোটি ১১ লাখ সুইস ফ্রাঁতে দাঁড়ায়। এতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় শীর্ষ আমানতকারী দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পায় বাংলাদেশ। এরপর ২০২২ সালে অস্বাভাবিক গতিতে কমে আমানত দাঁড়ায় পাঁচ কোটি ৫২ লাখ ফ্রাঁতে। আর ২০২৩ সালে নেমে আসে এক কোটি ৭৭ লাখে। প্রতি সুইস ফ্রাঁ ১৩২ টাকা করে ধরলে দেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০২৩ সালে সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশিদের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৬৫ শতাংশ অর্থ কমেছে। অবাক করার মতো বিষয় হলো, ২০২১ সাল ও ২০২২ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের আমানত কমেছে প্রায় সাড়ে ১০ হাজার কোটি টাকা।

প্রশ্ন হচ্ছে শীর্ষ আমানতকারী দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দেশটির আমানত কী এমন কারণে শ্লথ হয়ে গেল পরবর্তী বছরই? ধারণা করা হচ্ছে, সুইজারল্যান্ডে গোপনীয়তা কমতে থাকায় বাংলাদেশিসহ অনেক দেশের ধনীরাই এখন অবৈধ টাকা জমা রাখার জন্য ট্যাক্স হেভেন দেশগুলোর দিকে ঝুঁকছেন।

এটা ঠিক যে, অর্থ পাচারকারীদের কয়েকটি কারণে সুইস ব্যাংকের প্রতি আকর্ষণ কমছে। প্রথমত আন্তর্জাতিক চাপে সুইস ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর দেশভিত্তিক আমানতের হিসাব প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে যারা সত্যিকার অর্থে পাচারকৃত টাকার তথ্য গোপন রাখতে চায়, তারা এখন আর সুইস ব্যাংককে প্রাধান্য দিচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, সুইস ব্যাংকের প্রতিবেশী দেশগুলো আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে পাচারের অর্থ নেয়ার ক্ষেত্রে। ফলে পাচারকৃত অর্থ যে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলা ও সম্পদের মালিকানা অর্জনের সুবিধা আছে সেখানে চলে যাচ্ছে।

এ বছরের ২০ জুন প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক দ্বিতীয়বারের মতো সুদের হার কমিয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির চাপ কমানোর লক্ষ্যে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার নীতিগত হার ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ১ দশমিক ২৫ শতাংশ কার্যকর করেছে।

অর্থনীতিবিদ ও অর্থ পাচারসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, তথ্যপ্রযুক্তির সুবাদে বিকল্প গন্তব্যে পাড়ি দিচ্ছে পাচারের অর্থ, যেখানে শুধু ব্যাংকে টাকা রাখাই নয়, সংশ্লিষ্ট দেশের পাসপোর্টপ্রাপ্তি, সম্পদের (বাড়ি-ঘর) মালিকানা অর্জন এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের আকর্ষণীয় সুবিধা ফেলে রাখা হচ্ছে না। এসব অর্থের বিনিময়ে গড়ে তোলা হচ্ছে বিনিয়োগের সাম্রাজ্য। এসব দেশের মধ্যে ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, কেমান আইল্যান্ড, বারমুডা, দুবাই, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মতো উন্নত দেশগুলোয় নিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমানে সবচেয়ে কাছের গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশিদের পছন্দের শীর্ষে আছে দুবাই ও সিঙ্গাপুর। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ে অর্থপাচার ও বিনিয়োগ করা হয়। তবে সুইস ব্যাংকে বিদেশি গ্রাহকদের অর্থ জমার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাজ্য। সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে ব্রিটিশ নাগরিকদের ২৫৪ বিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ রয়েছে। এরপরই ৭১ বিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ নিয়ে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আর ফ্রান্স রয়েছে এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে। সুইস ব্যাংকে দেশটির নাগরিকদের প্রায় ৬৪ বিলিয়ন ফ্রাঁ রয়েছে। ওই তিন দেশের পর শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জার্মানি, হংকং, সিঙ্গাপুর, লুক্সেমবার্গ ও গার্নসি।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যে অর্থ পাচার হয়, তা দেশে থাকলে প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হতো, দারিদ্র্যের হার শূন্যে নেমে আসত। তাই পাচার বন্ধে বা প্রতিরোধ করতে কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বন্ধ করতে হবে দেশে অবৈধ পথে অর্থ উপার্জনের পথ।

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম ফান্ড রেইজিং ডিনার

তারিখ:
শুক্রবার
১১ অক্টোবর ২০২৪
সময়: সন্ধ্যা ৬:০০টা

Venue:
MUNA Center of New York
8050 Pitkin Avenue, Ozone Park, NY 11417

অতিথি

- **মুহতারাম হারুন অর রশীদ,** ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট, মুনা
- **ইমাম দেলোয়ার হোসাইন,** সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট, মুনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ!
সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,
আসছে ১১ অক্টোবর ২০২৪ শুক্রবার **মুনা সেন্টার অফ নিউইয়র্ক** এর প্রথম ফান্ড রেইজিং ডিনারে আপনাকে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এটি কেবল একটি ফান্ড রেইজিং ডিনারই নয় বরং আমাদের সকলের পরস্পর পরিচিতির সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে দিবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল এখানে একটি প্রাণবন্ত কমিউনিটি হল তৈরি করা, এটা শুধুমাত্র নামাজ আদায়ের জায়গা নয়, ইসলামিক শিক্ষার কেন্দ্র (মাদ্রাসা) ছাড়াও সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা অনন্য স্থান হিসেব গণ্য হবে। এ প্রতিষ্ঠান আমাদের কমিউনিটির মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের মাধ্যমে সকলের পারস্পারির সহায়তার ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে অভিষ্ট লক্ষে পৌছাতে আপনার / আপনাদের আন্তরিক দু'আ ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য।
আসুন, কমিউনিটিতে দ্বীনি পরিবেশ তৈরীর পাশাপাশি আখিরাতের অনন্ত জীবনকে সুগম করতে আমাদের সকলের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করি। আল্লাহ তায়া'লা আমাদের সহায়ক হউন।
জাযাকাল্লাহ খাইরান।

Info: 347-400-2644, 929-365-4169, 347-393-7021

মুনা সেন্টার অফ নিউইয়র্ক
MUNA
80-50 Pitkin Avenue, Ozone Park, NY 11417

ফুঃ

অমিতাভ সরকার

আমার মূর্তিটা আমি নিজে বানিয়ে নিজেই ভেঙে দিচ্ছি
সবাই চোখের জল ফেললেও
পিছন ফিরে মনেই পড়ছে না আমার মুখের আদলে
নতুন মুখ বসানো পাষণ্ডটি আসলে কে

লোকটা আদৌ কি আমার চেনাজানা ছিল, না জোর
করেই আমাকে দিয়ে এসব করিয়ে আমারই ঘাড়ে পুরো দোষটা চাপানো...
শিল্পসত্তা জিনিসটা বংশগত বলেই রোগী আজও অভিনয় করেই পার পেয়ে গেল।

পরিক্রমা

সাজ্জাদুর রহমান

রাত্রি যাপনের মাঝ বরাবর আলোক রেখা
রেখার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া চন্দ্রিকা
ফেলে গেছে চপল ছন্দের দ্যোতনা।

এই খেলাঘরে টের পাওয়া যায় মতান্তর
ভু-দুস্থ পদভার
সেই পদভার ফাঁকা সড়কে ফেলে যেতে যেতে
খরস্রোতা নদী
নদীর ওপারে কথাশূণ্য আকাশ
বিছিয়ে রেখেছে জোৎস্না বিলাস
আমাকে টানে
একদিন সব বাইরে থুয়ে ঘরে যাবো
ঘরে যাবো জীবনচক্রের পরিক্রমায় আড়াআড়ি।

লোকচক্ষুর অন্তরালে

মোখতারুল ইসলাম মিলন

লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরব এক স্রোত,
সে স্রোতে ভেসে যায় শব্দহীন প্রহর
চেতনার গভীরে বয়ে চলে অজানা ভাষা,
অন্তর্দৃষ্টি ফুঁপিয়ে তোলে নীরব ত্রাসা।
প্রকাশের প্রান্তর হতে বহু দূরে,
মনে জমে থাকা সেই অনুচ্চারিত কথা
যেন নিরবধি কাল ধরে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে;
অস্তিত্বের অদৃশ্য কিনারায়।

অন্তরালেই থাকে সত্যের গভীরতা
যা আলোর বাইরে ছায়ার মতো ছড়ায়
দৃশ্যমান নয় তবু এ তো সত্তার অংশ
কেবল মানুষের দৃষ্টির গণ্ডি পেরিয়ে যায়।

নিঃশব্দে বয়ে যাওয়া এই স্রোতের গভীরে,
কোলাহলহীন অথচ ভারী এক বাস্তবতা
লোকচক্ষুর আড়ালে, রহস্যময় ছায়ায়;
প্রকৃত সত্য প্রতিক্ষণে জন্ম নেয়।

হঠাৎ দেখা

ড. আব্দুস সাত্তার

আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলে।
বিস্ময় চকিত অপলক চাহনি তোমার
ঠোঁটযুগল কাঁপছিল অবলীলায়..কিন্তু কেন?
কিছু কি বলতে চেয়েছিলে?
বলতে হবে না, আজও বরং অনেক না বলা কথা
শুধু বুঝেই গেলাম নিরবতার ভাষান্তরে।

ঠিক এ মুহূর্তে কোথায় হারিয়ে গেছো, তাও জানি
অতীত সুখদ প্রেমানুভূতির হৃদকম্পন টের পাচ্ছি।
তোমার কি মনে পড়ে, একটি মুহূর্তের জন্য তোমার
নাগালের বাহিরে গেলে খুঁজে নিতে কোথায় আছি?
একদিন দেখা না হলে উন্মাদের মতো খুঁজতে
কেঁদে কেঁদে বলতে-আমাকে তোমার হারাবার ভয়!

আমার ভাবনার অনেক কিছুই হয়তো ভুল!
তুমি আমাকে চিনতেই পারোনি;
নইলে এভাবে তাকিয়ে থাকে কেউ?
তোমার ভালোবাসার মানুষ ভেবে ভুল করছো নাতো?
তোমার একটুও পরিবর্তন হয়নি;
সেই আগের মতই আছো।
সেই মুখ, সেই চাহনি! শুধু বদলে গেছে সম্পর্কটা।

যা কিছু লিখিত

জয়িতা চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘ রোদে পড়ে থাকে ভয়ঙ্কর খেলা...

হঠাৎ জলের প্রবল তোলপাড়ে
সমস্ত ক্রোধ চৌচির হয়ে পড়ে
ভাসে ছন্নছাড়া ব্যথা তরঙ্গে
ভাসে উপেক্ষার সকাল

তীব্র বিপর্যয়ের পর অর্জন করা ব্যথা,

রক্ত, মাংস
ধ্বনিত হয় আমার কবিতায়
সার্বজনীন দুঃখে
আর
স্তব্ধ থাকে আংশিক সত্যের মায়া।

ব্যবধানের বিশালতা

আবদুল কাদের আরাফাত

ছোটবেলায় জ্বর হতো। শরীরের তাপ একটু বাড়লেই,
মায়ের মন ভারী হতো, কালো মেঘে ঢাকা আকাশের মতো।
টের পেতাম, থমকে গেছে তার ছোট্ট পৃথিবী
মা আসতেন! স্নেহের ছোঁয়ায় মাথায় পানি ঢালতেন,
শরীর মুছে দিতেন, যত্নের পরশে স্নিগ্ধতা ঢালতেন।
নিয়ম মেনে ঔষধ দিতেন, সাধ্যমত ফল খাওয়াতেন
ভাতের জোরাজুরির বদলে, দিতেন কলা-পাউরুটি।
মায়ের যত্নে ঘেরা মুহূর্ত, গা ঘেঁষে থাকায়-মনে হতো,
আর কয়টা দিন জ্বর থাকুক!
এখনও আমি অসুস্থ হলে,
মায়ের চোখে দেখি সেই পুরোনো উৎকণ্ঠার ছায়া,
টের পাই, মায়ের চোখের ঘুম পালিয়েছে
মা জেগে থাকে স্নেহের পাহারায়, নিঃশব্দে, ক্লান্তিহীন।
মাঝে মাঝে ভীষণ মন খারাপ হয়, মায়ের কেন বয়স
বাড়ে—এই প্রশ্নে হৃদয় কাঁদে, ধীরে ধীরে তার
খাবারের তালিকা ছোট হতে থাকে, মায়ের অসুস্থতায় আমি
অস্থির হই, শহরের সেরা ডাক্তার খুঁজি, ঔষধের নিয়মে
বেঁধে রাখি, সাধ্যমতো সেবা করার দৃঢ় সংকল্প করি।

তবুও টের পাই, আমার চোখে ঠিকই ঘুম নামে একসময়
মায়ের মতো পৃথিবী থমকে দাঁড়ায় না আমার।
ব্যবধানের এই বিশালতা হেরে যাই, যেতে হয়;
মায়ের কোনও বিকল্প হয় না, সে সত্যের মুখোমুখি হই।

সূর্য বালক

নীলকণ্ঠ পদাতিক

তুমি ফিরে এলে, ভোর হবে সুনিশ্চিত
অনেক অনেকদিন পর, সময়ের যুগবন্দী,
দিগভ্রান্ত হ্রস্ব স্রোতের বিপরীতে-তুমি এলে ভোর হবে
নিশ্চিত জানি। ফিরে এসো।
অনেক আলোক নিয়ে ফিরে এসো হে সূর্য বালক।

আমাদের প্রতীক্ষা ঠেলে দেয়া কাঠের মতো নিরুপায়;
না জাগালে শীতঘুমে বসন্তও পুড়ে যায়,
ডুবে যায় পক্ষকালে সত্যবানের অপেক্ষার প্রহর।

সুবোধ, তুমি ফিরে এসো।
নিরপেক্ষ ভোরের সূর্য হয়ে ফিরে এসো ভাই।
তারপর টুকরো টুকরো হয়ে, তাপ নিয়ে
ছড়িয়ে যাও আমাদের প্রত্যেকের বুকে
সেখানকার যে সূর্যগুলো ঘুমিয়ে রয়েছে বহুকাল,
প্রয়োজনে, ঘার ধরে তাদের জাগাও।
নাগরিক দেয়ালের জীর্ণ শরীরে তুমি দৃশ্যমান ছবি,
রক্ত-মাংসে আঁকা আমাদের বুকের ছবিতে তুমি নেই।
ফিরে এসো; আমাদের সময়ের তোমাকে ভীষণ প্রয়োজন।

বৃষ্টি ভেজা সকাল

গোলাম সরোয়ার

ঝিরঝির বৃষ্টির ছোঁয়ায়, জেগে ওঠেছে প্রাণ
স্নিগ্ধ সজীবতার নিঃশ্বাসে,
নিমিষেই দূর হয়ে যায় ক্লান্ত দেহ
টুপটাপ বৃষ্টি ঝরে পড়ে কাশফুলের গায়ে
অল্প অল্প করে ভরপুর হয় ডোবা নালা খাল বিল।
কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে নগরীর গোটা আশপাশ
ঘুমের ঘোরে মধুর স্বপনে রাত্রি হয় অবসান
বৃষ্টির জলে চুমু খেয়ে লতা পাতা ঘাসগুলো
গাঢ় সবুজ রঙের হয়ে উঠে
মাছেরা নতুন আনন্দে ফিরে পায় আলোর সন্ধান
বন্ধুত্ব গড়ে- বৃষ্টি ভেজা কচু পাতার পানি।

সুখের দেয়াল

লুৎফুর রহমান চৌধুরী

তাকিয়ে দেখি কষ্টের নদীতে বেদনার স্রোত
পানি ছলছল করছে হৃদয় উঠোন জুড়ে
সুখের দেয়াল টপকে বেরিয়ে এলো এক
করুণ আর্তনাদের ভয়াবহ সুর
সামাল দিতে গিয়ে সবটুকু ধসে পড়লো
মজবুত করে বাঁধাই করা মন-নদীর দু'পাড়
ঐ বুঝি ভেঙে গেলো যত্নে তৈরি করা
সখের সাজানো প্রাচীর!

দু'হাত পেতে কতকিছু চেয়েছি অশ্রুজলে
চাওয়ার পাত্রে না পাওয়ার বেদনাগুলো,
খেলা করেছে মহা আনন্দে!
হতাশার পাথরে চাপা পরে মুখের ভাষা
চোখের জলে ঝরে পড়েছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত
জানতে পারিনি কখন নদীর বুকটা
শুকিয়ে গিয়েছিল রৌদ্রের তাপে।

যোগান দাতার জমির এমন অবস্থা দেখে
অতঃপর, পালিয়ে গেল স্থায়ীভাবে বসবাস করা;

বড় আদরের একঝাঁক পাখি।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight Health System
Anthem.
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

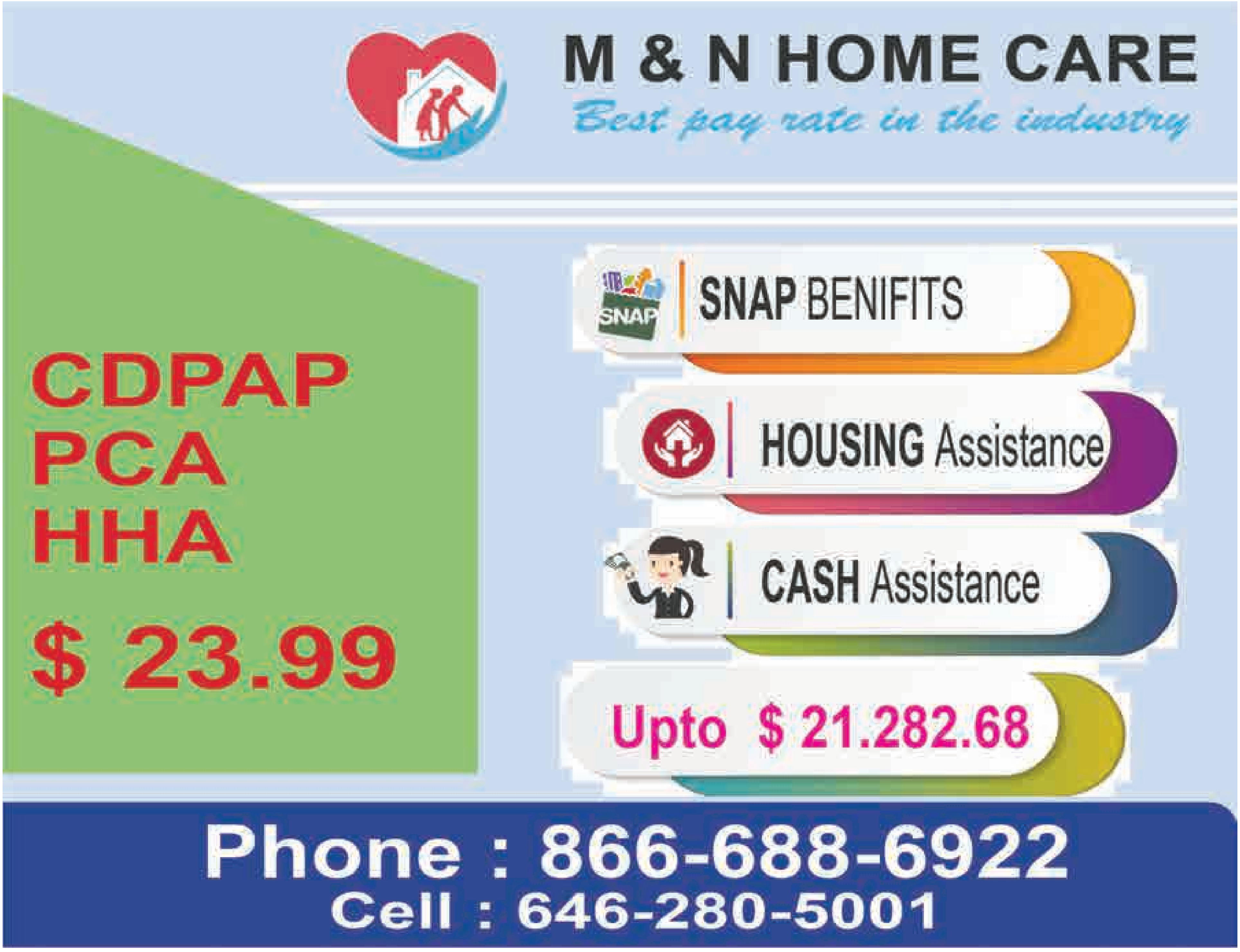
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY
TOP 10
2022
LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

অর্জন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
10 October 2024, Thursday, Issue 395
১০ অক্টোবর ২০২৪, ২৫ আশ্বিন ১৪৩১, ৭ রবিউস সানি ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার

মিল্টন হারিকেন মিল্টনের প্রভাবে অন্ধকার ফ্লোরিডার আকাশ। ৯ অক্টোবর। ছবি: সংগৃহীত

ইমিগ্রেশন ইস্যু নিয়ে নির্বাচনি প্রচারণার তুঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প

বিশেষ প্রতিনিধি

ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগ্রাসী প্রচারণায় মেতে উঠেছেন। আমেরিকার জনগণের কাছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন ইস্যু বাজার পাচ্ছে। ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময়ে সীমান্ত দিয়ে দিয়ে আসা লক্ষ লক্ষ ইমিগ্র্যান্টদের রাজনৈতিক ইস্যু বানিয়েছেন ট্রাম্প। ডেমোক্র্যাট প্রার্থি ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস বাইডেনের অভিবাসন নীতি থেকে বেরইয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

আন্তর্জাতিক সম্মাননা পেল বাংলা টেলিফিল্ম 'এক চিলতে জল'

লস এঞ্জেলস

ফারজানা নাজ শম্পা

বিষয়বস্তুর স্বতন্ত্রটা ও প্রেক্ষাপটগত মৌলিকত্ব এবং নির্মাণ শৈলীর উচ্চমানের সমন্বয়ে অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি ছবি ' এক চিলতে জল (An Epic Drop of Water) 'আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছে ।জীবনমুখী অসাধারণ চিত্রায়নে নির্মিত এই সিনেমা টি দেশে ও আন্তর্জাতিক সিনেমা অঙ্গনে যথেষ্ট গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে।

২ সেপ্টেম্বরে বিশ্বচলচ্চিত্রের তীর্থভূমি এবং কেন্দ্রবিন্দু হলিউডে লস এঞ্জেলেস ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস LAFA কর্তৃক শ্রেষ্ঠ কাহিনীমূলক চলচ্চিত্র (Best Narrative Feature) হিসেবে ঘোষিত হল নিপুণ আলম পরিচালিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এক চিলতে জল (An Epic Drop of Water)। চলচ্চিত্রটিতে পরিচালকের দায়িত্বে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

টক অফ দ্য উইক

অভিবাসীদের সাহায্য করে বিপুল আনন্দ পাই: মোহাম্মদ রাশিদ

সোহানা নাজনীন

"আমার জন্ম শুধু খেয়ে-পরে জীবন পার করা নয়, আমাকে কাজ করতে হবে। এমন কাজ করতে হবে যার মাধ্যমে আমি মনে শান্তি পাবো, আনন্দ লাভ করবো। কমিউনিটি এক্টিভিস্টের একটা পেশা থাকতে হবে, ফ্রি সময় থাকতে হবে"- একজন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা এভাবেই ব্যক্ত করেছেন মোহাম্মদ রাশিদ(দিদার)। ৩ অক্টোবর প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অব দ্য উইক' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ রাশিদ, অধ্যাপক হিসাববিজ্ঞান বাংলাদেশ। তিনি একজন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট এবং

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

অ্যাডামসের জনপ্রিয়তা তলানিতে, পদত্যাগ চান ৬৯ শতাংশ নিউইয়র্কবাসী

দুর্নীতির অভিযোগ

মেয়র অ্যাডামসের বিরুদ্ধে বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ রয়েছে যা তার জনপ্রিয়তায় বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে।

উত্তর আমেরিকা অফিস

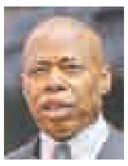

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের জনপ্রিয়তা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সাম্প্রতিক এক জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। জরিপে দেখা গেছে, সিটির ৬৯ শতাংশ বাসিন্দা মনে করেন—অ্যাডামসের অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। জরিপে অংশ নেওয়া ডেমোক্র্যাটদের ৭১ শতাংশই একই মত প্রকাশ করেছেন। যা অ্যাডামসের জন্য বড় ধরনের রাজনৈতিক ধাক্কা। এ ছাড়া ৮০ শতাংশ মানুষ মনে করেন—অ্যাডামসের উচিত আরেকবার মেয়র নির্বাচনে না দাড়ানো। তার প্রশাসনের ওপর জনমতের এই বিপুল নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তার রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

অ্যাডামসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আইনি লড়াই

মেয়র অ্যাডামসের বিরুদ্ধে বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ রয়েছে যা তার জনপ্রিয়তায় বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। তার বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণ, দুর্নীতি, তারের মাধ্যমে প্রতারণা এবং বিদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে রাজনৈতিক অনুদান নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া তাকে সাক্ষী প্রভাবিত করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। প্রসিকিউটরদের মতে, মেয়র অ্যাডামস একজন সাক্ষীকে এফবিআই-এর সামনে মিথ্যা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রভাবিত করার গুরুতর অভিযোগ প্রমাণ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে আরও তদন্ত চলমান রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে নতুন কিছু অভিযোগ আনা হতে পারে বলে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

মাকসুদুল হক চৌধুরী

চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচন ২০২৪

আমি নির্বাচিত হলে কোন দ্বিধা-বিভক্তি থাকবে না: মাকসুদুল

উত্তর আমেরিকা অফিস

আসন্ন চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা তথা চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচন ঘিরে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। দিন যত ঘনিয়ে আসছে ততই বাড়ছে নির্বাচনী আমেজ। এ নির্বাচনে তাহের-আরিফ প্যানেলের বিপরীতে শক্ত অবস্থানের জানান দিচ্ছে মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলও। নিজের ও প্যানেলের জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদ ব্যক্ত করেন সভাপতি প্রার্থী মাকসুদুল হক চৌধুরী। নির্বাচিত হলে দ্বিধা-বিভক্তি কাটিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত থাকার বলিষ্ঠ জানান দেন তিনি।

মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের এ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com